শিশুবোধক।

অর্থাৎ

বালক শিক্ষার্থ।

বর্ণমালা, বানান, ফলা, পত্র, আর্য্যা, নামতা, অঙ্ক, অঙ্করীতি, গঙ্গার বন্দনা, গুরুদক্ষিণা, দাতাকর্ণ, কলঙ্কভঞ্জন, চাণক্য-শ্লোক এবং প্রহ্লাদচরিত্র প্রভৃতি প্রতিমূর্ত্তি সহিত।

শ্রীনৃত্যলাল শীল কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা।

এন্, এল্, শীলের যন্ত্রে মুদ্রিত।

নং ৯৯ আহীরীটোলা।

১৩০৫।
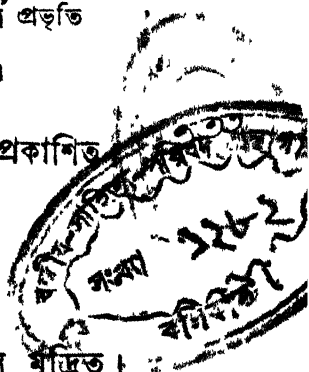
শ্রীশ্রীসরস্বত্যৈ নমঃ ।

ধ্যান মন্ত্রো যথা—

তরুণ সকলমিন্দোর্বিভ্রতি শুভ্রকান্তি,

কুচভরণ মিতাঙ্গী সন্নিসন্নাসিতাব্জে ।

নিজ করকমলোদ্যল্লেখনী পুস্তকশ্রীঃ

সকলবিভবঁসিদ্ধ্যৈঃ পাতুবাগ্দেবতা নমঃ ॥

ভদ্রকাল্যৈ নমোনিত্যং সরস্বত্যৈ নমোনমঃ।
বেদ বেদান্ত বেদাঙ্গ বিদ্যাস্থানেভ্য এব চ।
ইতি সরস্বতীং সংপূজ্য মস্যাধার লেখনীঞ্চ পূজয়েৎ।
যথা ন দেবো ভগবান্ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
ত্বাং পরিত্যজ্য সংতিষ্ঠেত্তথা ভব বরপ্রদা।
বেদাঃ শাস্ত্রাণি সর্ব্বাণি নৃত্যগীতাদিকঞ্চ যৎ।
ন বিহীনং ত্বয়া দেবী তথা মে সন্তু সিদ্ধয়ঃ।
লক্ষ্মীর্মেধাধরাপুষ্টির্গৌরীতুষ্টিঃ প্রভাধৃতিঃ।
এতাভিঃ পাহি সর্ব্বাভিরষ্টাভি মাং সরস্বতি।

সূচীপত্র।

অ অ   আ আ   ই ই   ঈ ঈ   উ উ   ঊ ঊ

ঋ ঋ   ৠ ৠ   ঌ ঌ   ৡ ৡ   এ এ   ঐ ঐ

ও ও   ঔ ঔ   অং অং   অঃ অঃ

ব্যঞ্জনবর্ণ।

ক ক   খ খ   গ গ   ঘ ঘ   ঙ ঙ

চ চ   ছ ছ   জ জ   ঝ ঝ   ঞ ঞ

ট ট   ঠ ঠ   ড ড   ঢ ঢ   ণ ণ

ত ত   থ থ   দ দ   ধ ধ   ন ন

প প   ফ ফ   ব ব   ভ ভ   ম ম

য য   র র   ল ল   ব ব

শ শ   ষ ষ   স স   হ হ   ক্ষ ক্ষ

ড় ড়   ঢ় ঢ়   য় য়   ং   ঃ   ঁ

যুক্তাক্ষর।

ঙ্ক ঙ্ক ঙ্খ ঙ্খ ঙ্গ ঙ্গ ঙ্ঘ ঙ্ঘ ঙ্ঙ ঙ্‌ঙ

ঞ্চ ঞ্চ ঞ্ছ ঞ্ছ ঞ্জ ঞ্জ ঞ্ঝ ঞ্ঝ ঞ্ঞ ঞ্‌ঞ

ণ্ট ণ্ট ণ্ঠ ণ্ঠ ণ্ড ণ্ড ণ্ঢ ণ্ঢ ণ্ণ ণ্ণ

ন্ত ন্ত ন্থ ন্থ ন্দ ন্দ ন্ধ ন্ধ ন্ন ন্ন

ম্প ম্প ম্ফ ম্ফ ম্ব ম্ব ম্ভ ম্ভ ম্ম ম্ম

ঙ্য ঙ্‌য র্ র্ ঙ্ল ঙ্‌ল ঙ্ব ঙ্‌ব

ঙ্ম ঙ্‌ম ঙ্ষ ঙ্‌ষ ঙ্স ঙ্‌স ঙ্ক ঙ্ক ঙ্ক্ষ ঙ্ক্ষ

স্ক স্ক স্খ স্খ ঙ্গ ঙ্গ ঙ্ঘ ঙ্ঘ ঙ্ক্ষ ঙ্ক্ষ

শ্চ শ্চ শ্ছ শ্ছ ঞ্জ ঞ্জ ঞ্ঝ ঞ্ঝ ঞ্চ ঞ্চ

ষ্ট ষ্ট ষ্ঠ ষ্ঠ ণ্ড ণ্ড ণ্ঢ ণ্ঢ ষ্ণ ষ্ণ

স্ত স্ত স্থ স্থ ন্দ ন্দ ন্ধ ন্ধ হ্ন হ্ন

স্প স্প স্ফ স্ফ দ্ব দ্ব ন্ন ন্ন শ্ল শ্ল

হ্য হ্য র র হ্ল হ্ল হ্ব হ্ব

ট্শ ট্শ ট্ষ ট্ষ ট্স ট্স ট্হ ট্হ ট্ক্ষ ট্ক্ষ

ক ক ক্য ক্য ক্র ক্র ক্ল ক্ল ক্ব ক্ব

ক্ন ক্ন ক্ম ক্ম কৃ কৃ ক্লৃ ক্লৃ র্ক র্ক

১ ১ ২ ২ ৩ ৩ ৪ ৪ ৫ ৫ ৬ ৬ ৭ ৭ ৮ ৮ ৯ ৯ ০ ০

ইংরাজী অক্ষর।

A	B	C	D	E	F	G	H
এ	বি	সি	ডি	ই	এফ্	জি	এইচ
I	J	K	L	M	N	O	P
আই	জে	কে	এল্	এম্	এন্	ও	পি
Q	R	S	T	U	V	W	X
কিউ	আর	এস্	টি	ইউ	ভি	ডব্লিউ	এক্স

Y	Z.
ওয়াই	জেড।

1	2	3	4	5	6
ওয়ান	টুঁ	থ্রী	ফোর	ফাইভ	সিক্স
১	২	৩	৪	৫	৬

7	8	9	10.
সেবেন্	এইট্	নাইন্	টেন্।
৭	৮	৯	১০

বানান।

া	ি	ী	ু	ূ	ে	ৈ	ো	ৌ
কা	কি	কী	কু	কূ	কে	কৈ	কো	কৌ
খা	খি	খী	খু	খূ	খে	খৈ	খো	খৌ
গা	গি	গী	গু	গূ	গে	গৈ	গো	গৌ
ঘা	ঘি	ঘী	ঘু	ঘূ	ঘে	ঘৈ	ঘো	ঘৌ
চা	চি	চী	চু	চূ	চে	চৈ	চো	চৌ
ছা	ছি	ছী	ছু	ছূ	ছে	ছৈ	ছো	ছৌ
জা	জি	জী	জু	জূ	জে	জৈ	জো	জৌ
ঝা	ঝি	ঝী	ঝু	ঝূ	ঝে	ঝৈ	ঝো	ঝৌ
টা	টি	টী	টু	টূ	টে	টৈ	টো	টৌ
ঠা	ঠি	ঠী	ঠু	ঠূ	ঠে	ঠৈ	ঠো	ঠৌ
ডা	ডি	ডী	ডু	ডূ	ডে	ডৈ	ডো	ডৌ
ঢা	ঢি	ঢী	ঢু	ঢূ	ঢে	ঢৈ	ঢো	ঢৌ
তা	তি	তী	তু	তূ	তে	তৈ	তো	তৌ
থা	থি	থী	থু	থূ	থে	থৈ	থো	থৌ
দা	দি	দী	দু	দূ	দে	দৈ	দো	দৌ
ধা	ধি	ধী	ধু	ধূ	ধে	ধৈ	ধো	ধৌ
না	নি	নী	নু	নূ	নে	নৈ	নো	নৌ
পা	পি	পী	পু	পূ	পে	পৈ	পো	পৌ
ফা	ফি	ফী	ফু	ফূ	ফে	ফৈ	ফো	ফৌ
বা	বি	বী	বু	বূ	বে	বৈ	বো	বৌ
ভা	ভি	ভী	ভু	ভু	ভে	ভৈ	ভো	ভৌ

মা	মি	মী	মু	মূ	মে	মৈ	মো	মৌ
যা	যি	যী	যু	যূ	যে	যৈ	যো	যৌ
রা	রি	রী	রু	রূ	রে	রৈ	রো	রৌ
লা	লি	লী	লু	লূ	লে	লৈ	লো	লৌ
বা	বি	বী	বু	বূ	বে	বৈ	বো	বৌ
শা	শি	শী	শু	শূ	শে	শৈ	শো	শৌ
ষা	ষি	ষী	ষু	ষূ	ষে	ষৈ	ষো	ষৌ
সা	সি	সী	সু	সূ	সে	সৈ	সো	সৌ
হা	হি	হী	হু	হূ	হে	হৈ	হো	হৌ
ক্ষা	ক্ষি	ক্ষী	ক্ষু	ক্ষূ	ক্ষে	ক্ষৈ	ক্ষো	ক্ষৌ

নাম ও গ্রাম লিখিবার ধারা।

ব্রাহ্মণের নামের পশ্চাৎ দেবশর্ম্মণঃ। ক্ষত্রিয়ের বর্ম্মণঃ। বৈশ্য ও শূদ্রের দাস। কিন্তু নাম লিখিবার পূর্ব্বে এই "শ্রী" লিখিবে যেমন শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ দেবশর্ম্মণঃ, শ্রীরামগোপাল বর্ম্মণঃ আর শুদ্ধ যবনের নাম লিখিবার পূর্ব্বে এই "সেখ" লিখিবে, যেমন সেখ আলিমোল্লা ওস্তাগর।

গ্রাম লিখিবার পূর্ব্বে সাকিম, মৌজে কিম্বা মোকাম এই কথা লিখিবে, যেমন সাকিম শ্রীরামপুর, মৌজে বল্লভপুর, মোকাম মাহেশ, আর আপনার গুরুর বাসস্থান যে গ্রামে সে গ্রামের নাম লিখিতে কিম্বা কথিতাগ্রে শ্রীপাট ব্যবহার করিবে, যেমন শ্রীপাট খড়দহ।

সেহাখত সন্ধান।

সারদার পদযুগে প্রণতি বিস্তর। তার পরে বন্দিব পার্ব্বতী মহেশ্বর॥ যতেক বালক শুন সেহাখত সন্ধান। চারি রেগ-ণায় হয় ওরক প্রমাণ॥ দীর্ঘে প্রস্থে চারি ভাঁজে ওরক ভাঁ-জিবে। ষোল কলায় ওরক সমান সাজাইবে॥ ডাইনে বামে দুই জিলা দুইং রেগণা। প্রথম রেগণা হয় চারি মহ-লের থানা॥ মুসব্বর ওরক আর দফাত করত। বামেতে

লিলার মধ্যে রস্তের বসত ॥ প্রধান কাগজ চিঠা জব্দ করি জমি। ইহার বৃত্তান্ত কিছু কহি শুন আমি ॥ রস্তে বিতারিখ দিলে রোজ তার পর। তদন্তে দিনায় পোঁতা লিখি মুসব্বর ॥ লিখিবে আসামী জমি জিনিস সকল। সদর অতুল করি সদর মহল ॥ খোদকস্তা পাইকস্তা রায়তির তলে। ভাগ পাত কর আদি খামারেতে বলে ॥ যে যার তকসীল আছে লিখি সাবধানে। মহল খাটাবে সব সেহাখত সন্ধানে ॥ চারি হাতে কাঠা হয় বিশ কাঠাতে রসি। দীর্ঘে প্রস্থে জমি মাপি সারা-কালী কসি ॥ তদতদুতপতপু দিকেঁর নির্ণয়। চিঠায় বেরিজ দিলে চিঠা পূর্ণ হয় ॥ বাছনি করিয়া চিঠা সফা তুলি সব। সদর বান্ধিলে হয় চিঠা মুসব্বর ॥ রোজ রোজ খতিয়ান পৈঠা বলি তায়। যার যত জমী সব করি একজায় ॥ একেরাল বান্ধিলে জমীর জমাবন্দী। জমাবন্দী হৈলে হয় কাগজের সন্ধি ॥ কমি বেশী জমী জমা সব জানা যায়। বাহাল বেরিজ আদি সব থাকে তায় ॥ জমাবন্দী কাগজ বাখানে সর্ব্বদেশে। জমাবন্দী হৈলে সব জানা যায় শেষে ॥ তদন্তে তলব বাকী তৌজি মাসে২। তহসীলের টাকা সব রোজ নামায় আইসে রোজনামা রস্তে বিতারিখ আগে লিখি। তদন্তে দিনায় পোতা মুসব্বরে রাখি ॥ বিলায়তি বাজে জমা তাগাবি আদায়। এই আদি অনেক হালের তলে রয় ॥ মালের তফসীল বলি খাস মোকদ্দমা। রাইয়তির খামারেতে খাসের মিলে জমা ॥ বসে হাট ঘাট যত সায়েরের তল। জলকর ঘাসকর সায়ের সকল মুসগগাস মাড়চা ছেনালি আর চুরি। এ সব মহল লয়ে বাজে জমা করি ॥ বাজে আদায় তফসীল আদায় ভাণ্ডার। দ্বিতীয় মহল কর্জ্জ কর্দ্দম তাহার ॥ যে যার তফসীল সে থাকে তার পাস। হরবাবে জমা মধ্যে খরচ নিকাশ ॥ ইরসাল কর্জ্জশোধ তাগাবি দাদন। বাজে খরচ বদলাই খরচ শোধন ॥ পশ্চাৎ রৌসনে বাকী কাগজের সার। জমায় খরচ দিয়া বাকী কাটি তার ॥ মৌজুত হাওলাত হয় বাকীর কারণ। রোজনামা জমা খরচ সমান মিলন ॥ হিসাব কাগজখান কাগজের অন্ত। বিশ্বাস নাহিক তার বড়ই দুরন্ত ॥ কমী সেওয়ায় যত সেই

সকলি আবাব। হুকুম মাসিক ফর্দ্দ করিবে হিসাব॥ সেলামি মাঙ্গন আর বাব হয় যত। মাথট পঞ্চম আদি তার অনুগত॥ ঘরকাটি আদি যে দেশের যেই রীত। হরবাব দিয়া করি তলব উচিত॥ তলবে উস্থল দিলে বাকী জানা যায়। কার বাকী হয় কার ফাজিল বুঝায়॥ তলবে ফাজিল আর উস্থল বা-কীতে। বাহিরে তেরিজ দিয়া হয় মিলাইতে॥ কাগজের নানা বাব না যায় লিখন। সেইজন বুঝে যায় বুদ্ধি বিচক্ষণ॥

টাকার খত্ লিখিবার ধারা।

মহামহিম শ্রীযুক্ত রামজয় চট্টোপাধ্যায়

মহাশয় বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীকমলকৃষ্ণ ঘোষ কস্থ কর্জ্জপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমি মহাশয়ের স্থানে মবলগে কোং সিক্কা ৩২৲ বত্রিশ টাকা কর্জ্জ করিলাম ইহার স্থদ ফিঃ টাকায় মাসিক দস্তুর দরমাহ দিব টাকার ওয়াদা মাহ চৈত্র স্থদ সমেত টাকা দিয়া খত পরিশোধ করিব এই করারে দস্তবদস্ত টাকা পাইয়া খত লিখিয়া দিলাম ইতি ১২৯৫ সাল তারিখ ২৮ ফাল্গুন।

ইসাদী।

শ্রীগোরাচাঁদ ঘোষ। সাং বলরামপুর।

শ্রীজয়রাম বিশ্বাস। সাং সাহাপুর।

অঙ্ক নির্ণয়।

এক	১ এক
একে শূন্য	১০ দশ
দশে শূন্য	১০০ শত
শতে শূন্য	১০০০ সহস্র
সহস্রে শূন্য	১০০০০ অযুত
অযুতে শূন্য	১০০০০০ লক্ষ
লক্ষে শূন্য	১০০০০০০ নিযুত
নিযুতে শূন্য	১০০০০০০০ কোটি
কোটিতে শূন্য	১০০০০০০০০ অর্ব্বুদ
অর্ব্বুদে শূন্য	১০০০০০০০০০ বৃন্দ

গণিত শতকিয়া।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০
১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০
২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০
৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪ ৩৫ ৩৬ ৩৭ ৩৮ ৩৯ ৪০
৪১ ৪২ ৪৩ ৪৪ ৪৫ ৪৬ ৪৭ ৪৮ ৪৯ ৫০
৫১ ৫২ ৫৩ ৫৪ ৫৫ ৫৬ ৫৭ ৫৮ ৫৯ ৬০
৬১ ৬২ ৬৩ ৬৪ ৬৫ ৬৬ ৬৭ ৬৮ ৬৯ ৭০
৭১ ৭২ ৭৩ ৭৪ ৭৫ ৭৬ ৭৭ ৭৮ ৭৯ ৮০
৮১ ৮২ ৮৩ ৮৪ ৮৫ ৮৬ ৮৭ ৮৮ ৮৯ ৯০
৯১ ৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ১০০

কুড়ানিয়া।

। ॥ ৸ (১ ১। ১॥ ১৸ (২ ২। ২॥
২৸ (৩ ৩। ৩॥ ৩৸ (৪ ৪। ৪॥ ৪৸ (৫
৫। ৫॥ ৫৸ (৬ ৬। ৬॥ ৬৸ (৭ ৭। ৭॥
৭৸ (৮ ৮। ৮॥ ৮৸ (৯ ৯। ৯॥ ৯৸ (১০
১০। ১০॥ ১০৸ (১১ ১১। ১১॥ ১১৸ (১২ ১২। ১২॥
১২৸ (১৩ ১৩। ১৩॥ ১৩৸ (১৪ ১৪। ১৪॥ ১৪৸ (১৫
১৫। ১৫॥ ১৫৸ (১৬ ১৬। ১৬॥ ১৬৸ (১৭ ১৭। ১৭॥
১৭৸ (১৮ ১৮। ১৮॥ ১৮৸ (১৯ ১৯। ১৯॥ ১৯৸ /০
/০। /০॥ /০৸ /১ /১। /১॥ /১৸ /২ /২। /২॥
/২৸ /৩ /৩। /৩॥ /৩৸ /৪ /৪। /৪॥ /৪৸ /৫

গণ্ডাকিয়া।

(১ (২ (৩ (৪ (৫ (৬ (৭ (৮ (৯ (১০
(১১ (১২ (১৩ (১৪ (১৫ (১৬ (১৭ (১৮ (১৯ /০
/১ /২ /৩ /৪ /৫ /৬ /৭ /৮ /৯ /১০
/১১ /১২ /১৩ /১৪ /১৫ /১৬ /১৭ /১৮ /১৯ ৵০

৵১ ৵২ ৵৩ ৵৪ ৵৫ ৵৬ ৵৭ ৵৮ ৵৯ ৵১০
৵১১ ৵১২ ৵১৩ ৵১৪ ৵১৫ ৵১৬ ৵১৭ ৵১৮ ৵১৯ ৶০
৶১ ৶২ ৶৩ ৶৪ ৶৫ ৶৬ ৶৭ ৶৮ ৶৯ ৶১০
৶১১ ৶১২ ৶১৩ ৶১৪ ৶১৫ ৶১৬ ৶১৭ ৶১৮ ৶১৯ ।০
।১ ।২ ।৩ ।৪ ।৫ ।৬ ।৭ ।৮ ।৯ ।১০
।১১ ।১২ ।১৩ ।১৪ ।১৫ ।১৬ ।১৭ ।১৮ ।১৯ ।/০

বুড়কিয়া।

৻৫ ৻১০ ৻১৫ /০ /৫ /১০ /১৫ ৵০
৵৫ ৵১০ ৵১৫ ৶০ ৶৫ ৶১০ ৶১৫ ।০
।৫ ।১০ ।১৫ ।/০ ।/৫ ।/১০ ।/১৫ ।৵০
।৵৫ ।৵১০ ।৵১৫ ।৶০ ।৶৫ ।৶১০ ।৶১৫ ।।০
।।৫ ।।১০ ।১৫ ।।/০ ।।/৫ ।।/১০ ।।/১৫ ।।৵০
।।৵৫ ।।৵১০ ।।৵১৫ ।।৶০ ।।৶৫ ।।৶১০ ।।৶১৫ ৸০
৸৫ ৸১০ ৸১৫ ৸/০ ৸/৫ ৸/১০ ৸/১৫ ৸৵০
৸৵৫ ৸৵১০ ৸৵১৫ ৸৶০ ৸৶৫ ৸৶১০ ৸৶১৫ ১৲
১৻৫ ১৻১০ ১৻১৫ ১/০ ১/৫ ১/১০ ১/১৫ ১৵০
১৵৫ ১৵১০ ১৵১৫ ১৶০ ১৶৫ ১৶১০ ১৶১৫ ১।০
১।৫ ১।১০ ১।১৫ ১।/০ ১।/৫ ১।/১০ ১।/১৫ ১।৵০
১।৵৫ ১।৵১০ ১।৵১৫ ১।৶০ ১।৶৫ ১।৶১০ ১।৶১৫ ১।।০
১।।৫ ১।।১০ ১।।১৫ ১।।/০।

পণকিয়া।

/০ ৵০ ৶০ ।০ ।/০ ।৵০ ।৶০ ।।০
।।/০ ।।৵০ ।।৶০ ৸০ ৸/০ ৸৵০ ৸৶০ ১৲
১/০ ১৵০ ১৶০ ১।০ ১।/০ ১।৵০ ১।৶০ ১।।০
১।।/০ ১।।৵০ ১।।৶০ ১৸০ ১৸/০ ১৸৵০ ১৸৶০ ২৲
২/০ ২৵০ ২৶০ ২।০ ২।/০ ২।৵০ ২।৶০ ২।।০
২।।/০ ২।।৵০ ২।।৶০ ২৸০ ২৸/০ ২৸৵০ ২৸৶০ ৩৲
৩/০ ৩৵০ ৩৶০ ৩।০ ৩।/০ ৩।৵০ ৩।৶০ ৩।।০

৩॥/০ ৩॥৵০ ৩॥৶০ ৩৸০ ৩৸/০ ৩৸৵০ ৩৸৶০ ৪৲

৪/০ ৪৵০ ৪৶০ ৪।০ ৪।/০ ৪।৵০ ৪।৶০ ৪॥০

৪॥/০ ৪॥৵০ ৪॥৶০ ৪৸০ ৪৸/০ ৪৸৵০ ৪৸৶০ ৫৲

৫/০ ৫৵০ ৫৶০ ৫।০ ৫।/০ ৫।৵০ ৫।৶০ ৫॥০

৫॥/০ ৫॥৵০ ৫॥৶০ ৫৸০ ৫৸/০ ৫৸৵০ ৫৸৶০ ৬৲

৬/০ ৬৵০ ৬৶০ ৬।০ ।

চৌকিয়া।

।০ ॥০ ৸০ ১৲ ১।০ ১॥০ ১৸০ ২৲

২।০ ২॥০ ২৸০ ৩৲ ৩।০ ৩॥০ ৩৸০ ৪৲

৪।০ ৪॥০ ৪৸০ ৫৲ ৫।০ ৫॥০ ৫৸০ ৬৲

৬।০ ৬॥০ ৬৸০ ৭৲ ৭।০ ৭॥০ ৭৸০ ৮৲

৮।০ ৮॥০ ৮৸০ ৯৲ ৯।০ ৯॥০ ৯৸০ ১০৲

১০।০ ১০॥০ ১০৸০ ১১৲ ১১।০ ১১॥০ ১১৸০ ১২৲

১২।০ ১২॥০ ১২৸০ ১৩৲ ১৩।০ ১৩॥০ ১৩৸০ ১৪৲

১৪।০ ১৪॥০ ১৪৸০ ১৫৲ ১৫।০ ১৫॥০ ১৫৸০ ১৬৲

১৬।০ ১৬॥০ ১৬৸০ ১৭৲ ১৭।০ ১৭॥০ ১৭৸০ ১৮৲

১৮।০ ১৮॥০ ১৮৸০ ১৯৲ ১৯।০ ১৯॥০ ১৯৸০ ২০৲

২০।০ ২০॥০ ২০৸০ ২১৲ ২১।০ ২১॥০ ২১৸০ ২২৲

২২।০ ২২॥০ ২২৸০ ২৩৲ ২৩।০ ২৩॥০ ২৩৸০ ২৪৲

২৪।০ ২৪॥০ ২৪৸০ ২৫৲ ।

কাঠাকিয়া।

/১ /২ /৩ /৪ ।০ ।১ ।২ ।৩ ।৪ ॥০

॥১ ॥২ ॥৩ ॥৪ ৸০ ৸১ ৸২ ৸৩ ৸৪ ১/০

১/১ ১/২ ১/৩ ১/৪ ১।০ ১।১ ১।২ ১।৩ ১।৪ ১॥০

১॥১ ১॥২ ১॥৩ ১॥৪ ১৸০ ১৸১ ১৸২ ১৸৩ ১৸৪ ২/০

২/১ ২/২ ২/৩ ২/৪ ২।০ ২।১ ২।২ ২।৩ ২।৪ ২॥০

২॥১ ২॥২ ২॥৩ ২॥৪ ২৸০ ২৸১ ২৸২ ২৸৩ ২৸৪ ৩/০

৩/১ ৩/২ ৩/৩ ৩/৪ ৩।০ ৩।১ ৩।২ ৩।৩ ৩।৪ ৩॥০

৩৷৷১ ৩৷৷২ ৩৷৷৩ ৩৷৷৪ ৩৸০ ৩৸১ ৩৸২ ৩৸৩ ৩৸৪ ৪/০
৪/১ ৪/২ ৪/৩ ৪/৪ ৪৷০ ৪৷১ ৪৷২ ৪৷৩ ৪৷৪ ৪৷৷০
৪৷৷১ ৪৷৷২ ৪৷৷৩ ৪৷৷৪ ৪৸০ ৪৸১ ৪৸২ ৪৸৩ ৪৸৪ ৫/০

সেরকিয়া ।

/১ /২ /৩ /৪ /৫ /৬ /৭ /৮ /৯ ৷০
৷১ ৷২ ৷৩ ৷৪ ৷৫ ৷৬ ৷৭ ৷৮ ৷৯ ৷৷০
৷৷১ ৷৷২ ৷৷৩ ৷৷৪ ৷৷৫ ৷৷৬ ৷৷৭ ৷৷৮ ৷৷৯ ৸০
৸১ ৸২ ৸৩ ৸৪ ৸৫ ৸৬ ৸৭ ৸৮ ৸৯ ১/০
১/১ ১/২ ১/৩ ১/৪ ১/৫ ১/৬ ১/৭ ১/৮ ১/৯ ১৷০
১৷১ ১৷২ ১৷৩ ১৷৪ ১৷৫ ১৷৬ ১৷৭ ১৷৮ ১৷৯ ১৷৷০
১৷৷১ ১৷৷২ ১৷৷৩ ১৷৷৪ ১৷৷৫ ১৷৷৬ ১৷৷৭ ১৷৷৮ ১৷৷৯ ১৸০
১৸১ ১৸২ ১৸৩ ১৸৪ ১৸৫ ১৸৬ ১৸৭ ১৸৮ ১৸৯ ২/০
২/১ ২/২ ২/৩ ২/৪ ২/৫ ২/৬ ২/৭ ২/৮ ২/৯ ২৷০
২৷১ ২৷২ ২৷৩ ২৷৪ ২৷৫ ২৷৬ ২৷৭ ২৷৮ ২৷৯ ২৷৷০

দশকিয়া ।

১০ /০ /১০ ৵০ ৵১০ ৶০ ৶১০ ৷০
৷১০ ৷/০ ৷/১০ ৷৵০ ৷৵১০ ৷৶০ ৷৶১০ ৷৷০
৷৷১০ ৷৷/০ ৷৷/১০ ৷৷৵০ ৷৷৵১০ ৷৷৶০ ৷৷৶১০ ৸০
৸১০ ৸/০ ৸/১০ ৸৵০ ৸৵১০ ৸৶০ ৸৶১০ ১৲
১৲১০ ১/০ ১/১০ ১৵০ ১৵১০ ১৶০ ১৶১০ ১৷০
১৷১০ ১৷/০ ১৷/১০ ১৷৵০ ১৷৵১০ ১৷৶০ ১৷৶১০ ১৷৷০
১৷৷১০ ১৷৷/০ ১৷৷/১০ ১৷৷৵০ ১৷৷৵১০ ১৷৷৶০ ১৷৷৶১০ ১৸০
১৸১০ ১৸/০ ১৸/১০ ১৸৵০ ১৸৵১০ ১৸৶০ ১৸৶১০ ২৲
২৲১০ ২/০ ২/১০ ২৵০ ২৵১০ ২৶০ ২৶১০ ২৷০
২৷১০ ২৷/০ ২৷/১০ ২৷৵০ ২৷৵১০ ২৷৶০ ২৷৶১০ ২৷৷০
২৷৷১০ ২৷৷/০ ২৷৷/১০ ২৷৷৵০ ২৷৷৵১০ ২৷৷৶০ ২৷৷৶১০ ২৸০
২৸১০ ২৸/০ ২৸/১০ ২৸৵০ ২৸৵১০ ২৸৶০ ২৸৶১০ ৩৲
৩৲১০ ৩/০ ৩/১০ ৩৵০ ।

গণিত নামতা।

১	১	১	১	১	১	১	১	১	১
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০

২	২	২	২	২	২	২	২	২	২
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২	৪	৬	৮	১০	১২	১৪	১৬	১৮	২০

৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৩	৬	৯	১২	১৫	১৮	২১	২৪	২৭	৩০

৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৪	৮	১২	১৬	২০	২৪	২৮	৩২	৩৬	৪০

৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৫	১০	১৫	২০	২৫	৩০	৩৫	৪০	৪৫	৫০

৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৬	১২	১৮	২৪	৩০	৩৬	৪২	৪৮	৫৪	৬০

৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৭	১৪	২১	২৮	৩৫	৪২	৪৯	৫৬	৬৩	৭০

৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৮	১৬	২৪	৩২	৪০	৪৮	৫৬	৬৪	৭২	৮০

৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৯	১৮	২৭	৩৬	৪৫	৫৪	৬৩	৭২	৮১	৯০

১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১০	২০	৩০	৪০	৫০	৬০	৭০	৮০	৯০	১০০

১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১১	২২	৩৩	৪৪	৫৫	৬৬	৭৭	৮৮	৯৯	১১০

১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১২	২৪	৩৬	৪৮	৬০	৭২	৮৪	৯৬	১০৮	১২০

১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১৩	২৬	৩৯	৫২	৬৫	৭৮	৯১	১০৪	১১৭	১৩০

১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১৪	২৮	৪২	৫৬	৭০	৮৪	৯৮	১১২	১২৬	১৪০

১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১৫	৩০	৪৫	৬০	৭৫	৯০	১০৫	১২০	১৩৫	১৫০

১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১৬	৩২	৪৮	৬৪	৮০	৯৬	১১২	১২৮	১৪৪	১৬০

১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১৭	৩৪	৫১	৬৮	৮৫	১০২	১১৯	১৩৬	১৫৩	১৭০

১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১৮	৩৬	৫৪	৭২	৯০	১০৮	১২৬	১৪৪	১৬২	১৮০

১৯	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১৯	৩৮	৫৭	৭৬	৯৫	১১৪	১৩৩	১৫২	১৭১	১৯০

২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২০	৪০	৬০	৮০	১০০	১২০	১৪০	১৬০	১৮০	২০০

১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১
১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১২১	১৩২	১৪৩	১৫৪	১৬৫	১৭৬	১৮৭	১৯৮	২০৯	২২০

১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২
১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১৪৪	১৫৬	১৬৮	১৮০	১৯২	২০৪	২১৬	২২৮	২৪০

১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩ ।	১৪	১৪
১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০ ।	১৪	১৫
১৬৯	১৮২	১৯৫	২০৮	২২১	২৩৪	২৪৭	২৬০ ।	১৯৬	২১০

১৪	১৪	১৪	১৪	১৪ ।	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫
১৬	১৭	১৮	১৯	২০ ।	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
২২৪	২৩৮	২৫২	২৬৬	২৮০ ।	২২৫	২৪০	২৫৫	২৭০	২৮৫

১৫ ।	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬ ।	১৭	১৭	১৭	১৭
২০ ।	১৬	১৭	১৮	১৯	২০ ।	১৭	১৮	১৯	২০
৩০০ ।	২৫৬	২৭২	২৮৮	৩০৪	৩২০ ।	২৮৯	৩০৬	৩২৩	৩৪০

১৮	১৮	১৮ ।	১৯	১৯ ।	২০	২০	২০	২০	২০	২০
১৮	১৯	২০ ।	১৯	২০ ।	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫
৩২৪	৩৪২	৩৬০ ।	৩৬১	৩৮০ ।	৪০০	৪২০	৪৪০	৪৬০	৪৮০	৫০০

সইয়া।

১।	১।	১।	১।	১।	১।	১।	১।	১।	১।
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১।	২॥	৩৸	৫	৬।	৭॥	৮৸	১০	১১।	১২॥

১।	১।	১।	১।	১।	১।	১।	১।	১।	১।
১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১৩৸	১৫	১৬।	১৭॥	১৮৸	২০	২১।	২২॥	২৩৸	২৫

দেড়িয়া।

১॥	১॥	১॥	১॥	১॥	১॥	১॥	১॥	১॥	১॥
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১॥	৩	৪॥	৬	৭॥	৯	১০॥	১২	১৩॥	১৫

১॥	১॥	১॥	১॥	১॥	১॥	১॥	১॥	১॥	১॥
১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১৬॥	১৮	১৯॥	২১	২২॥	২৪	২৫॥	২৭	২৮॥	৩০

আড়াইয়া।

২॥	২॥	২॥	২॥	২॥	২॥	২॥	২॥	২॥	২॥
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২॥	৫	৭॥	১০	১২॥	১৫	১৭॥	২০	২২॥	২৫

২॥	২॥	২॥	২॥	২॥	২॥	২॥	২॥	২॥	২॥
২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০
২৭॥	৩০	৩২॥	৩৫	৩৭॥	৪০	৪২॥	৪৫	৪৭॥	৫০

কাক কড়াদির স্থূল গুণাবলী।

আসামী	কাক	কড়া	গণ্ডা	বুড়ি	পণ	চৌক	কাঠা	সের	দশক।
১০	(॥৶	(২॥	(১০	৶১০	॥৶০	২॥০	॥০	।০	।/০
২০	(১।	(৫	/০	।/০	১।০	৫)	১/০	॥০	॥৶০
৩০	(১৸৶	(৭॥	/১০	।৵১০	১৸৶০	৭॥০	১॥০	৸০	৸৵০
৪০	(২॥	(১০	৶০	॥৶০	২॥০	১০)	২/০	১/০	১।০
৫০	(৩৶	(১২॥	৶১০	৸১০	৩৶০	১২॥	২॥০	১।০	১॥/০
৬০	(৩৸	(১৫	৵০	৸৵০	৩৸০	১৫)	৩/০	১॥০	১৸৶০
৭০	(৪।৶	(১৭॥	৵১০	১/১০	৪।৶০	১৭॥	৩॥০	১৸০	২৵০
৮০	(৫	/০	।০	১।০	৫)	২০)	৪/০	২/০	২॥০
৯০	(৫॥৶	/২॥	।১০	১।৶১০	৫॥৶০	২২॥০	৪॥০	২।০	২৸/০
১০০	(৬।	/৫	।/০	১॥/০	৬।০	২৫)	৫/০	২॥০	৩৶০
১০০০	৶/২॥	৸১০	৩৶০	১৫॥৶০	৬২॥০	২৫০)	৫০/০	২৫/০	৩১।০

গণিত কড়া।

কাঁচা।

৪ কাকে	১ কড়া	
৪ কড়ায়	১ গণ্ডা	(১
৫ গণ্ডায়	১ বুড়ি	(৫
৪ বুড়িতে	১ পণ	/০
৪ পণে	১ চৌক	।০
৪ চৌকে	১ কাহন	১)

পাকা।

৪ কড়ায়	১ গণ্ডায়	(১
৫ গণ্ডায়	১ পয়সা	(৫
৪ পয়সায়	১ আনা	/০
৪ আনায়	১ সিকি	।০
৪ সিকিতে	১ টাকা	১)
১৬ টাকায়	১ মোহর	১৬)

বাজার ওজন।

৫ সিকিতে	১ কাঁচ্চা	(৫
৪ কাঁচ্চায়	১ ছটাক	/০
৪ ছটাকে	১ পোয়া	/।০
৪ পোয়ায়	১ সের	/১
৫ সেরেতে	১ পশুরি	/৫
২ পশুরিতে	১ চৌক	।০
৮ পশুরিতে	১ মণ	১/০

চাউল ও ধান্য ইত্যাদির বিশেষ মাপ।

৫ ছটাকে	১ খুঁচি বা কুনিকা	
৪ খুঁচি বা কুনিকাতে	১রেক	
৪ রেকে	১ পালি বা পশুরি	/৫
২০ পালিতে	১ সলি	১)
১৬ সলিতে	১ কাহন	১)
১ কাহনে	৪০ মণ	৪০/

দক্ষিণ অঞ্চলের চলিত মাপ।

১পালিতে বা ৪রেকে	১দ্রোণ	
৪ দ্রোণে	১ আড়ি	১
৫ আড়িতে	১ সলি	৫
৪ সলিতে	১ বিশ	/০
১৬ বিশে	১ পৌটি	১

সোণা ও রূপার ওজন।

৪ ধানে	১ রতি
৬ রত্তিতে	১ আনা
৮ রতিতে	১ মাষা
১২ মাষায়	১ তোলা

কাপড়ের মাপ।

৩ যবে	১ অঙ্গুলি
৩ অঙ্গুলিতে	১ গিরা
৮ গিরাতে	১ হাত
২ হাতে	১ গজ

প্রকারান্তর।

৩ দীর্ঘ যবে	১ বুরুল
১২ বুরুলে	১ ফুট
১॥ ফুটে	১ হাত
২ হাতে	১ গজ

ভূমির মাপ।

৮ যবে	১ অঙ্গুলি
৪ অঙ্গুলিতে	১ মুট
৩ মুটে	১ বিঘত
২ বিঘতে	১ হাত
৫ হাত দীর্ঘে ৪ প্রস্থে	১ ছটাক

১৬ ছটাকে	১ কাঠা
৫ কাঠায়	১ চৌক
৪ চৌকে	১ বিঘা

পথের মাপ।

৩ যবেতে	১ অঙ্গুলি
৪ অঙ্গুলিতে	১ মুট
৩ মুটে	১ বিঘত
২ বিঘতে	১ হাত
৪ হাতে	১ ধনু
২০০০ ধনুতে	১ মাইল
২ মাইলে	১ ক্রোশ
ক্রোশে	১ যোজন

সময় নিরূপণ।

৬০ পলে	১ দণ্ড
৭॥ দণ্ডে	১ প্রহর
৮ প্রহরে	১ দিবা রাত্রি
৭ দিবা রাত্রে	১ সপ্তাহ
১৫ দিনে	১ পক্ষ
২ পক্ষে	১ মাস
২ মাসে	১ ঋতু
৩ ঋতুতে	১ অয়ন
২ অয়নে	১ বৎসর
১২ বৎসরে	১ যুগ

বৈদ্যক পরিমাণ।

৪ ধানে	১ রতি।
৫ রতিতে	১ মাষা।
১৬ মাষায়	১ তোলা।
২০ তোলায়	১ পোয়া।

বার নিরূপণ।

ইং বার।	বাং বার।
১ সন্‌ডে	১ রবিবার
২ মন্‌ডে	২ সোমবার
৩ টুইস্‌ডে	৩ মঙ্গলবার
৪ ওয়েড্‌নেস্‌ডে	৪ বুধবার
৫ থার্সডে	৫ গুরুবার
৬ ফ্রাইডে	৬ শুক্রবার
৭ স্যাটারডে	৭ শনিবার

ইংরাজী মাসের নাম।

১ জানুয়ারি	৭ জুলাই
২ ফেব্রুয়ারি	৮ আগষ্ট
৩ মার্চ্চ	৯ সেপ্টেম্বর
৪ এপ্রেল	১০ অক্টোবর
৫ মে	১১ নবেম্বর
৬ জুন	১২ ডিসেম্বর

বাঙ্গালা মাসের নাম।

১ বৈশাখ	৭ কার্ত্তিক
২ জ্যৈষ্ঠ	৮ অগ্রহায়ণ
৩ আষাঢ়	৯ পৌষ
৪ শ্রাবণ	১০ মাঘ
৫ ভাদ্র	১১ ফাল্গুন
৬ আশ্বিন	১২ চৈত্র

ইংরাজী মুদ্রা পরিমাণ।

৪ ফার্দিঙে	১ পেনি।
১২ পেন্সে	১ শিলিঙ।
২০ শিলিঙে	১ পৌণ্ড।
২১ শিলিঙে	১ গিনি।

শ্রীশ্রীহরি।

সেবক শ্রীনবকৃষ্ণ দে প্রণামা বহব নিবেদন ঞ্চাগে মহাশয়ের শ্রীচরণ আশীর্ব্বাদে এজনার প্রাণগতিক সমস্ত মঙ্গল হয় বিশেষঃ।

পরে মহাশয়ের পত্র পাইয়া সকল সমাচার জ্ঞাত হইলাম নিবেদন ইতি তারিখ ১২ জৈ্যষ্ঠ।

শ্রীশ্রীহরি।

আজ্ঞাকারী শ্রীশ্রীনাথ
দে বিনয় পূর্ব্বক নম-
স্কার নিবেদনঞ্চাগে
মহাশয়ের রাজলক্ষ্মী
শ্রীশ্রীং বিরাজ করিতে
ছেন তাহাতে অত্রা-
নন্দ হয় বিশেষঃ। পরে
মহাশয়ের পত্র পাইয়া
সকল সমাচার জ্ঞাত
হইলাম ইতি ২৫ মাঘ।

শ্রীশ্রীদুর্গা।

মহামহিম শ্রীযুক্ত নব
গোপালবন্দ্যোপাধ্যায়
মহাশয় বরাবরেষু।
লিখিতং শ্রীরসময়দে
কস্য কর্জপত্র মিদং কা
র্য্যঞ্চাগে মহাশয়ের স্থা
নে৫০টাকা কর্জ লইলাম
ইহারসুদ।।০হিঃদিবএক
মাহারমধ্যে পরিশোধ
করিব ইতি২৫পৌষ।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ।

পোষ্য শ্রীরামচন্দ্র দাস
পরম শুভাশীর্ব্বাদ বি-
জ্ঞাপনঞ্চাদৌ তোমার
মঙ্গল শ্রীশ্রীং স্থানে
প্রার্থনা করিতেছি তা-
হাতে মঙ্গল বিশেষঃ।
বহু দিবসাবধি সম্বাদ
না পাইয়া বড় ভাবিত
আছি মঙ্গলাদি লিখি-
বেন ইতি ৩ বৈশাখ।

পত্র লিখিবার ধারা।

শ্রীগুরুচরণ পদ্ম বন্দিয়া মস্তকে। পত্রের নিয়ম কিছু কহিব সংক্ষেপে ॥ পিতামহ মহাশয়ে করিয়া প্রণতি। সেবকানুসেবক বলিয়া লিখি পাঁতি ॥ পিতা জ্যেষ্ঠা খুড়া আদি সব সমতুল। জ্যেষ্ঠ মধ্যম আর শ্বশুর মাতুল ॥ জ্ঞাতি বন্ধু আদি করি যত গুরুজন। সেবক প্রণাম করি লিখি নিবেদন ॥ পরম পূজনীয় বলি দিবে শিরোনাম। পত্রের নিয়ম এই স্থির করিলাম ॥ ছোট ভাই পুত্র আদি ভগিনী যত থাকে। পরমশুভাশী বলি পত্র লিখি তাকে ॥ মঙ্গল উন্নতি করি লিখিবে আশীষে। পরম কল্যাণীয় বলি শিরোনামা শেষে ॥ পুত্র নাহি বনিতা স্বামীকে লিখে পাঁতি। স্বস্তি সেবিকা বলি লিখিবে যুবতী ॥ মহামহিম বলি দিবে শিরোনামা। পত্র লিখিবার রীতি শুন সর্ব্বজনা ॥ কিঞ্চিৎ কহিলাম এই সংক্ষেপ অক্ষরে। সর্ব্বত্র লিখিবে পত্র এই অনুসারে ॥ কন্যা পিতাকে লিখে করিয়া প্রণাম। পরম পূজনীয় বলি দিবে শিরোনাম ॥ ভগ্নীপতি যদি হয় অতি সুলক্ষণ। আজ্ঞাকারী করি তাঁকে লিখি নিবেদন ॥ মধ্যম কনিষ্ঠ যদি হয় ভগ্নীপতি। নমস্কার করিয়া তাহাকে লিখি পাঁতি ॥ শ্বশুরের পুত্র যদি স্ত্রীর হয় বড়। তাহাকে লিখিতে পত্র বুদ্ধি চাই দৃঢ় ॥ ধনে মানে কুলে শীলে থাকয়ে সন্তোষ। আজ্ঞাকারী বলিয়া লিখিতে নাহি দোষ ॥ দেশের জমীদার যদি হয় মুসলমান। বন্দের চাকর বলি লিখিবে সেলাম ॥ ক্ষত্র কিম্বা শূদ্র যদি হয় নরপতি। আজ্ঞাকারী করিয়া তাহাকে লিখি পাঁতি ॥ দেশের জমিদার যদি হয়ত ব্রাহ্মণ। সেবক প্রণাম করি লিখি নিবেদন ॥ আজ্ঞাকারী পাঠ লিখি বড় বড় জনে। বিনয় সম্বাদ লিখি প্রণাম নিবেদনে ॥ সমানে সমানে লিখি ত্বদীয় বলিয়া। সমভাবে লিখি তাকে নমস্কার করিয়া ॥

তেরিজ।

তেরিজ ধরণ কথা শুন শিশুগণ। দক্ষিণে কড়ার স্থান করিবে গণন॥ কড়া থুয়ে চারি কড়ায় গণ্ডা লবে হাতে। হাত শুদ্ধা গণ্ডা থোবে দশক পশ্চাতে॥ দশকে২ পণ কমি হইলে থোবে। পণে২ এক করি চৌক ধরি লবে॥ চারি চৌকে টাকা হয় তেরিজ লেখা কর। নরসিংহ রচয়ে তেরিজ অঙ্ক ধর॥

উদাহরণ।							
চাইল খরিদ	৯	৭	৬	৸৶	১৭	॥
ডাইল ,,	১	৬	৪	৸৴	১২	॥
ঘৃত ,,	১	৩	৪	৸৶	৭	॥
ময়দা ,,	৯	০	৮	।৶	১৫	
একুন	২ ১	৮	৫	৶	১২	॥

জমা ওয়াশীল বাকী।

জমা ওয়াশীল বাকী শুন শিশু ভাই। জমা ছোট খরচ বড় ফাজিল বলি তাই॥ জমা বড় খরচ ছোট বাকীদার হয়। জমা ওয়াশীল সমান হলে সাধু খালাস পায়॥

উদা। গণেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য					
জমা—	৯	৫	৪	॥৶	৬ ।
খরচ—	৭	৪	৸৴	৮	৸
বাকী—	৮ ৭	৯	৸	১৭	॥

কাঠাকালি।

কুড়বা২ কুড়বা লিজ্জো। কাঠায় কুড়বা কাঠায় লিজ্জো॥ কাঠায় কাঠায় ধূল পরিমাণ। দশ বিশ গণ্ডা কাঠায় জান॥

দীর্ঘ ২॥০ বিঘা প্রস্থে ২।০ বিঘা কত কালি হইল?

২॥০ ২।০ ৫॥২॥০ কালি

৪॥০
১৵২॥
৫॥২॥ বিঘা

জমাবন্দী।

জমী বিঘা যত তঙ্কা হইবেক দর। তঙ্কা প্রতি ষোল গণ্ডা কাঠা প্রতি ধর॥ যত আনা তত গণ্ডা পাই প্রতি বট। গণ্ডা

প্রতি ষোল তিল ঘুচাও কপট ॥ কড়া প্রতি চারি তিল শুভঙ্কর ভণে। জমাবন্দী কর শিশু আনন্দিত মনে ॥

উদা। ১বিঘার খাজানা টা ৯।৶১০॥ হইলে।০ কাঠার খাজানা কত ? টা ৯।৶১০ ॥ এক বিঘার খাজানা ।০ কাঠার

৯ টাকার হিঃ	।৶৪	...	২৷৶০
।৶০ আনার হিঃ	৭	...	৶১৫
১০ গণ্ডার হিঃ	॥	...	২॥
॥ কড়ার হিঃ	৮	...	৶

১ কাঠার খাজানা ।৶১১॥৮ ৫ কাঠার খাজানা ২।/১৭॥৶

মাস মাহিনা।

মাস মাহিনা যার যত। দিন তার পড়ে কত ॥ বিয়াল্লিশ কড়া দুই ক্রান্তি। আনা প্রতি দুই কড়া দুই ক্রান্তি। বলে গেল ধূলদন্তি ॥

উদা। মাসে যার টা ১২৸/ বেতন, সে ৬ মাস ৪ দিনে কত পাইবে ?

	দিন	মাস
টা ১২৸/	৪	৬
।৶	১॥	৭২
৬	৶৪	৪৸৶
২	২	৭৬৸৶ ৬মাসের বেতন
৬॥	॥=	
২ =	১॥৶৬॥ = ৪ দিনের বেতন	

।৶১৬॥ = ১দিনের বেতন। ৭৬৸৶ ছয় মাসের বেতন

৭৮॥/৬॥ = উত্তর।

বৎসর মাহিনা।

বৎসর মাহিনা যার যত। মাসে তার পড়ে কত। টাকা প্রতি এক আনা ছয় গণ্ডা আট ক্রান্তি। আনা প্রতি ছয় কড়া দুই ক্রান্তি বলে গেল ধূলদন্তি।

বৎসর মাহিনা যার যত। দিন তার পড়ে কত ॥ তিন কড়া পাঁচ দন্তি। আনা প্রতি দুই দন্তি। বলে গেল ধূলদন্তি ॥

কড়িকসা।

কাহনে লইবে পণ চৌকে লবে বুড়ি। গণ্ডায় লইবে কাক পণে পঞ্চ কৌড়ি ॥ কড়ায় লইবে পঞ্চ তিলের লিখন। শুভঙ্কর দাস কহে বালক বুঝন ॥ যতেক তঙ্কার কড়ি বাঁয়ে ইলেক দিবে। হইবে গণ্ডার কড়ি লেখা করি লবে ॥

উদা। যদি ৪৸/৩॥ কাহন এক টাকায় কড়ি হয়, তবে ।৵১২॥ আনার কড়ি কত হইবে?

৪৸/৩॥

।১৬।

৶১০

।১৬।৶১০ এক আনার কড়ি।

(৪৸/৩॥ গণ্ডার কড়ি।

।৵১২॥

১॥

।১৬

২॥৵

৶

১৸১৪৸/ ছয় আনার কড়ি

৵১৭৭৵২ বারো গণ্ডার

২।৵১১৸ দুই কড়ার

১৸৶১৭/১৩৸ উঃ।

মণের নিয়ম।

চারি ধানে রতি হয় আট রতিতে মাসা। বারো মাসায় তোলা হয় শুন সত্য ভাষা ॥ আশী তোলায় সের হয় শুন দিয়া মন। চল্লিশ সেরেতে মণ শুন সর্ব্বজন ॥ পাঁচসেরে পসুরি হয় চারি সেরে বিশে। এ বিদ্যা শিখিলে ঘুচে অবোধের দিশে

মণ কসা।

তঙ্কায় লইবে যত মণ আসবাব। মণেতে আড়াই সের আনার হিসাব ॥ যত সের থাকয়ে ছটাক তত হয়। ছটাকেতে পঞ্চবট শুভঙ্কর কয় ॥

উদা। টাকায় ৩৩॥/ চাউল হইলে ৶০ কত চাউল হইবে?

৩।৩॥/

/৭॥

৸/১১।

১ আনারে /৮।/১১। জিনিস

৶

॥৪৸৶০

/১৩৸

॥৫ (১৩৸ তিন আনার জিনিস

টাকার হিসাব মণের প্রতি।

তঙ্কা প্রতি মণ যার হইবেক দর। তঙ্কা প্রতি অষ্ট গণ্ডা সের প্রতি ধর॥ আনা প্রতি দুই কড়া গণ্ডায় অষ্ট তিল। শুভঙ্কর দাস কহে এইমত মিল॥

সের কসা।

তৈল লবণ ঘৃত চিনি যাহা কিনিতে যাবে। তঙ্কা প্রতি মণ হইলে সের কত লবে॥ আনা প্রতি কত হবে গণ্ডায় কত লবে। কড়া প্রতি কি ধরিবে স্থির করিতে হবে॥ ইহার নি-য়ম কিছু শুন শিশুগণে। টাকায় অষ্ট গণ্ডা সেরে লইবে যতনে॥ আনা প্রতি দুই কড়া বুঝহ সুশীল। গণ্ডা প্রতি ধরিয়া লইবে অষ্ট তিল॥ কড়া প্রতি দুই তিল শুভঙ্কর ভণে। মণকসা কর শিশু আনন্দিত মনে॥

উদা। যদি টা ৫॥৵১৭॥ তে ১ মণ দ্রব্য পাওয়া যায়, তবে ঐ হিসাবে /৭ সেরের মূল্য কত? /৭

৫॥৵১৭॥ ৲৵
৵৫।৵১৬ /১৫
৪ ৩/

৵৫।৶ সেরের দাম। ৲৶১৮/ সাত সেরের মূল্য

ছটাক কসা।

তঙ্কা প্রতি মন যার হইবেক দর। তঙ্কা প্রতি দুই কড়া ছটাক প্রতি ধর॥ আনা প্রতি দশ তিল গণ্ডায় অর্দ্ধ কর। শুভঙ্কর দাস কহে এইমত হয়॥

উদা। ১/০ মণের দাম ৭॥৵১০ হইলে ॥/০ ছটাকের মূল্য কত

টা ৭॥৵১০ ॥/০
৩৷৷ /৭
।/০ ৭।/
৫ ৵৫

১ ছটাকের মূল্য ৩৮/৫ আনা /১৪।৶৫ উত্তর।

তোলা কসা।

তঙ্কা প্রতি মন যার হইবেক দর। তঙ্কা প্রতি দুই কাক তোলা প্রতি ধর॥ আনা প্রতি আড়াই তিল শুভঙ্কর ভণে। তোলা কসা কর শিশু আনন্দিত মনে॥

উদা। মণের দাম টা ৩৮৶১০ হইলে ৬ তোলার মূল্য কত?

টা ৩৮৶১০ ৬

।৶০ ২॥৶০

৴১৭॥ ।/৮

১। ৪॥

।৶১৮৮ তোলা প্রতি ২৬৶১২॥ উত্তর।

রতি কসা।

সোণা ভরি যত তঙ্কা লবে তত পাই। একুন করিয়া অঙ্ক রাখ তিন ঠাঁই॥ এক ঘুচালে থাকে যত। সোণার রতি পড়ে তত॥

অথবা। সোণা ভরি যত তঙ্কা হইবেক দর। তঙ্কা প্রতি তের কড়া এক ক্রান্তি রতি প্রতি ধর॥

অথবা। সোণাকসা বিবরণ শুন শিশু ভাই। যত টাকা তত পাই কর এক ঠাঁই॥ দুই দিয়া পূরি তাকে তিন দিয়া হরি। প্রত্যেক রতির দাম লইবেক ধরি॥

সুদ কসা।

আসলের যত তঙ্কা যতনে রাখিবে। যত মাস হবে তত গুণ করে লবে॥ এইরূপে পূরণ একুন হলে পরে। মোটে ধরে লবে সুদ শতকরা দরে॥ শতকরা না হইয়া কম টাকা হবে। কি টাঁকায় হিসাব করিয়া ধরে লবে॥ এইরূপ হিসাবে জুমলা যত হয়। ধার্য্য হয় সেই সুদ জানিবে নিশ্চয়॥

উদা। শতকরা মাসিক ৩॥০ টাকা হার সুদে ৩৪০৲ টাকার সুদ পাঁচ মাসে কত? ৩৪০৲

৫ দিয়া গুণ

১৭০০

৩॥০ দিয়া গুণ

৫৯॥০ উত্তর।

বাঁটা কসা।

শতকরা তঙ্কার বাঁটা বুঝহ সুশীল। তঙ্কা প্রতি তিন গণ্ডা তিন কাক চারি তিল॥ আনা প্রতি তিন কাক চারি তিল জান। একুন করিয়া বুঝ বাঁটার প্রমাণ॥ আসলে হরিলে অঙ্ক যত বাকী রয়। বাঁটা বাদে তত সিক্কা শুভঙ্কর কয়॥

উদা। শতকরা ৬।০ বাঁটা হইলে ৩৲ টাকার বাঁটা কত?

৬।০ ৩ টাকার

(৩৶৪ তিল × ৬ টা (১৯৶৪ ৶০ উত্তর।
৶৪ × ৪ আ (৮৲৬
১ টাকার বাঁটা /০

সলি কসা।

ধান্য চাউল শস্য আদি যাহা কিনিতে যাই। তঙ্কা দরে আনা প্রতি কত দ্রব্য পাই॥ সলি প্রতি পাঁচ পোয়া ছটাক কাঠার। শুভঙ্কর সলিকসা লোকেরে শিখায়॥

উদা। ১ টাকায় /৬॥ ধান্য হইলে ।/১০ আনাতে কত ধান্য পাওয়া যাইবে? টাকায় বিঃ /৬॥ ।/১০ তে

বিশ প্রতি (১।০; এক বিশে (১।০ (৫॥
আড়ি প্রতি /০ পোয়া, ৬ আড়িতে ।৶০ (২৮
কাঠায় ৫ তিল, ॥০ কাঠায় (১০ (।৶০
আনায় (১॥৵১০ ৵১৫

নৌকাকালি। (৵১৫ উ।

দীর্ঘে নৌকা হাত যত। প্রস্থ দিয়া পূর তত॥ চাড়া দ্বিগুণ করিয়া একুন। যত হাত তত মণ॥ কিন্তু সরঞ্জমি বাদ আছে নিরূপণ। শতকরা দশ মণ শুভঙ্কর কন॥

একখানি নৌকা দীর্ঘে ৩০ হাত, প্রস্থে ৫ হাত, উচ্চতা ২॥ হাত, আধ হাত খালি রাখিয়া মাল তুলিলে তাহাতে কত মাল ধরিবে? দীর্ঘ × প্রস্থ × আধ হাত খালি বাদ দিয়া।

উচ্চতা দ্বিগুণ = ৩০ × ৫ × ৪ = ৬০০
সরঞ্জমি বাদ ১০ হি ৬০

৫৪০ মণ উ।

শ্রীগঙ্গাদেবীর প্রতিমূর্ত্তি।

গঙ্গার বন্দনা।

বন্দ মাতা সুরধুনি, পুরাণে মহিমা শুনি, পতিত পাবনী পুরাতনী। বিষ্ণুপদে উপাদান, দ্রবময়ী তব নাম, সুরাসুর নরের জননী ॥ ব্রহ্মকমুণ্ডলে বাস, আছিলা ব্রহ্মার পাশ, পবিত্র করিয়া ব্রহ্মপুরী। জীবে দেখি দুরাশয়, নাশিবারে ভবভয়, অবনী আইলা সুরেশ্বরী ॥ সূর্য্যবংশে ভগীরথ, আগে দেখাইয়া পথ, তোমারে আনিল মহীতলে। মহাপাপী দুরাচারী, পরশে তোমার বারি, স্বকায় বৈকুণ্ঠপুরী চলে ॥ সগর রাজার বংশ, ব্রহ্মশাপে হৈল ধ্বংস, অঙ্গার আছিল অবশেষ। পরশিয়া তব জলে, স্বকায়ে বৈকুণ্ঠে চলে, সবে হয়ে চতুর্ভুজ বেশ ॥ নির্ম্মল তোমার জল, ভক্ষণে অশেষ ফল, বিধি বিষ্ণু চিনিতে না পারে। শিরে ধরি শূলপাণি, আপনারে ধন্য মানি, এ মহিমা কে বলিতে পারে ॥ তুয়া জলে করি পাক, অন্ন আদি কিবা শাক, দেবতা দুর্ল্লভ করি লয়। সেই অন্ন সুধাময়, ব্যাসভাষা বেদে কয়, ভুঞ্জিলে যমের নাহি ভয় ॥ সগর সঙ্গম নাম, কেবল কৈবল্য ধাম, বিধি বিষ্ণু চিনিতে না পারে। নীচ শূদ্র কি সন্ন্যাসী, মরিলে বৈকুণ্ঠবাসী, মকরেতে যেবা স্নান করে ॥ শতেক যোজনে থাকে, যদি গঙ্গা বলে ডাকে, পবিত্র তাহার কলেবর। নাম উচ্চারণ ফলে, বিষ্ণুর সদনে চলে, নাহি দেখে শমননগর ॥ গতপ্রাণী মৃতকায়া, পিতা মাতা সুত জায়া, শ্মশানে টানিয়া লয়ে ফেলে। দারা

সুত ঘৃণা করে, স্নান করি আইসে ঘরে, সেকালে আপনি কর কোলে ॥ যাবৎ উপায় শক্ত, জ্ঞাতি বন্ধু অনুরক্ত, মৈলে করে দিন দুই শোক। সে সব সঙ্কট দিনে, তোমার চরণ বিনে, কেহ নাহি আপনার লোক ॥ গতপ্রাণী মৃতকায়, কাকে বা শৃগালে খায়, ভেসে গিয়া লাগে তব তটে। হাতেতে চামর ধরি, শত স্বর্গ বিদ্যাধরী, সেবে আসি তাহার নিকটে ॥ তোমার নিকটে রই, শরট করট হই, কিবা কৃশ শুনীর তনয়। গঙ্গাহীন দেশে রয়ে, কোটি হস্তীশ্বর হয়ে, যদি রহে সেহ কিছু নয় ॥ কীটাদি পতঙ্গ পক্ষ, নৃপ আদি জীব লক্ষ, সকলি তোমার সমতুল। মহাপাপী দুরাচারী, পরশে তোমার বারি, অন্তকালে তুমি অনুকূল ॥ গঙ্গার মহিমা যত, আমি তাহা কব কত, বিস্তারিত অনেক পুরাণে। গাইয়া তোমার আগে, গোবিন্দ ভকতি মাগে, চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণে ॥

রাগিণী সিন্ধু। তাল মধ্যমান।

ভীষ্মজননী ভাগীরথী মাতর্গঙ্গে।

সগর সন্ততি, গণে দিতে গতি, বিহর সাগর সঙ্গে ॥

ওমা হরিদ্বারাবতী, অতি দ্রুতগতি,

জহ্নু মুনির ধ্যান ভঙ্গে ; তারণ কারণ, যমভয় বারণ,

স্থাবর জঙ্গম কীটপতঙ্গে ॥

গুরুদক্ষিণা।

কৃষ্ণঃ করোতি কল্যাণং কংসকুঞ্জরকেশরী,
কালিন্দীজলকল্লোলকোলাহলকুতূহলী।
সা তে ভবতু সুপ্রীতে দেবি শিখরবাসিনি।
উগ্রেণ তপসালব্ধ জয়া পশুপতিপতিঃ॥

বন্দ প্রভু নারায়ণ অখিলের পতি। যাঁর পদ সেবেন কমলা সরস্বতী॥ ব্রহ্মার জনম হৈল নাভি-শতদলে। বিষ্ণুর উৎপত্তি হৈল চরণকমলে॥ শুকদেব স্থানে জিজ্ঞাসিল পরীক্ষিত। কহ শুনি মুনি কিছু কৃষ্ণের চরিত॥ গুরুগৃহে যেই কালে হরি হলধর। বিদ্যা শিক্ষা করিলেন অবন্তীনগর॥ অবন্তীনগরে মুনি বড় ভাগ্যবান্। কৃপা করি বাড়াইলা মুনির সম্মান॥ ব্রাহ্মণ কৃষ্ণের তনু কভু নহে ভিন্ন। হৃদয়ে ধারণ করেন ভৃগুপদচিহ্ন॥ মৃত-পুত্র যমালয়ে আছিল মুনির। কেমনে আনিয়া দিল দেব যদুবীর॥ সেই কথা শুনিতে বাসনা বড় হয়। কৃপা করি কহ প্রভু ব্যাসের তনয়॥ ব্রহ্ম-শাপগ্রস্ত আমি আছি সপ্তদিন। উপায় না দেখি কিছু তরিবার চিহ্ন॥ মুনি বলে ধন্য অভিমন্যুর নন্দন। গুরুদক্ষিণার কথা শুন দিয়া মন॥ দুইদণ্ড পরমায়ু খট্টাঙ্গ রাজার। শ্রীভারতকথা শুনি হইল উদ্ধার॥ তোমার দীর্ঘল আয়ুঃ সপ্তদিন বটে। শুন শুন কৃষ্ণকথা বসিয়া নিকটে॥ কংস বধ

করি হরি গিয়া মথুরায়। কারাগারে উদ্ধার করিল বাপ মায় ॥ মাতামহ উগ্রসেনে দিলা রাজ্যভার। বসুদেব দেবকীর আনন্দ অপার ॥ কিছু দিন বাছা মোর ছিলা নন্দালয়ে। লুকায়ে রাখিয়াছিলাম দুষ্ট কংসভয়ে ॥ এখন আমরা মরি তোমা বিদ্যমানে। ও চাঁদকমলমুখ হেরিয়া নয়নে ॥ পিতা মাতা সান্ত্বনা করিয়া চক্রপাণি। কিছু দিন মথুরায় ছিল রাজধানী ॥ একদিন বসুদেব পিতৃ-শ্রাদ্ধদিনে। নিমন্ত্রিয়া আনিল অনেক দ্বিজগণে। অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য ষড়দরশন। মহামহোপাধ্যায় সব বিজয়ী ভুবন ॥ নিধিকৃষ্ণ ঘোষাল সাক্ষাৎ সর-স্বতী। জগন্নাথ সার্ব্বভৌম শ্যাম বাচস্পতি ॥ গদা-ধর পঞ্চানন মিশ্র হলধর। রঘু বিদ্যাভূষণ পণ্ডিত দামোদর ॥ যদুকুলাচার্য্য মুনি আইলেন গর্গ। চন্দ্র-চূড়া সিদ্ধান্ত প্রভৃতি দ্বিজবর্গ ॥ সভাতে বসিলা আসি কৃষ্ণ বলরাম। ভুবনমোহন রূপ জিনি কোটি কাম ॥ কুটীল কুন্তলাবৃত বদনকমল। কর্ণমূলে শোভা করে মকরকুণ্ডল ॥ শ্যাম অঙ্গে পীতবাস গলে বনমালা। নবীন জলদে যেন সুস্থির চপলা ॥ চূড়ায় ময়ূরপুচ্ছ হেলে মন্দবায়। মনোহর মুকুতা সুচারু নাসিকায় ॥ অরুণ কিরণ করে পাদপদ্ম দুটি। তাহে শোভা করিয়াছে যেন হেম কোটি ॥ নখচন্দ্রে উজ্জ্বল হইল সভাস্থল। অযোধ্যারামের গতি ও পদকমল ॥

রামকৃষ্ণ রূপ দেখি যত সভাসদ। হইল জীবন মুক্ত হেরি রাঙ্গাপদ ॥ হেরিয়া পরমব্রহ্ম ভাব দুই

জন। বিদ্যার মহলা দেয় যত দ্বিজগণ ॥ মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ কেহ পড়ে স্মৃতি। কেহ পড়ে তর্কশাস্ত্র আগমের পুথি ॥ কেহ২ পাঠ করে নাটকের শ্লোক। অর্থ না বুঝিতে পারে যত মূর্খলোক ॥ বেদান্ত নিগম সন্ধি পণ্ডিতে বাখানে। অর্থ করে চাহিয়া কৃষ্ণের মুখপানে ॥ গোবিন্দ বলেন শুন দাদা হল-পাণি। শাস্ত্রের সন্ধান মোরা কিছুই না জানি ॥ নন্দালয়ে গরু চরাইতে গেল কাল। শ্রীদাম সুদাম দাম সকলি রাখাল ॥ মূর্খ হইলাম দোঁহে বিদ্যা না শিখিয়া। পিতৃদোষে মূর্খপুত্র দেখনা ভাবিয়া ॥ বিদ্যাহীন জনার জীবন অসার্থক। হংসমধ্যে শোভা যেন নাহি পায় বক ॥ স্বদেশে পূজিত রাজা রাজ্য করতল। বিদ্যাবন্ত যে জন পূজিত ভূমণ্ডল ॥ আমরা ইহাতে দোঁহে যদুকুলে জন্ম। না জানিলাম কোন শাস্ত্র না জানিলাম মর্ম্ম ॥ বামনে ত্রিপাদ ভূমি বলি দিল দান। দুইপদে স্বর্গ মর্ত্ত্য গেল দুইস্থান ॥ আর এক পদ দিল বলির মস্তকে। নাগপাশে বন্দী হৈল সকলেতে দেখে ॥ প্রভু কহিলেন শুন দানব ঈশ্বর। দুই কথা কহি তুমি অবগত কর ॥ শত মূর্খ লয়ে তুমি স্বর্গে কর বাস। পঞ্চ বুধ লয়ে কিঁ পাতালে অভিলাষ ॥ বলি কহে মূর্খ সহ স্বর্গে কায নাই। লইয়া পণ্ডিত পঞ্চ রসাতলে যাই ॥ মূর্খ সহ বুধজন আলাপ না করে। বিদ্যাশিক্ষা করিতে যাইব দেশা-ন্তরে ॥ জন্মদাতা জননীর অনুমতি লই। মথুরা আ-সিব পুনঃ মাসদুই বই ॥ বিবেকী হইলে কান্দিবেন মাতা পিতা। রচিল অযোধ্যারাম নূতন কবিতা ॥

তবে হলধর হরি, মনে মহা. খেদ করি, গেলা যথা জনক জননী। প্রণমিয়া করপুটে, দাণ্ডাইয়া সন্নিকটে, কহিতে লাগিলা যদুমণি ॥ পণ্ডিত সভার মাঝ, পাইলাম বড় লাজ, বিদ্যাহীন জন কেন বাঁচে। সান্দীপনি মুনিবর, অবন্তীনগরে ঘর, বিদ্যা শিক্ষা করি তাঁর কাছে ॥ শুনিয়া পুত্রের বোল, প্রাণ হৈল উতরোল, কোলে করি কহেন কান্দিয়া। আমার পরশমণি, কি কথা কহিলে শুনি, কোথা যাবে জননী ছাড়িয়া ॥ আগে হৈল ছয় বংশ, বিনাশ করিল কংস, তোমা পুত্র পাইলাম শেষে। নন্দ যশোদার ঘরে, লুকায়ে রাখিলাম ডরে, মোরা বন্দী এ বৃদ্ধ বয়সে ॥ তোমা পুত্র গুণনিধি, যদি মিলাইল বিধি, দেশান্তরে যাবে আরবার। গুরু আনি দিব গৃহে, বিদ্যাশিক্ষা কর দোঁহে, নয়নে দেখিব আপনার ॥ আমরা মরিয়ে যাই, তার পর দুই ভাই, করিহ যেমন মনে লয়। তোমরা তনয় যার, এমত দুর্গতি তার, শোকে প্রাণ বাহির না হয় ॥ বসুদেব বলে বাণী, শুন পুত্র নীলমণি, বুঝি মোর সংশয় জীবন। রাম গেলে বনপথ, শোকে মরে দশরথ, পাছে হয় আমার তেমন ॥ পিতা মাতা শোকাতর, দেখি রাম গদাধর, প্রবোধিয়া কহেন যতনে। ঘরে রহ স্থির হই, আসিব মাস দুই বই, এত উতরোল কি কারণে ॥ কৃষ্ণমায়া বুঝা ভার, মোহ হৈল বিধাতার, ইহাতে কোথায় অন্য জন। শুভক্ষণে যাত্রা করি, চলিলেন রাম হরি, বন্দি মাতা পিতার চরণ ॥ শুভ ত্রয়োদশী তিথি, পুষ্যা কুড়ি দণ্ড স্থিতি, গুরুবার

সান্দীপনী মুনির পাঠশালা।
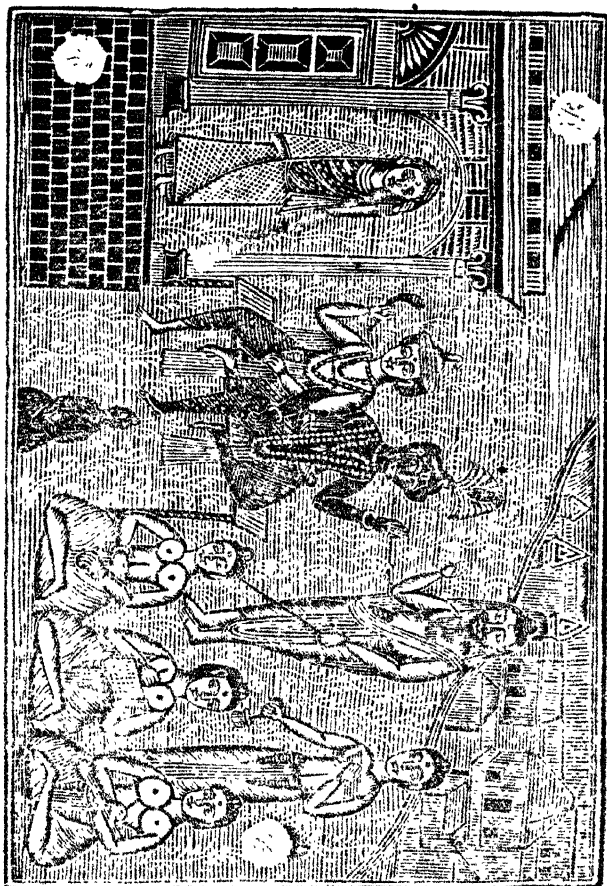
গমন উত্তর। প্রথমাগ্রহায়ণ মাস, দশদিক্ সুপ্রকাশ, গমন কৈল অবন্তীনগর ॥ পথিক যতেক যায়, রাম কৃষ্ণ পানে চায়, ভুবনমোহন দুই ভাই। কোন ভাগ্যবতীসুত, হেন রূপ অদ্ভুত, ভুবনে তুলনা দিতে নাই ॥ তাহা সবা দেখি হরি, জিজ্ঞাসেন যত্ন করি, অবন্তীনগর কত দূর। কভু হেথা আসা নাই, পথ বলি দেহ ভাই, সান্দীপনী ভূদেবের পুর ॥ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ঠাঁই, কিছু অগোচর নাই, জিজ্ঞাসা কেবল বিড়ম্বনা। দিন গেল অকারণে, অযোধ্যারামের মনে, ঐ পদ সতত ভাবনা ॥

এতিন মাসের পথ অবন্তীনগর। তিনদিনে উত্তরিল হরি হলধর ॥ বেলা অবসান হৈল অস্ত যায় ভানু। সান্দীপনী মুনির দ্বারেতে রাম কানু ॥ দ্বিজের ভাগ্যের কথা কি দিব তুলন। কৃপা করি ভবনে আইল নারায়ণ ॥ পুত্রশোকে ব্রাহ্মণীর সদা অশ্রুপাত। বলে কোথা আছ মোর বন্ধু জগন্নাথ ॥ পতিতপাবন তুমি বলে জগজ্জন। একবার দুঃখিনীরে দেহ দরশন ॥ সতী অতি পতিব্রতা কৃষ্ণ বলি ডাকে। হেনকালে দুইভাই আইল সম্মুখে ॥ আস্তেব্যস্তে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী দুইজন। নয়নে দেখিল আসি রাম জনার্দ্দন ॥ পুলকে আকুল তনু সজলনয়ন। সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করেন তপোধন ॥ কে তোমরা দুই ভাই দেহ পরিচয়। কোথা হৈতে আইলে কহ কাহার তনয় ॥ সামান্য বালক নহ দেব অবতার। আশ্রম পবিত্র আগমনেতে তোমার ॥ আগমন তব মমালয়ে কিবা হেতু। বিধি বুঝি দুঃখের সাগরে

দিলা সেতু ॥ কহিতে লাগিল কৃষ্ণ যোড় করি ভুজ। আমরা দুভাই বসুদেবের অঙ্গজ ॥ কৃষ্ণ বলরাম নাম শুন মহাশয়। কৃপা করি রাখ যদি আপন আলয় ॥ তুমি গুরু কল্পতরু বিখ্যাত ভুবন। পশ্চাতে দক্ষিণা দিব শকতি যেমন ॥ মুনি বলে আমার ভাগ্যের নাহি ওর। পরম পুরুস তুমি শিষ্য হবে মোর ॥ পূর্ব্বে শুনিয়াছি আমি রামের চরিত্র। বৈকুণ্ঠের নাথ রাম গুরু বিশ্বামিত্র ॥ তেমনি তোমারে আমি বিদ্যা দিব দান। পাইব পরমপদ ইথে নাহি আন ॥ মুনির যেমন ভক্তি ব্রাহ্মণী তেমন। শুভক্ষণে বিদ্যা আরম্ভিল দুই জন ॥ ব্রাহ্মণবালক আর শিষ্য কতগুলি। সুদামারে গোবিন্দ ডাকেন সখা বলি ॥ গুরুর চরণে দোঁহে করিল প্রণাম। হস্তে খড়ি ধরিলেন কৃষ্ণ বলরাম ॥ ক খ গ ঘ আদি করি চৌত্রিশ অক্ষর। দৃষ্টিমাত্র শিখিলেন হরি হলধর ॥ ক ক্য অবধি আর ফলা সাঙ্গ করি। লিখিবারে নাম গ্রাম শিখিল শ্রীহরি ॥ অঙ্কশাস্ত্র লিখিয়া করিল সমাপন। পাঠ আরম্ভিল মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ ॥ অষ্ট শব্দ মূল টীকা পড়ে অভিধান। টীপ্পনী নৈষধ স্মৃতি বরাহপুরাণ ॥ মীমাংসা বেদান্ত তর্কশাস্ত্র মেঘদূত। ভট্টিরঘু বাখানিল জ্যোতিষ অদ্ভুত ॥ নাটক নাটিকা ছন্দোমঞ্জরী দীপিকা। আগম নিগম বেদ বাখানিল টীকা ॥ আপনি অখিলগুরু সর্ব্বশাস্ত্রবক্তা। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডপতি ভারতীর ভর্ত্তা ॥ গুরু মাত্র উপলক্ষ একবার কন। দুই মাস চারিদিনে পাঠ সমাপন ॥ শিখিল চৌষট্টি বিদ্যা গুরু

বিদ্যমানে। অযোধ্যারামের গতি ও ব্রাহ্মণচরণে ॥
দৈবযোগে এক দিন মুনি নাই ঘরে। গিয়াছেন ফল পুষ্প আনিবার তরে ॥ হেনকালে গুরুমাতা ডাকে শিষ্যগণে। আমার বচন বাছা শুন সর্ব্বজনে ॥ রন্ধনের কষ্ট পাই তৃণকাষ্ঠ বিনে। কাষ্ঠ ভাঙ্গি বাছা সব আন গিয়া বনে ॥ রামকৃষ্ণ আদি করি যত জন ছাত্র। কাননে চলিল গুরুমায়ের আজ্ঞামাত্র ॥ দূর বনে প্রবেশিয়া তৃণকাষ্ঠ কাটি। একে২ বোঝা বান্ধিলেন আটি২ ॥ নদীজলে স্নান করি ফল জল খান। ভবনে গমন কৈল বেলা অবসান ॥ বিষম কৃষ্ণের মায়া বোঝা নাহি যায়। অকস্মাৎ ঝড় বৃষ্টি হইল তথায় ॥ রজনী সম্মুখে হৈল ঘোর-অন্ধকার। পথ হারাইয়া দিশা লাগিল সবার ॥ বৃক্ষের কোটরে সবে বঞ্চিল রজনী। গৃহেতে আইল হেথা মুনি সান্দীপনি ॥ জিজ্ঞাসিলা ব্রাহ্মণীকে শূন্য কেন ধাম। কোথাকারে গেল মোর কৃষ্ণ বলরাম ॥ ব্রাহ্মণী বলিল ঐ শোকে প্রাণ শোষে। কাষ্ঠ হেতু বনে গেল মোর বাক্যদোষে ॥ মুনি বলে তুমি মোর হইলে কৈকেয়ী। ধরিতে না পারি প্রাণ রামকৃষ্ণ বই ॥ পাইয়া পরশমণি হারাইলা হেলে। আহা মরি বাছা রামকৃষ্ণ কোথা গেলে ॥ কান্দিয়া রজনী পোহাইল দুইজনে। প্রভাতে চলিল মুনি কৃষ্ণ অন্বেষণে ॥ হেথা বলদেব হরি কাষ্ঠ লয়ে শিরে। ক্ষুধায় অবশ তনু গতি ধীরে২ ॥ হেনকালে গুরু সঙ্গে পথে দরশন। কাষ্ঠ রাখি প্রণাম করিল সর্ব্বজন ॥ বলরামে কোলে করি ব্রাহ্মণ বিকল। পুলকে

আকুল তনু নয়ন সজল ॥ ব্রাহ্মণী ধাইয়া গিয়া কোলে নিল হরি। চাঁদমুখে চুম্ব খান শত স্নেহ করি কহিতে লাগিল বাক্য হয়ে উতরোল। নন্দালয়ে শোভা যেন যশোদার কোল ॥ শিষ্যগণ সঙ্গেতে আইল নিজ পুর। পাইল যতেক দুঃখ সব গেল দূর ॥ পরম আনন্দে দেবী করিলা রন্ধন। একত্রে বসিয়া সবে করিল ভোজন ॥ এই রূপে ছিল তথা দিন ছয় সাত। বিদায় হইতে গেলা গুরুর সাক্ষাৎ ॥ বহু দিন আসিয়াছি মথুরা ছাড়িয়া। জননী জনক দোঁহে বিকল কান্দিয়া ॥ স্বপনে দেখিলাম অদ্য দৈবকী জননী। রোদনে প্রভাত আজি হইল রজনী শিখেছি সকল বিদ্যা তোমার সদনে। দক্ষিণা কি দিব আজ্ঞা কর দুইজনে ॥ কান্দিয়া গেলেন মুনি ব্রাহ্মণীর ঠাঁই। রামকৃষ্ণ বিদায় মাগেন দুই ভাই ॥ আকুল হইল প্রাণ এ কথা শুনিয়া। দক্ষিণা কি চাহ তুমি চাহি লও গিয়া ॥ দাণ্ডাইল দোঁহে আসি কৃষ্ণের গোচর। পুত্রশোকে দুই জন বড়ই কাতর ॥ এক পুত্র ছিল মধুমঙ্গল নামেতে। জলক্রীড়া হেতু পুত্র গেল সমুদ্রেতে ॥ শঙ্খানামে অসুর করিল বংশ নাশ মৃতবৎ হয়ে আছি সদাই হুতাশ ॥ তোমরা সামান্য নহ দুই সহোদর। বলেছেন কপিল নারদ মুনিবর ॥ নন্দালয়ে ছিলা যবে বৃন্দাবনে বাস। গোবর্দ্ধন ধরিলে বাপু শুন শ্রীনিবাস ॥ কালিন্দীর বিষজল রাখালের গণ। পান করি মরিয়া আছিল সর্ব্বজন ॥ প্রাণদান দিলা তুমি করে সুধাবৃষ্টি। তোমার মায়াতে মোর গেল পরমেষ্ঠী ॥ উত্তরার

গর্ব্ভে মরে অভিমন্যুসুত। মরা পুত্র জীয়াইলে কাহিনী অদ্ভুত॥ ত্রিলোকেতে তোমার অসাধ্য কর্ম্ম নাই। মরাপুত্র দান দেহ এই আমি চাই॥ যেই মরে সেই যায় যমের ভুবন। সেই পুত্র আনি দেহ রাম নারায়ণ॥ এত বলি দোঁহে পড়ি ধরণী লোটায়। চেতন পাইয়া পুনঃ কৃষ্ণ পানে চায়॥ নয়নে গলিত ধারা কম্পিত হৃদয়। ভকতবৎসল কৃষ্ণ হইলা সদয়॥ না কান্দহ গুরুমাতা স্থির কর হিয়া। আনি দিব তব পুত্র যমালয়ে গিয়া॥ শুনিয়া ব্রাহ্মণী মনে হইল উল্লাস। ঈশ্বর কি হেন দিন করিবেন প্রকাশ॥ প্রবোধ করিয়া তাঁরে রাম জনার্দ্দন। যমালয়ে যাত্রা কৈল শ্রীমধুসূদন॥ কহেন অযোধ্যারাম শুন রমাপতি। ওখানে আমার যেন নাহি হয় গতি॥

গুরুপুত্র দিতে দান, যাত্রা কৈলা ভগবান, স্মরিয়া শ্রীপার্ব্বতী শঙ্কর। দেখিতে কৌতুক বড়, দেবগণ হৈল জড়, প্রজাপতি আদি পুরন্দর॥ অসংখ্য সমুদ্রে জলে, শঙ্খাসুরে ধরি হেলে,উদর বিদার কৈলা তার। অজিন ফেলিল দূরে, মারিয়া সে শঙ্খাসুরে, নাহি পান মুনির কুমার॥ শঙ্খার জনম ধন্য, তাহে কৈল পাঞ্চজন্য, করে করি করিলা গমন। বাজাইলা এক বার, নিনাদ শুনিয়া তার, স্তব্ধ হৈল এ তিন ভুবন॥ চতুর্ভুজ বেশ ধরি, যমালয়ে গেলা হরি, পাপিলোক দেখিল নয়নে। নরক হইতে তরি, দিব্য রথে ভর করি, গতি কৈল অমরভুবনে॥ দেখিয়া পুরুষোত্তম, পাদ্য অর্ঘ্য দিল যম, কৃতাঞ্জলিপুটে পরীহার।

মোরে দিলে অধিকার, কেন হেন অবিচার, পাপি-গণ হইল উদ্ধার ॥ ইহা কেন কহ২, মুহূর্ত্তেকে যদি রহ, এক প্রাণী না থাকিবে হেথা। হাসিয়া বলিল হরি, শুন নিবেদন করি, সান্দীপনী মুনির বারতা ॥ তাঁর এক পুত্র ছিল, এই শঙ্খা বিনাশিল, আছে সেই তোমার পুরেতে। তারে দেহ আমি নড়ি, যম বলে পায়ে পড়ি, এই লহ সান্দীপনী সুতে ॥ সত্বরে করহ গতি, শুন কমলার পতি, তিল আধ না কর বিশ্রাম। মম শুভদিন আজি, এত বলি রথ সাজি, দিল আনি করিয়া প্রণাম ॥ গুরুপুত্র লয়ে সুখে, চলিল উত্তরমুখে, বিমানে করিয়া আরোহণ। আ-কাশে দুন্দুভি বাজে, হেরিয়া সে দেবরাজে, করেন কুসুম বরিষণ ॥ হেথা সান্দীপনী ঋষি, নিদ্রা নাই সেই নিশি, ভাবনা পাইব পুত্রদান। অলঙ্ঘ্য কৃ-ষ্ণের বাণী, নিশ্চয় মনেতে জানি, এখনি আসিবে ভগবান ॥ দক্ষিণ নয়ন নাচে, এমন সময় কাছে, উত্তরিল রামজনার্দ্দন। নতি করি করপুটে, দাণ্ডাইল সন্নিকটে, এই লহ আপন নন্দন ॥ যেন আকাশের শশী, ভবনে পাইল বসি, আনন্দের নাহিক অবধি। অযোধ্যারামেতে কয়, হরি বড় দয়াময়, মোরে পার কর ভবনদী ॥ ৵৮

ধরাতলে ধন্য সান্দীপনী মুনিবর। যমালয়ে ছিল পুত্র দ্বাদশ বৎসর ॥ হেলে গুরুপুত্র দান দিল যদুমণি। ত্রিভুবনে হেন কর্ম্ম কখন না শুনি ॥ মরা পুত্র আনি দিল গুরুর দক্ষিণা। আর কার শক্তি আছে ভগবান বিনা ॥ গুরু স্থানে বিদায় মাগেন

দুই ভাই। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী কান্দে ধরণী লোটাই॥ এত দিনে আমার আশ্রম হৈল শূন্য। রামচন্দ্র বিনা যেন অযোধ্যা অরণ্য॥ কি করিবে ধনে জনে কি করিবে কায়া। দিন কত সংসার সকলি মিছামায়া॥ এই বর দিয়া যাও দয়াময় হরি। ঐ পদ ভাবিতে২ যেন মরি॥ আজ হৈতে অবন্তীনগর হৈল মুক্ত। অযোধ্যা মথুরা গয়া কাশী কাঞ্চী যুক্ত॥ মুনিরে অভয় দিয়া যান হলপাণি। কৃষ্ণ দরশনে মুক্ত ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী॥ কৃষ্ণের গমনে কান্দে অবন্তীর লোক। মথুরা যাইতে যেন গোকুলের শোক॥ সিংহাসনে উগ্রসেন বসিয়া সভায়। হেনকালে রাম কৃষ্ণ গেলেন তথায়॥ দেখি আনন্দিত হৈল মথুরা নিবাসী। হাত বাড়াইয়া যেন পাইলেক শশী॥ মাতামহে বন্দি গেল কৃষ্ণ বলরাম। মা বাপের পদে গিঁয়া করিল প্রণাম॥ দুই মাস পরে পুত্রের হেরিয়া বদন। কোলেতে করিয়া চুম্ব খান ততক্ষণ॥ যমালয় হইতে মৃতপুত্র দিল দান। বিস্তারিয়া হেন কথা কহেন তখন॥ শুনিয়া বিস্ময় হৈল জনক জননী। তোমরা মনুষ্য নহ অখিলের মণি॥ দুই পুত্র কোলে করি জননী দৈবকী। সর্ব্ব দুঃখ পাসরিলা পরমকৌতুকী॥ চৌদ্দবৎসরের পর কৌশল্যা যেমন। রামচন্দ্র পায়ে যেন অযোধ্যাভুবন॥ জননীর কোলে নিদ্রা যায় দুইজনে। সেই দিন যশোদারে দেখিল স্বপনে॥ করে ননী নন্দরাণী দিতেছেন মুখে। কান্দিয়া উঠেন কৃষ্ণ ধারা বহে বুকে॥ জিজ্ঞাসা করেন দেবী কহ বাছাধন। কি দুঃখ উঠিল

মনে করহ রোদন ॥ কহিতে লাগিল কৃষ্ণ গদগদ বাণী। স্বপনে দেখিনু আজি মাতা নন্দরাণী। পালন করিল যত না পারি কহিতে। জনম তাঁহার গেল কাঁন্দিতে২ ॥ আমা বিনা মা বলিতে কেহ নাহি আর। ভাবিতে বিদরে বুক শোক পারাবার ॥ কোথায় রহিল নন্দ ব্রজশিশুগণ। কোথায় রহিল মোর গিরি গোবর্দ্ধন ॥ প্রিয়া রাধা চন্দ্রাবলী গোপিকা সকল। যমুনাসলিল আর বিহারের স্থল দৈবকী বলিল বাছা অনিত্য সংসার। তোমাতে সকল আছে মায়া বুঝা ভার ॥ ব্রহ্মা আদি মোহ হইল তোমার মায়ায়। জন্মমাত্রে চতুর্ভুজ দেখেছি তোমায় ॥ যমালয় হইতে মৃতপুত্র দিলে দান। ইহাতে তোমায় হয় কি মনুষ্য জ্ঞান ॥ তুমি বা কাহার পুত্র কেবা মাতা পিতা। আপনি অখিলপতি দেবের দেবতা ॥ দৈবকী মায়ের বোল জানিয়া মাধব। মায়া করি ঘুচাইলা জননীর স্তব ॥ পুত্র বোধ করি দেবী পুত্র কৈল কোলে। গৃহকর্ম্মে গেল মন পড়ে দেল ভোলে ॥ গুরুদক্ষিণার কথা শুনে যেই জন। রোগশোক পাপতাপ দুঃখ বিমোচন ॥ জন্মিয়া ভারতভুমে বৃথা কাল যায়। যে জন চতুর হয় ভজে কৃষ্ণপায় ॥ সংসার সকলি মিথ্যা অনিত্য শরীর। টলমল করে যেন পদ্মপত্র নীর ॥ কলিঘোরে মায়াডোরে পড়ে কেন থাক। নিজ ঘরে থাকে যেন তসরের পোক ॥ যেন তেন প্রকারেণ মনে কৃষ্ণ রাখ। ভক্তিভাবে নন্দসুতে পুনঃ২ ডাক ॥ গৃহবাস বড় ফাঁস এড়াইবে কিসে। কলেবর জর২

কাল অবশেষে ॥ নিরন্তর কালচর ফিরে পিছে২। বিনা হরিনামে নাহি ভবকূপ ঘুচে ॥ শুন শুন সর্ব্ব-লোক এক মন হৈয়া। ভজহ কৃষ্ণের নাম মন মজা-ইয়া ॥ কলিতে হরির নাম বিনা গতি নাই। সংসা-রের সার বস্তু ভজ ওরে ভাই ॥ তার সাক্ষী জগাই মাধাই দুইজন। তারে ভজাইল প্রভু রাম নারা-য়ণ ॥ কৃষ্ণনামামৃত পান যেই জন করে। আপনি শমন রাজা কি করিতে পারে ॥ ভক্তি বিনা কৃষ্ণ-পদ কেহ নাহি পায়। সকলের মূল ভক্তি কহিলাম সবায় ॥ অযোধ্যারামেতে কয় দয়াময় হরি। ঐ পদ ভাবিতে২ যেন মরি ॥ এত দূরে গুরুদক্ষিণা সমাপ্ত হইল। বন্ধুজন মিলি সবে হরি হরি বল ॥

দাতাকর্ণ।

বৈশম্পায়ন বলে শুন জনমেজয়। মহাভারতের কথা শুন মহাশয় ॥ এক দিন বাসুদেব ভাবিলা অন্তরে। কর্ণ যে কেমন দাতা বুঝিব তাহারে ॥ যে যাহা মাগয়ে কর্ণ তাহা দেয় দান। সবে বলে দাতা নাই কর্ণের সমান ॥ এক দিন যাব আমি কর্ণের নিকটে। বুঝিব সে কর্ণ বীর কেমন দাতা বটে ॥ এই কথা মনে মনে ভাবি নারায়ণ। মায়া করি হৈল এক বৃদ্ধ যে ব্রাহ্মণ ॥ অতি বৃদ্ধ রূপ হৈল দুই চক্ষু অন্ধ। কর্ণকে ছলিতে গেলা প্রভু কৃষ্ণচন্দ্র ॥ চলিতে শকতি নাই কাঁপে থর২। ক-

র্ণের নিকটে গেলা প্রভু গদাধর॥ দ্বারিকে ডাকিয়া বলে প্রভু চক্রপাণি। মোর সমাচার কর্ণে জানাহ আপনি॥ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দেখি ভয় হৈল চিতে। কর্ণকে চলিল দ্বারী সমাচার দিতে॥ প্রণাম করিয়া দ্বারী যোড়হস্তে কয়। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এক দাণ্ডাইয়া মহাশয়॥ মোর সমাচার দেহ বলে দ্বিজবর। কর্ণকে আশীষ করি যাব আমি ঘর॥ হেন বৃদ্ধ নাহি দেখি আপনার জ্ঞানে। বুঝিয়া করহ কার্য্য যাহা লয় মনে॥ ব্রাহ্মণের নাম শুনি কুন্তীর নন্দন। অতি শীঘ্র আইলেন যথায় ব্রাহ্মণ॥ ব্রাহ্মণ দেখিয়া কর্ণ পরম আদরে। গলায় বসন দিয়া দণ্ডবৎ করে॥ বসিতে আসন দিয়া যোড়হস্তে কয়। কোন কার্য্যে আইলা দ্বিজ কিবা আজ্ঞা হয়॥ ব্রাহ্মণ বলেন কর্ণ কর অবধান। লোকমুখে শুনি তুমি বড় পুণ্যবান॥ কালি করিয়াছি আমি ব্রত একাদশী। পারণা করাহ মোরে আছি উপবাসী॥ আর এক আছে মোর মনের বাসনা। মাংস বিনা নাহি হয় ব্রতের পারণা॥ উদর পূরিয়া মাংস করাহ ভোজন। আশীষ করিয়া আমি যাব নিকেতন॥ কর্ণ বলে দ্বিজবর মন স্থির কর আনিব প্রচুর মাংস যত খাইতে পার॥ মৃগমাংস পক্ষিমাংস আনিব প্রচুর। যে মাংস খাইতে পার ব্রাহ্মণ ঠাকুর॥ কবিচন্দ্র বলে কর্ণ হও সাবধান। দাতা বুঝিবারে আইল প্রভু ভগবান

শুনিয়া হাসিয়া কর্ণে দ্বিজবর কয়। পারণ করাহ কর্ণ বিলম্ব না সয়॥ কর্ণ বলে দ্বিজবর যেই আজ্ঞা কর। সেই মাংস আমি দিব তোমা বরাবর॥ ব্রাহ্মণ বলেন কর্ণ কিবা দিতে নার। তবে সে কহিব আগে অঙ্গীকার কর॥ কর্ণ বলে অঙ্গীকারে অন্যথা না হব। যে মাংস খাইতে চাহ তাহা আনি দিব॥ ধন্য২ কর্ণ তুমি বলেন গোসাঞি। তোমার সমান দাতা ত্রিভুবনে নাই॥ বৃষকেতু নামে আছে তোমার নন্দন॥ তারে কাটি দেহ মাংস করিব ভোজন॥ স্ত্রীপুরুষে দুইজনে কাটিবে করাতে। রন্ধন করিয়া দেহ আমার সাক্ষাতে॥ হাসিয়া কাটিবে পুত্রে না হবে কাতর। এ যশ থাকিবে তব ভুবন ভিতর॥ কাতরে কাটিয়া দিলে মাংস নাহি খাব। নরকস্থ হবে তুমি ফিরে ঘরে যাব॥ হেঁটমাথা হৈল কর্ণ এই কথা শুনি। সর্ব্বনাশ হৈল বলি মনে২ গণি॥ পিতা হয়ে পুত্রে আমি কা-

টিব কেমনে। কলঙ্ক আমার বড় হবে ত্রিভুবনে ॥ মায়া করি ছলিবারে আইল কোন জন। এত দিনে বিপাকে ঠেকালে নারায়ণ ॥ কর্ণ বলে দ্বিজবর হও সাবধান। রাণীকে জিজ্ঞাসি আসি বৈস এই স্থান॥ পদ্মাবতী নামে আছে কর্ণের রমণী। পদ্মার নিকটে কর্ণ গেলেন আপনি ॥ বিরস বদন কেন পদ্মাবতী কহে। মুখে নাহি সরে বাণী চক্ষে ধারা বহে ॥ কর্ণ বলে আর কিবা দেখ পদ্মাবতি। এত দিন পরে মম হইল অখ্যাতি ॥ পদ্মাবতী বলে শুনি কারণ ইহার। কি লাগি কলঙ্ক আজি হইল তোমার ॥ কর্ণ বলে পদ্মাবতি প্রাণ নাহি রয়। কহিতে পরাণ ফাটে না কহিলে নয় ॥ কোথা হৈতে আইল এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। বড় নিদারুণ কথা কহিল সে জন ॥ কর্ণ বলে সেই কথা মুখে না জুয়ায়। কহিতে দারুণ কথা বুক ফেটে যায় ॥ বৃষকেতু নামে আছে তোমার নন্দন। তারে কাটি মাংস দেহ করিব ভোজন ॥ পিতা মাতা দুই জনে কাটিবে করাতে। রন্ধন করিয়ে দেহ আমার সাক্ষাতে ॥ হাসিয়া কাটিবে পুত্রে না হবে কাতর। কাতরে কাটিয়া দিলে ফিরে যাব ঘর ॥ পদ্মাবতী বলে নাথ কি বলিব আর। এ কথা শুনিয়া বুক বিদরে আমার ॥ পঞ্চ বৎসরের শিশু কিছুই না জানে। মা হয়ে বাছারে আমি কাটিব কেমনে॥ হস্তী ঘোড়া রথ দিব রতন কাঞ্চন। এ চারি ভাণ্ডারে আছে দিব যত ধন ॥ আপনার প্রাণ দিব দ্বিজের সাক্ষাতে। বৃষকেতু বাছা আমি না দিব কাটিতে ॥ অঙ্গীকার কর তুমি কি কব তোমাকে। কেমনে করাত ধরি কাটিব বাছাকে ॥ হাসিয়া বাছারে আমি কাটিব কেমনে। আপনি কাটিয়া দেহ আপনার মনে ॥ এমন দারুণ পণ কেহ নাহি করে। শুনিতে নিষ্ঠুর কথা পরাণ বিদরে ॥ কর্ণ বলে এই কর্ম্ম যদি না করিবে। অঙ্গীকার ভঙ্গ হলে নরকে পড়িবে ॥ কর্ণ বলে একবার দেহ অনুমতি। দাতাকর্ণ বলে রাম রাখ পদ্মাবতি ॥ হেনকালে দ্বিজবর ডাক দিয়া কয়। শীঘ্র করি আইস কর্ণ বিলম্ব না সয় ॥ অঙ্গীকার করিয়াছ শুন কর্ণ ভাই। বল যে পারিব নাই ফিরে ঘরে যাই এত শুনি পদ্মাবতী সকাতরে কয়। অঙ্গীকার করিয়াছ না দিলে কি হয় ॥ পুত্রে কাটি দিব আমি বলহ ব্রাহ্মণে। এ যশঃ

তোমার যেন থাকে ত্রিভুবনে ॥ অনুমতি পেয়ে কর্ণ হাসে খল খল। দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায় গোবিন্দমঙ্গল ॥

কর্ণ বলে দ্বিজবর শুন মোর বাণী। ক্ষণেক বিলম্ব কর পুত্রে ডাকি আনি ॥ ইহা বলি যান কর্ণ পুত্রে ডাকিবারে। বৃষকেতু শিশুসঙ্গে খেলিছে বাজারে। কোথা বাছা বৃষকেতু ডাকে ঘন ঘন। খেলা ছাড়ি একবার আইস বাছাধন ॥ আইস২ বলি কর্ণ ডাকে উভরায় ॥ খেলা ছাড়ি বৃষকেতু শুনিবারে পায় ॥ বৃষকেতু সঙ্গীগণে কহিতে লাগিল। ডাকিছেন পিতা কেন ঘরে যাইতে হৈল ॥ পাঠায়ে দিয়াছেন মাতা খেলিবার তরে। কিছুই না খাই বলে ডাকিছেন মোরে ॥ তোমরা খেলাও সবে বলে হাসি২। কি জন্যে ডাকেন পিতা জিজ্ঞাসিয়া আসি ॥ ইহা বলি বৃষকেতু করিল গমন। পথ হৈতে ফিরে আইল কর্ণের নন্দন ॥ বৃষকেতু বলে এক কথা হৈল মনে। কহিতে আইনু কথা শুন শিশুগণে ॥ খেলিতে আসিব যদি বেঁচে থাকি ভাই। নতুবা সবার কাছে হইনু বিদায় ॥ অনিত্য শরীর ভাই জানহ সকল। স্থির নাহি হয় যেন পদ্মপত্রজল ॥ বিদায় হইয়া যাই সবার সাক্ষাতে। বেঁচে যদি থাকি ভাই আসিব খেলিতে ॥ চমৎকার কথা শুনি বলে শিশুগণ। হেন বাক্য তব মুখে না শুনি কখন ॥ কর্ণের নিকটে তবে বৃষকেতু আইল। আইস বাছাধন বলি কোলেতে করিল ॥ মুখেতে চুম্বন দিল কর্ণ মহামতি। কোলে করি লয়ে গেল যথা পদ্মাবতী ॥ বৃষকেতু মুখ হেরি পদ্মাবতী বলে। মরিরে অভাগীর বাছা আইস করি কোলে ॥ আইসরে সোণার যাদু মোর কথা রাখ। চাঁদ মুখে একবার মা বলিয়া ডাক ॥ কান্দিতে লাগিল চাহি বৃষকেতু পানে। বৃষকেতু বলে মাতা কান্দ কি কারণে ॥ পদ্মাবতী বলে বাছা কহনে না যায়। কহিতে পরাণ ফাটে মুখে না জুয়ায় ॥ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এক কোথা হৈতে আইল। তোমার পিতাকে সেই সত্য করাইল ॥ করাতে কাটিয়া পুত্রে করিবে ছেদন। উদর পূরিয়া মাংস করিবে ভোজন ॥ বৃষকেতু বলে মাগো নিবেদি চরণে। ইহার লাগিয়া তুমি কান্দ কি কারণে ॥ পিতা মাতা দুইজনে মম বাক্য লহ। ব্রাহ্মণে সন্তুষ্ট কর মোরে কাটি দেহ ॥ এত দিনে হৈল মোর

সার্থক জীবন। ব্রাহ্মণে আমার মাংস করিবে ভোজন॥ ব্যাধিতে মরণ হৈলে কৃমি ভস্ম হয়। আমার এ দেহ যাবে ব্রাহ্মণসেবায়॥

বৃষকেতু বলে শুন, আজি মোর শুভ দিন, রাত্রি পোহাইল শুভক্ষণে। কি কব ভাগ্যের কথা, শুনগো জননি মাতা, মোর মাংস খাইবে ব্রাহ্মণে॥ ব্রাহ্মণে যে জন মানে, সেই পায় নারায়ণে, শুন মাতা কহি তব ঠাঁই। ব্রাহ্মণ বর্ণের রাজা, সকলেতে করে পূজা, ব্রাহ্মণ গোবিন্দে ভেদ নাই॥ সকল গুণের ধাম, ক্রোধ করি ভৃগুরাম, মারে লাথি গোবিন্দের বুকে। কৃষ্ণ বলে হায়২, কত না বেজেছে পায়, পদসেবা করেন কৌতুকে॥ দ্বারকানিবাসী হরি, ব্রাহ্মণের আজ্ঞাকারী, চারি বেদে দিতে নারে সীমা। ব্রাহ্মণের অনল কোপে, দশরথ ব্রহ্মশাপে, মৈল রাজা না জানি মহিমা॥ সুদামা বিপ্রের রাজা, গোবিন্দ করিল পূজা, বসাইয়া পালঙ্ক উপরে। ভক্তি করি খুদ খাইল, অমূল্যরতন পাইল, লক্ষ্মী আজ্ঞাকারী যাঁর ঘরে॥ গঙ্গা আদি তীর্থ যত, দ্বিজ অঙ্গে অবিরত, বৈসে বৃদ্ধ অঙ্গুলি উপরে। যেবা পাদোদক খায়, সর্ব্ব তীর্থের ফল পায়, সেই জন যায় স্বর্গপুরে॥ একচিত্ত হয়ে যারে, ব্রাহ্মণে আশীষ করে, সেই জন সবার পূজিত। এই কথা জান দৃঢ়, ব্রাহ্মণের ক্রোধ বড়, ব্রহ্মশাপে মৈল পরীক্ষিত॥ এমন ব্রাহ্মণ যারে, খাইতে অঙ্গীকার করে, তার হয় সার্থক জীবন। দ্বিজ কবিচন্দ্রে কয়, বিলম্ব উচিত নয়, দ্বিজরূপে আইল কোন জন॥

বৃষকেতু বলে মাতা এত ভাগ্য হবে। আমা অভাগার মাংস ব্রাহ্মণে খাইবে॥ করাত লইয়া মাথা কাট দুই জনে। বিলম্ব হইলে উঠে যাইবে ব্রাহ্মণে॥ পুত্রের বচনে দোঁহে করাত হাতে লয়। কান্দিতে২ দোঁহে পুত্র পানে চায়॥ পুত্রকে করিয়া কোলে কর্ণ পদ্মাবতী। ব্রাহ্মণের বিদ্যমানে আইল শীঘ্রগতি। যোড়হাতে বৃষকেতু স্তুতি আরম্ভিল। ব্রাহ্মণের পদধূলি সর্ব্বাঙ্গে মাখিল॥ অতি পুলকিত শিশু কৃষ্ণগুণ গায়। তিনজনে প্রণমিল ব্রাহ্মণের পায়॥ গলায় তুলসীমালা পরিল কৌতুকে রাধাকৃষ্ণ দুটি নাম লিখি একে২॥ পূর্ব্বমুখে বসি ধ্যান করে নারায়ণ। করাত ধরিয়া দাণ্ডাইল দুই জন॥ গোবিন্দচরণ

দাতাকর্ণের প্রতিমূর্ত্তি।
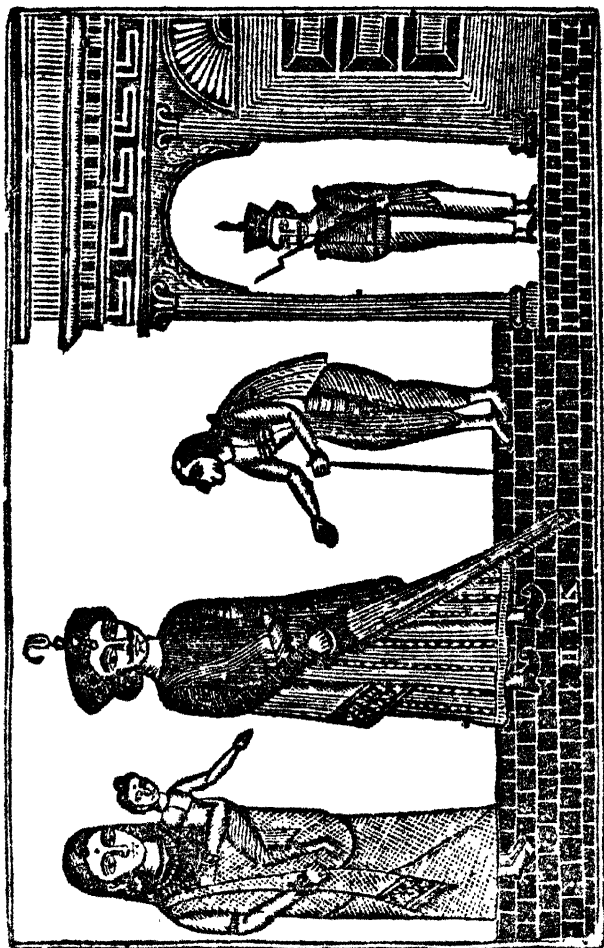
শিশু করয়ে স্মরণ। তিলার্দ্ধ নাহিক ভয় সহাস্য বদন॥ গোবিন্দ বলেন দোঁহে কাতর না হবে। হাসিয়া করাত ধরি পুত্রকে কাটিবে॥ হাসিয়া করাত দোঁহে হাতে করি নিল। ধন্য ধন্য বলি বিপ্র হাসিতে লাগিল॥ করাত বসায় তবে পুত্রের মাথায়। আনন্দে বসিয়া শিশু কৃষ্ণগুণ গায়॥ করাতে কাটিয়া মাথা ফেলে ভূমিতলে। কাটামুণ্ড উচ্চৈঃস্বরে রাধাকৃষ্ণ বলে। কর্ণ বলে ধন্য২ আমার নন্দন। তোমা হৈতে রক্ষা হৈল অভাগার পণ॥ কাটিয়া পুত্রের মাংস রন্ধন করিল। পদ্মাবতী পুত্র মুণ্ড লুকায়ে রাখিল॥ পদ্মাবতী বলে দ্বিজ যাইবে যখন। বাছার মস্তক লয়ে করিব রোদন॥ অন্তরে জানিল তাহা ভকতবৎসল। এই মুণ্ড দিয়া পুনঃ রান্ধাব অম্বল॥ অন্ন ব্যঞ্জন রান্ধি কর্ণ যোড় করে কয়। ভোজন করিতে শীঘ্র আইস মহাশয়॥ শুন ওহে কর্ণ তুমি বলেন শ্রীহরি। অম্বল বিহনে অন্ন খাইতে না পারি॥ অম্বল রান্ধিয়া দেহ কর্ণ মহাশয়। ভোজনে আমার তবে বড় প্রীতি হয়॥ কর্ণ বলে কিবা দিয়া রান্ধিব অম্বল। একখানি মাংস নাই রেন্ধেছি সকল॥ ব্রাহ্মণ বলেন কর্ণ বলি তব কাছে। পদ্মাবতী পুত্রমুণ্ড লুকায়ে রেখেছে॥ সেইমুণ্ড দিয়া পুনঃ রান্ধহ অম্বল। দ্বিজ কবিচন্দ্রগায় গোবিন্দমঙ্গল॥

কর্ণ বলে ওহে রাণি, শুনহ আমার বাণী, কপট করহ কি লাগিয়া। বল দেখি কি করিলে, যে পুত্র ব্রাহ্মণে দিলে, তার মুণ্ড রাখ লুকাইয়া॥ ক্রোধ করি উঠে যায়, দ্বিজ কিছু নাহি খায়, ভস্ম হবে ব্রহ্মশাপ দিলে। আমার মিনতী লহ, পুত্রমুণ্ড আনি দেহ, পুনঃ পুত্র পাবে পুণ্যফলে॥ এত শুনি পদ্মাবতী, ধরিতে না পারে ছাতি, অচেতনে পড়ে ভূমিতলে। আহা মরি ওরে বাছা, আমি প্রাণ ধরি মিছা, এই ছিল আমার কপালে॥ কান্দিয়া২ কয়, শুন কর্ণ মহাশয়, পাষাণে বেঁধেছ তুমি হিয়া। করিলে দারুণ পণ, কাটি দিলে বাছাধন, কেমনে বাঁচিব না দেখিয়া॥ দশ মাস দশ দিন, উদরে করি ধারণ, যতন করিনু এই হেতু। ভাল মন্দ না জানিল, বাছা মোর ছেড়ে গেল, আরে মোর প্রাণ বৃষকেতু॥ পাইয়া অনেক দুঃখ, দেখিনু পুত্রের মুখ, কেন বিধি করিলে এমন। রাণী বলে, আহা মরি, হুকারে কান্দিতে নারি, শুন২ প্রভু নারায়ণ॥

পুত্রমুণ্ড হাতে করে, দুনয়নে বারি ঝরে, আনি দিল কর্ণ বিদ্যমানে। দ্বিজ কবিচন্দ্রে কয়, ধন্য কর্ণ মহাশয়, দানশীল বিখ্যাত ভুবনে ॥

গোবিন্দ বলেন তুমি শুন কর্ণ ভাই। অন্ন ব্যঞ্জন তুমি কর চারি ঠাঁই ॥ আর এক কর্ম্ম কর হয়ে সাবধান। নগর হইতে এক শিশু ডাকি আন ॥ ব্রাহ্মণের কথা কর্ণ না করে হেলন। যে আজ্ঞা বলিয়া তবে করিল গমন ॥ অনন্ত কৃষ্ণের মায়া কে বুঝিতে পারে। বৃষকেতু শিশু সনে খেলিছে বাজারে ॥ পুত্র-শোকে মহারাজা চারিদিকে চায়। হেনকালে নিজ পুত্রে দেখিবারে পায় ॥ ব্যাকুল হইয়া রাজা পুত্রে নিল কোলে। লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিল বদনকমলে ॥ দ্বিজবেশে ছলিবারে আইল কোন জন। বিস্ময় হইয়া কর্ণ ভাবে মনে মন ॥ পুত্র লয়ে আ-ইল কর্ণ পুলকিত কায়। লোটায়ে পড়িল কর্ণ ব্রাহ্মণের পায় কর্ণ পদ্মাবতী দোঁহে যোড় করে কয়। অপরাধ ক্ষমা কর দেহ পরিচয় ॥ যদি মোরে পরিচয় না দিবে আপনি। গলায় মা-রিয়া ছুরি মরিব এখনি ॥ ব্রাহ্মণ বলেন কর্ণ না চিন আমারে। আপনি আইনু কৃষ্ণ ছলিবার তরে ॥ গোবিন্দ বলেন ধন্য কর্ণ মহাশয়। তোমার সমান দাতা কেহ নাহি হয় ॥ * কর্ণ বলে তুমি কৃষ্ণ ব্রহ্মসনাতন। কৃপা করি নিজ মূর্ত্তি করাও দর্শন ॥ কর্ণকে করিয়া দয়া দৈবকীনন্দন। নিজ মূর্ত্তি দেখাইল প্রভু নারায়ণ ॥ চতুর্ভুজ মূর্ত্তি কর্ণ দেখিয়া নয়নে। প্রেমে গদগদ হয়ে পড়িল চরণে ॥ ভাবে গদগদ কর্ণ ধরণী লোটায়। কৃ-ষ্ণের চরণধূলি মাথে সর্ব্ব গায় ॥ যে পদ করেন ধ্যান সুর মুনিগণে। হেন কৃষ্ণচন্দ্র আইল আমার ভবনে ॥ কর্ণ পদ্মা-বতী দোঁহে কান্দে উভরায়। লোটায়ে পড়িল কর্ণ ব্রাহ্মণের পায় ॥ ধন্য২ কর্ণ তুমি বলেন ভগবান্। বৈকুণ্ঠনিবাসী হরি হইল অন্তর্দ্ধান ॥ এই কথা যেই জন করয়ে শ্রবণ। রোগ শোক দূরে যায় বিপদ খণ্ডন ॥ কবিচন্দ্র কহিলেন পালা হৈল সায়। ধন পুত্র লক্ষ্মী হয় যে জন গাওয়ায় ॥

কলঙ্কভঞ্জন।

রাজা বলে কহ কহ অপূর্ব্ব কথন। কহ২ কৃষ্ণকথা করিব শ্রবণ ॥ শুকদেব বচনে রাজা পরীক্ষিত বলে। কি কর্ম্ম করিল কৃষ্ণ যশোদার কোলে ॥ এক দিন নন্দরাণী গোবিন্দে লইয়া। লক্ষ লক্ষ চুম্ব দেন কোলে বসাইয়া ॥ মরিরে যাদবরায় মোর কথা রাখ। চাঁদমুখে একবার মা বলিয়া ডাক ॥ এত বলি খা-ইতে দিল ক্ষীর সর ননী। রাখরে মায়ের বাক্য বাছা যাদু-মণি ॥ এত বলি নন্দরাণী গৃহকর্ম্মে গেল। বলরাম সঙ্গে বসি খেলিতে লাগিল ॥ হেথা সব গোপীগণ একত্র হইয়া। করেন পরম যুক্তি বিরলে বসিয়া ॥ রাধা বলে ললিতা গো শুন মন দিয়া। শ্রীনন্দনন্দন কৃষ্ণে দেখে আসি গিয়া ॥ বৃন্দাবলী বলে কেন যাব তার ঘরে। বড় আব্দারের ছেলে নানা মায়া করে। কোন রঙ্গ করে সেই নির্দ্দয় না জানি। সবাকার বস্ত্র ধরে করে টানাটানি ॥ রাধা বলে এই আমি করি আগুসার। বস্ত্র ধরিবেক তার এত অহঙ্কার ॥ যদি সে ধামালি করে আইসে মোর স্থানে। দমন করিব তার মাতা বিদ্যমানে ॥ এত বলি যান রাধা অহঙ্কারে ভরি। অন্তরে জানিলা তাহা মুকুন্দমুরারি গোবিন্দের স্থানে যেবা করে অহঙ্কার। সেই ক্ষণে দর্পচূর্ণ করেন তাহার ॥ রাধা হৈতে প্রিয়া তাঁর নাহি ত্রিভুবনে। অহঙ্কার চূর্ণ হয় কবিচন্দ্র ভণে ॥

ভজ গোবিন্দ ভজ গোবিন্দ গোবিন্দ গোপাল। অধম তারণকর্ত্তা মদনগোপাল ॥ এইরূপে যান রাধা অহঙ্কার করি। মনে মনে হাসিলেন তখন শ্রীহরি ॥ বাহির দুয়ারে গোপী উত্তরিল গিয়া। অঙ্গিনায় নন্দসুতে দেখিল চাহিয়া ॥ হাসিয়া হাসিয়া কৃষ্ণ গোপীর কাছে গেল। অমনি বসন ধরি টানিতে লাগিল ॥ ছাড় ছাড় বলি গোপী অমনি পিছায়। দৃঢ় করি ধরে বস্ত্র ছাড়ান না যায় ॥ ফাঁফরে পড়িয়া গোপী ছাড়াতে না পারে। যশোদা যশোদা বলি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে ॥ কি কর কি কর রাণি নিশ্চিন্ত বসিয়া। তোমার ছাওয়ালের রঙ্গ

দেখসা আসিয়া ॥ এত শুনি নন্দরাণী ধাইয়া আইল। পুত্রের চরিত্র দেখি হাসিতে লাগিল ॥ কেমরে অবোধ ছেলে বলিরে তোমারে। আসিয়াছে যত গোপী তোমায় দেখিবারে ॥ ছাড়রে গোপীর বস্ত্র মরি বালাই লয়ে। গৃহকর্ম সব মোর গেলরে বহিয়ে ॥ অনেক যতনে রাণী ছাড়াইতে নারে। মাথায় হাত দিয়া বৈসে ভূমির উপরে ॥ মায়েরে কাতর দেখি প্রভু নারায়ণ। কপট করিয়া হরি যুড়িলেন ক্রন্দন ॥ কান্দিতে কান্দিতে কহে জননী গোচরে। এত বড় বুকের পাটা গেঁড়ু চুরি করে ॥ কপট করিয়া বলে আঁখি ছলছল। গড় করি পায়ে পড়ি গেঁড়ু দিতে বল ॥ যশোদা বলেন বাছা না কর ধামালি। আমি নাই দেই গেঁড়ু গেঁড়ু কোথা পেলি ॥ কৃষ্ণ বলে আগো মাতা বলি তব ঠাঁই। দিয়াছেন স্বর্ণ গেঁড়ু দাদা যে বলাই ॥ সেই গেঁড়ু লয়ে আমি অঙ্গিনায় খেলাই। কবিচন্দ্র বলে প্রভু বলিহারি যাই ॥

একি জ্বালার উপর জ্বালা সাঁজের বেলা।
জলকে যেতে আঁচল ধরে কালা ॥

বসন ধরিয়া টানে ছাড়াতে না পারে। এ বড় বিষম গোপী কাতর অন্তরে ॥ বিপাকে পড়িয়া গোপী না দেখে উপায়। ছেড়ে দেহ ওহে কৃষ্ণ বলি হে তোমায় ॥ যশোদা বলেন গোপী নিবেদন লহ। গৃহকর্ম গেল বহি গেঁড়ু ফেলি দেহ ॥ গোপী বলে নন্দরাণী তোরে নিবেদই। করি গো তোমার দিব্য গেঁড় নাহি লই ॥ এত বলি বস্ত্র ঝাড়ি পরিল বসন। বিবস্ত্রা হইল গোপী হাসে নারায়ণ ॥ যশোদা বলেন বাছা শুনরে কানাই। বিবস্ত্রা হইল গোপী গেঁড়ু লয় নাই ॥ কৃষ্ণ বলে আগো মাতা বলি গো তোমারে। রেখেছে সোণার গেঁড়ু কাঁচলি ভিতরে এত শুনি গোপিকার কাঁপিয়া গেল দেহ। কোথা আছে সোণার গেঁড়ু বাহির করে লহ ॥ এত শুনি গোবিন্দ মায়ের পানে চায়। জননী দিলেন আজ্ঞা আঁখিঠারে তায় ॥ পাইয়া মায়ের আজ্ঞা শ্রীনন্দেরনন্দন। অমনি কাঁচলি তখন ধরে নারায়ণ ॥ কাঁচলি ধরিয়া কৃষ্ণ টানিতে লাগিল। কাঁচলি হইতে গেঁড়ু ভূমিতে পড়িল ॥ ভূমিতে পড়িয়া গেঁড়ু গড়াগড়ি যায়। অমনি লইয়া কৃষ্ণ মায়েরে দেখায় ॥ কাঁকরে প-

ড়িয়া গোপী করিল গমন। ভাগবত পুরাণ যে কবিচন্দ্র কয়॥

রাজা বলে কহ মুনি অপূর্ব্ব কথন। কহ তবে কি কর্ম্ম করিল নারায়ণ॥ দেখিতে লাগিল কৃষ্ণ আঙ্গিনায় বসিয়া। যথা নন্দ ইষ্ট পূজে এক মন হৈয়া॥ ভকতবৎসল কৃষ্ণ নানা মায়া জানে হামাগুড়ি দিয়া যান পিতার সদনে॥ সিংহাসন হৈতে হরি ভূমিতে পড়িল। আপনি গোবিন্দ সিংহাসনেতে বসিল সিংহাসনে বসিলেন প্রভু জনার্দ্দন। ধ্যানভঙ্গ হৈল নন্দ মেলিল নয়ন॥ সিংহাসনে বসি কৃষ্ণ ইষ্ট ফেলে দিল। যশোদা যশোদা বলি ডাকিতে লাগিল॥ হেদে রে যশোদা হেথা দেখনা চাহিয়া। সর্ব্বনাশ হৈল আর কি কর বসিয়া॥ এত শুনি নন্দরাণী ধাইয়া আইল। কৃষ্ণের চরিত্র দেখি হাসিতে লাগিল॥ নন্দ বলে মোর ধর্ম্ম গেল এত দিনে। ইষ্টদেব ভূমে পড়ে পুত্র সিংহাসনে॥ দেবতা সহিত বাদ করিতে লাগিল। হারাইলাম পুত্র আজি বিপদ ঘটিল॥ রাণী বলে ওহে নন্দ নিবেদি তোমারে। দেখ পুত্র সিংহাসনে কেমন শোভা করে নন্দ বলে এত দিনে গেলি রে অভাগি। দেবতা সহিত বাদ পুত্র অনুরাগী॥ নন্দরাণী বলে পূজ ইষ্ট দামোদরে। করহ পুত্রের পূজা আনন্দ অন্তরে॥ এত শুনি নন্দ ক্রোধে কাঁপে কলেবর। দেবতা হেলন করি পুত্রসেবা কর॥ ক্রোধ করি নিল মালা হাতেতে করিয়া। অমনি দিলেন কৃষ্ণ গলেতে তুলিয়া॥ মাতা পিতার পূজা পাইয়া প্রভু নারায়ণ। আচম্বিতে চতুর্ভুজ হইল তখন॥ শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম বনমালাধারী পরিধান পীতাম্বর রূপের মাধুরী॥ যশোমতি নন্দ দোঁহে পড়ে পদতলে। ভকত বৎসল কৃষ্ণ ভক্ত নিল কোলে॥ পুনর্ব্বার দামোদর সিংহাসনোপরে। কপট বালক হরি গেলেন বাহিরে॥ কতক্ষণে দুই জন পাইল চেতন। স্বপনের প্রায় তখন দেখিল দুজন॥ পুত্রভাব করি তখন তুলি নিল কোলে। কবিচন্দ্র বলে প্রভু রাখ পদতলে॥

রাজা বলে কহ২ অপূর্ব্ব কথন। তার পর কি করিল প্রভু নারায়ণ॥ সেই উপাখ্যান কহ করিয়া স্মরণ। শুনিলে বাড়য়ে সুখ পাপ বিমোচন॥ তবে নন্দরাণী কৃষ্ণে কোলে করি নিল। আহা মরি বলি রাণী বদন চুম্বিল॥ রাণী বলে বাছাধন শুনরে

বচন। গৃহে থাক কারো রাণী না কর গমন॥ কোলে করি বসি রাণী আনন্দ অন্তরে। কপটেতে নিদ্রা যান জননীর কোলে॥ হিন্দোলা উপরে রাণী করান শয়ন। জল আনিবারে তবে করেন গমন॥ কক্ষে কুম্ভ করি যান যমুনাসলিলে। নিদ্রাভঙ্গ হৈল কৃষ্ণ উঠে কুতূহলে॥ অমনি চলিল কৃষ্ণ গোপীর মন্দিরে। কৃষ্ণকে পাইয়া গোপী হরিষ অন্তরে॥ চৌদিকে বেড়িয়া গোপী দেয় করতালি। তাল-নাচে২ প্রভু বনমালী॥ এই রূপে গোপী সব গোবিন্দে নাচায়। শোকার্ত্ত সংগীত রস কবিচন্দ্র গায়॥

চৈতন্যের সঙ্গ পাইয়া কহে নিত্যানন্দ। যাকে ভাব বাপকে পাবে ঘুচিবে মনের দ্বন্দ্ব॥ প্রাণের উপর জলের মরাই কাছিম সাপে ধরে। সাপের মাথার হংসের ডিম্ব তাহে হরিণ চরে॥ ডিমের ভিতর চৌদ্দ ভুবন ডিমের রাজার তায়। সাপের মুখে ফুল ফুটেছে কর্ত্তা বসে তায়॥ সাধ করে ঘরের দ্বার করেছেন নটা। ঘরের ভিতর ভূতের বাসা গালিম আছে ছটা॥ ভূতের মুখে ফুলবাগিচে পাড়া২ মেয়ে। জলের ভিতর আগুণ দিয়া বাউল দেখে চেয়ে॥ খেপার কথায় হাতী পড়ে মাকড়সার ফান্দে। তা দেখি চৈতন্য হাসে নিত্যানন্দ কান্দে॥ বোবা কব কালা হাসে কাণা দেখে রঙ্গ। দাস নিত্যানন্দ বলে পেয়ে সাধুসঙ্গ॥

এইরূপে গোপী সব গোবিন্দে নাচায়। হেনকালে নন্দরাণী জল লয়ে যায়॥ কলরব শুনি রাণী গোপীর ভবনে। দেখে পুত্র নাচাইছে যত গোপীগণে॥ যশোদা বলেন গোপী এ কোন ধামালি। নিদ্রাভঙ্গ করি কৃষ্ণে কেমনে আনিলি॥ যতনে শোয়ায়েছিলাম হিন্দোলা উপরে। কেমনে আনিলি কৃষ্ণে কহ না আমারে॥ রাজরাণী বলে তুমি নাহি কর ত্বরা। প্রাতঃকাল হৈতে কৃষ্ণে আনিয়াছি মোরা॥ এত শুনি নন্দরাণী করিল গমন। দেখে পুত্র সেই মত করেছে শয়ন॥ বিস্ময় হইয়া রাণী রাখিল কলসী। পুনর্ব্বার গোপীর বাড়ী যায় হাসি হাসি॥ সেইরূপে গোপী সব কৃষ্ণকে নাচায়। কোথা পাইলি হেন পুত্র গোপীকে সুধায়॥ একবার দেহ মোরে ঘরে লয়ে যাই। বড় সাধ আছে মনে ঘরেতে দসাই॥ এত বলি নন্দরাণী কৃষ্ণে

লয়ে গেল। হিন্দোলা উপরে কৃষ্ণে দেখিতে না পাইল॥ বিস্ময় হইয়া রাণী ভাবে মনেমন। ভাগবত কথা দ্বিজ কবিচন্দ্র কন॥

রাজা বলে কহ২ অপূর্ব্ব কথন। তার পর কি করিল প্রভু নারায়ণ॥ তবে যশোমতি রাণী গৃহকর্ম্মে যায়। হেনকালে মনে২ ভাবে যদুরায়॥ দেখিল যে গৃহকর্ম্মে রাণী হৈল রত। রাধিকার বাড়ী যান হইয়া উন্মত্ত॥ আস্তেব্যস্তে প্রবেশিল রাধিকা মন্দিরে। দেখিল যে রাধা শুয়ে পালঙ্ক উপরে॥ রসিক নাগর প্রেমে মগ্ন হয়ে সুখে। রাধিকার পার্শ্বে গিয়া বৈসেন কৌতুকে॥ কাজলে মিশায় যেন নব গোরোচনা। নীলমনি মাঝে যেন পশিল কাঁচাসোণা॥ কুবলয় মাঝে যেন চম্পকের দাম। কালো মেঘ মাঝেতে বিজুলি অনুপম॥ পালঙ্ক উপরে কৃষ্ণ রাধিকার কোলে। কালিন্দীর জলে যেন শশধর দোলে॥ বেণী চূড়া হেরি ফিরাফিরি করি বাহু। শরদপূর্ণিমা চাঁদে গরাসিল রাহু॥ দোঁহার গলেতে দোলে পদ্মের মৃণাল। মদনে২ যুদ্ধ হাসয়ে গোপাল॥ কমল উপরে অলি খঞ্জনী খঞ্জন। মুখপদ্ম উপরে চুম্বন ঘনেঘন॥ আবেশে অবশ হয়ে দোঁহে নিদ্রা যায়। জটিলা দেখিয়া আসি করে হায়২॥ ডাক দিয়া চায়ে দেখে আয়ানের মাতা। শুন দেখি আলো রাই এ কেমন কথা লজ্জা ভয় পেয়ে মনে রহে দুই জনে। আয়ান ঘোষের মাতা ভাবে মনে মনে॥ কবিচন্দ্র বলে বুড়ী লজ্জা না করিলি। কালা কুলে কালি দিল কিছু না বলিলি॥

পথপানে নাহি চায়, ধাইয়া যায় জটিলা, কোন লাজে এ বোল বলিব॥ যে হউক সে হউক মোরে, যাইব তাহার ঘরে, জটে ধরে তাহারে আনিব॥ অনেক দিবস হৈতে, আইসে যায় রেতে রেতে, মনে করি বলিতে না পারি। কদম্ব তলাতে বসি, বাজায় মোহন বাঁশী, তাহা দেখে দেখে জ্বলে মরি॥ তাহার মায়ের কথা, কহিতে লাগয়ে ব্যথা, সারা দিন কোলে করি থাকে। কবিচন্দ্র বলে বুড়ী, ভূমে দেহ গড়াগড়ি, প্রাণত্যাগ কর এই শোকে॥

জটিলা বলেন আমি কেমনে কহিব। কল্পনা করিয়া আমি তাহারে আনিব॥ এত বলি জটিলা গেলেন তার পাশে। হরিষে বিষাদ হয়ে যশোমতি হাসে॥ বিড়ালের কোলে শুয়ে

আছয়ে মূষিকে। বড়ই অপূর্ব্ব কথা ঝাট আইস দেখে॥ ইহা শুনি যশোমতি অতি বেগে ধায়। জটিলা হরিষ হৈয়া পাছু২ যায়॥ যশোদা জটিলা দোঁহে গেল সেই দ্বারে। যশোদারে জটিলা কহেন এই ঘরে॥ রাধিকারে মূষিক করিলা যদুরায়। যাদৃশী ভাবনা যার সেই মত পায়॥ যার গৃহে ভগবান বাঞ্ছা-কল্পতরু। বিড়ালের মূর্ত্তি ধরে অখিলের গুরু॥ যশোদা বদন হেরি বৃন্দাবলী হাসে। কপাট ঘুচাইয়া ঘরে আসিয়া প্রবেশে মার্জ্জার মূষিক দেখে নন্দের বনিতা। দেখিয়া বিস্ময় হৈল আয়ানের মাতা॥ মার্জ্জারের রূপ কৃষ্ণ বাহির হইল। মূষিক হইয়া রাধা পরলে বসিল॥ যশোমতি ঘরে গেল আনন্দিত মন। কোথা গিয়াছিলা মাতা কহে ন্যারায়ণ॥ রাণী বলে গিয়া-ছিলাম জটিলার ঘরে। মূষিকের কোলে শুয়েদেখিনু মার্জ্জারে কৃষ্ণ বলেন কি বলিলে আমি দেখি নাই। কালি সঙ্গে লয়ে যাবে বলেন কানাই॥ যশোদা বলেন বাছা কি এমন হবে। কৃষ্ণ বলেন নিত্য২ এমন হইবে॥ মনে মনে হাসে কৃষ্ণ মদন-মোহন। অতঃপর শুন রাধার কলঙ্ক ভঞ্জন॥ রাধার মঙ্গল গীত কবিচন্দ্রে গায়। হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায়॥

রাধার মঙ্গলগীত করহ শ্রবণ। রাধার কলঙ্ক কৃষ্ণ করিল ভঞ্জন॥ বৃষভানুসুতা কৃষ্ণে বলিল মন্দিরে। কেহ পাছে জানে বলে কান্দে ধীরে২॥ কান্দিতে কান্দিতে বলে যা করিলে শ্যাম। তোমার লাগিয়া হৈল কলঙ্কিনী নাম॥ কলঙ্কিনী নাম হৈল তাহে নাহি ভয়। হেন অপযশ যেন যুগে২ রয়॥ তো-মার কলঙ্ক মোর অঙ্গের ভূষণ। পুণ্য বহুকাল করেছিলাম তখন এক দিন নষ্টচন্দ্র উদয় হইল। অধোমুখ হয়ে সবে বসিয়া রহিল॥ যার ঘরে যত তার ঘরে শব্দ নাই। এক বৃদ্ধা চতুরা আইল মোর ঠাঁই॥ সে কহিল রাধা তুমি নিজ ঘরে যাও। মোর কিরা লাগে যদি চাঁদ পানে চাও॥ আজি চন্দ্র দেখিলে হইবে অপরাধ। কলঙ্ক হইবে বড় হইবে প্রমাদ॥ এত বলি সেই বুড়ী গেল নিজ ঘরে। আমি আসি জল লইয়া হরিষ অন্তরে॥ শশধর পানে চেয়ে বলিলাম আমি। শ্যাম কলঙ্কিনী হব বর দেহ তুমি॥ সেই হৈতে পাইয়াছি তোমা হেন ধন। কিন্তু ননদীর কথা তুষের আগুণ॥ এতেক বলিয়া রাধা হৈল

অচেতন। রাধার দুঃখেতে দুঃখী নহে কোন জন॥ কবিচন্দ্র বলে রাধার আর কেহ নাই। রাধারে রাখিতে কেবল ঠাকুর কানাই॥

এইরূপে রাধিকা কান্দেন গুপ্তবেশে। হেথা কৃষ্ণ যাই বসে যশোদার পাশে॥ কোলে বসে দুগ্ধ খান স্তনে চুম দিয়া। অমনি পড়িল ভূমে মূর্চ্ছিত হইয়া॥ চক্ষে ধারা বহে কৃষ্ণ লোটায় ভূতলে। কেন বাছাধন বলে রাণী কৈল কোলে॥ মায়ের পানে চান হরি স্থির আঁখি করি। কিবা কর গলা ধর এই আমি মরি॥ মরি মরি শব্দ বাছা কেনরে করিলি। কিবা দোষে বাছাধন আমারে ছাড়িলি॥ কোথা কৃষ্ণ ছেড়ে গেল করে উত্তরোল। ব্রজপুরী মধ্যেতে হইল পূর্ণগোল॥ গোপী সব গুপ্তে কয় কৃষ্ণ যে মরিল। ললিতা বলেন যশোদার প্রাণ গেল॥ অনঙ্গমঞ্জরী শুনে রাধিকার ভগ্নী। ললিতা বিশাখা রাধায় বলিছেন বাণী॥ মুখে নাহি সরে বাণী করে হায় হায়। বলিবার কথা নয় মুখে না জুয়ায়॥ শুন বিনোদিনী রাই দেখি গিয়া চল২ সবে মিলি আমরা তথায় যাই চল॥ কি হৈল কি হৈল বলি গোপীগণ চলে। মূর্চ্ছাগত দেখে কৃষ্ণ যশোদার কোলে॥ যত ব্রজাঙ্গনা সব আইলেন ধেয়ে। কান্দিতে লাগিল সবে কৃষ্ণ পানে চেয়ে॥ জটিলা আইল তার কন্যা সঙ্গে করি। ভাল মন্দ কিছু হউক বেঁচে থাকুক হরি॥ জটিলার কন্যা বলে মোর ভাল হৈল। তোর মোর ভাল হৈল রাধার প্রাণ গেল॥ তুমি আমি কি করিব বিধাতার লিখন। তোমাদের মরণ নাই কবিচন্দ্র কন॥

গোপী সব মুখ চেয়ে, রাণী কান্দে ফুকরিয়ে, বলে দেখ গোপালের মুখ। মরণের চিহ্ন নয়, কপালেতে কিবা হয়, মুখ দেখে ফেটে যায় বুক॥ সব গোপী আইস হেথা, বাছাধনে কহাও কথা, একবার মা বলিতে বল। আর দিন কতবার, ননী মাগো বার২, আজি বিধি নৈরাশ করিল॥ শ্রীনন্দের শব্দ শুনি, উঠ বাছা নীলমণি, বাধা নিতে ডাকে তোর বাপ। মায়ের কথাটী রাখ, আঁখি মেলি চেয়ে দেখ, না চাহিলে জলে দিব ঝাঁপ॥ আর না যাইবে গোঠে, কালিন্দী যমুনাতটে, বংশীবট কদম্বের তলে। সন্ধ্যার সময় কানু, আর না পুরিবে বেণু, গো-

ঠের বেশে না আসিবে আর ॥ শ্রীদাম সুদাম বলে, এখন মা-য়ের কোলে,চেয়ে দেখ কত হৈল বেলা। বাথানে রহিল গাই, আইস ভাই কানাই, বনের মাঝে করি গিয়া খেলা ॥ শ্রীদাম কাতর বাণী, শুনিলেন চক্রপাণি, ভক্তদুঃখ অন্তরে জানিল। কবিচন্দ্র বলে সার,কৃষ্ণ গতি সবাকার, পূর্ণভাবে হরি২ বল ॥

যশোমতি ভূমে পড়ি কান্দে উচ্চৈঃস্বরে। একবার বাছাধন দেখা দেহ মোরে ॥ যদি নাহি দেখা দিবে মরে যাব আমি অভাগী মায়ের বধভাগী হবে তুমি ॥ শ্রীদাম সুদাম ডাকে গরু চরাইতে। আর না সঁপিয়া দিব বলরামের হাতে॥ ইহা শুনি বলরাম আছাড় খেয়ে পড়ে। রামরম্ভা পড়ে যেন বৈশাখের ঝড়ে ॥ জটিলার ভয়ে রাধা কান্দিতে না পারে। মুখে বাক্য নাহি সরে পরাণ বিদরে॥ রাধা বলে কলঙ্ক লাগিয়া ডরাইনু এ কুল ও কুল আমি দুকুল হারানু ॥ কলঙ্কিনী নাম হবে তাহে না ডরাই। এই দুঃখ বড় মনে ছাড়িল কানাই ॥ প্রাণনাথ ছেড়ে গেল গলে পদ দিয়া। কৃষ্ণ সঙ্গে যায় প্রাণ পাছু গোড়াইয়া ॥ কৃষ্ণমুখ চেয়ে রাধা করয়ে রোদন। রাধার ক্রন্দ-নেতে কাতর নারায়ণ ॥ অবতার শিরোমণি প্রভু গুণধাম। চিকিৎসক মূর্ত্তি হইলেন অনুপম॥ এক মূর্ত্তি যশোদার কোলে বসে থাকে। আর এক মূর্ত্তি হয়ে যশোদাকে ডাকে ॥ কহ২ যশোমতি কিসের ক্রন্দন। তব পুত্র মোর মৈত্র আছয়ে কে-মন ॥ রাণী বলে কোথা থাক চিনিতে না পারি। বৈদ্য বলেচিন নাই নাম মোর হরি ॥ পীড়া শুনি আইলাম তোমার মন্দিরে। চিন্তা নাই তব পুত্র ভাল লাগে মোরে ॥ ইহা শুনি যশোদা আসন দিল আনি। বৈদ্যবেশে আসনে বসিল চক্রপাণি ॥ আসনে বসিয়া বলে তব পুত্র আন। রাধিকারে কোলে দেহ মোর বাক্য শুন ॥ যশোমতি কৃষ্ণে দিল রাধিকার কোলে। রাধা কোলে কৃষ্ণচন্দ্র কবিচন্দ্র বলে ॥

যশোমতি বলে বৈদ্য বল কিবা চাই। কি ঔষধ দিলে মোর বাচিবে কানাই ॥ বৈদ্য বলে ব্যাধি বড় জানিনু অন্তরে। নূতন কলসী এক আনি দেহ মোরে ॥ যশোমতি কলসী আ-নিয়া বৈদ্যে দিল। সহস্রেক ছিদ্র সেই কলসীতে কৈল ॥বৈদ্য বলে যশোমতি মম বাক্য শুন। পতিব্রতা নারী এক শীঘ্র ডাকি

শ্রীরাধার কলঙ্ক ভঞ্জন।

আন ॥ যশোদা মিনতি করি সবাকারে বলে। পায়ে পড়ি জল আনি বাঁচাও গোপালে ॥ সবে বলে পতিব্রতা দুইজন আছে জটিলা কুটিলা গেলে তব পুত্র বাঁচে ॥ জটিলার পায়ে ধরি বলে নন্দরাণী। তুমি যদি জল আন বাঁচে নিলমণি ॥ জটিলার দয়া হৈল কন্যা পাঠাইল। কুটিলা কলসী লয়ে মুচকি হাসিল ॥ এত লোক থাকিতে আমারে সবে বলে। আমার সমান সতী নাহি ভূমণ্ডলে ॥ সর্ব্ব জনে নিন্দা করি যমুনাতে গেল। অহ-ঙ্কারে পূর্ণ হয়ে কুম্ভ ডুবাইল ॥ কক্ষেতে করিয়া কুম্ভ অতি বেগে চলে। এক পদ না বাড়াতে জল পড়ে জলে ॥ পথে যায় ভেবে২ কি হৈল কি হৈল। অজ্ঞান সময়ে মোর দোষ বুঝি ছিল ॥ কলসী লইয়া যশোদার ঠাঁই দিল। জলশূন্য দেখি কুম্ভ ভাবিতা হইল ॥ কেহ বলে ও মাগীকে ভাল জান ছিল। কেহ বলে দূর কর এথা কেন আইল ॥ কেহ বলে সর্ব্বজন মোর বাক্য ধর। মিছা অসতীরে বলে মুখ নষ্ট কর ॥ এত শুনি জটিলা কলসী লয়ে যায়। হরিষে বিষাদ হয়ে কলসী ডুবায় ॥ আমি সতী বলি বুড়ি কলসীটী তোলে। বসন ভি-জিয়া যায় কলসীর জলে ॥ শূন্যকুম্ভ আনি দিল বৈদ্য দেয় গালি কলসীটী নয় এই কলঙ্কের ডালি ॥ অহঙ্কার চূর্ণ হৈল বাক্য নাহি সরে। যশোমতি বলে যাই জল আনিবারে ॥ এত শুনি বৈদ্যরাজের মনে হৈল ভয়। জননী আনিলে জল ঔষধ না হয় আর যত গোপীরে বলেন যশোমতি। সেই গোপী জলে যায় হয়ে হৃষ্টমতি ॥ কলসী লইয়া দিল যশোদার ঠাঁই। তা দে-খিয়া আর গোপী কেহ উঠে নাই ॥ একে২ কলসী লইয়া সবে যায়। আনিতে না পারে জল কৃষ্ণের মায়ায় ॥ যশোমতি বলে তবে উপায় কি করি। একে২ জলে গেল যত ব্রজনারী যত জন জলে যায় জল না আইসে। সতী হয়ে অসতী হইল কর্ম্মদোষে ॥ বৈদ্য বলে ছিছি ব্রজপুরে সব নষ্টা। যে মাগী প্রথমে গেল সেই মাগী ভ্রষ্টা ॥ এত বলি যশোমতি ভাবিতা হইল। কবিচন্দ্র বলে রাধায় জলে যাইতে হৈল ॥

বৈদ্য বলে যশোমতি আছে এক জন। যে জনার কোলে শুয়ে তোমার নন্দন ॥ সবে বলে কৃষ্ণ লয়ে বৈস যশোমতি। বৈদ্যের অপূর্ব্ব দৃষ্টে চলিলেন সতী ॥ এক জন বলে বৈদ্য-

ক্রোধ কর নাই। ও রাণী যেমন সতী শুন সবার ঠাঁই ॥ আর জন বলেন যাউক দেখি রাই। অক্ষণের কথা কিছু বলা যায় নাই ॥ যশোদা বলেন রাধা মোরে কৃষ্ণ দিয়া। জল আনিবারে যাও কলসী লইয়া ॥ যশোদারে দিয়া কৃষ্ণ রাধা যান জলে। চৌত্রিশ অক্ষরে স্তব করেন গোপালে ॥ কলসী লইয়া কক্ষে কান্দে কুলবতী। কালাচাঁদ জানেন যে আমি যত সতী ॥ খল জন হাসে কৃষ্ণ খলখল করি। কৃপাদৃষ্টি করিলে তরিব ভববারি ॥ গোবিন্দ গোপাল গোপীনাথ গদাধর। ঘন ডাকি ঘনশ্যাম মোরে দয়া কর ॥ উদাস আমার মন জল আনিবারে আমি কলঙ্কিনী বলি জানয়ে সংসারে ॥ চলিয়া যাইতে নারি না চলে চরণ। ছিছি যদি লোকে বলে ত্যজিব জীবন ॥ বারি আনিবারে যাই যমুনার তীরে। ঝরং দুনয়ন বহিয়া যায় নীরে এমন সময় আসি রাখ হে কানাই। টলং করে অঙ্গ পদ চলে নাই ॥ ঠক মোর ননদিনী তুমি কর পার। ডাকি আমি প্রাণ-নাথ ভরসা তোমার ॥ ঢেউ দিয়া কলসী পূরি কক্ষেতে করিল আনন্দে চলিল রাধা জল না পড়িল ॥ অতঃপর তীর ছাড়ি ত্বরিত চলিল। থম করি একবারে কলসী রাখিল ॥ দেখিল দক্ষিণ হাতে জল লয়ে দিল। ধরার উপরে লয়ে কলসী রাখিল নমস্কার করি বৈদ্য রাধিকার পায়। পদে ধরি পদ রেণু নিলেন মাথায় ॥ পুনঃ পুনঃ বৈদ্য তাঁরে করেন প্রণতি। বড় ভাগ্য গোকুলে আছহ তুমি সতী ॥ ভাবয়ে সকল লোক করে কানাকানি। মিছামিছি রাধিকারে বলে কলঙ্কিনী ॥ জল লয়ে বৈদ্যরাজ কৃষ্ণ শিরে দিল। রসিকনাগর তাহে চমকি উঠিল ॥ নবনী আনিয়া রাণী কৃষ্ণমুখে দিল। অঞ্চলেতে রাণী চাঁদমুখ মুছাইল ॥ সব গোপী ঘরে যায় বাক্য নাহি মুখে। হরষিত হয়ে রাণী কৃষ্ণ কৈল বুকে ॥ ক্ষমা কর বৈদ্যরাজ যশোমতি বলে। বৈদ্য বলে রাধা হৈতে কৃষ্ণ তুমি পেলে ॥ রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম কররে সেবন। দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় ব্যাসের লিখন ॥

যশোমতি বলে রাধা তুমি না আইলে। এতক্ষণে দুঃখিনীর কি হতো কপালে ॥ রাধা বলে যশোমতি আমার কি গুণ। বৈদ্য হৈতে তব পুত্র পাইল জীবন ॥ বৈদ্য বলে যশোমতি মোর বাক্য শুন। আজি নিজ গৃহে আমি করিব গমন ॥

রাধার হস্তের অন্ন খাইবে কানাই। বলবান হইবেক বাড়িবে পরমাই॥ এত শুনি যশোদা রাধাকে গেল লয়ে। আপনি যশোদা দেন প্রস্তুত করিয়ে॥ রাধিকারে যশোদা বলিলেন তখন। ভালমতে প্রস্তুত কর অন্ন ব্যঞ্জন॥ আপনি শ্রীমতী রাধা করেন রন্ধন। কিবা লেখা দিব তার না যায় কথন॥ লুচি মালপোয়া তোলে ঘৃতেতে ছাঁকিয়া। বার্ত্তাকু ভাজেন তাহে তিলবড়ি দিয়া॥ চোঁয়া২ করি ভাজে উচ্ছে এক হাঁড়ি কাঁচকলা গোল আলু ভাজে কুলবড়ি॥ অরহরের ডাল আর মুগের সাউলি। সুপঘণ্ট মোচাঘণ্ট কদলীর আলি॥ কুষ্মাণ্ডের অম্বল তায় দেয় খুব চিনি। নারিকেলের পূর ভাজে রাধা ঠাকুরাণী॥ লাউঘণ্ট করেন তাহে ছোলা বরবটী। সুক্তানির ঝোল রান্ধে অতি পরিপাটী॥ আলুপিষ্টকেতে তিনি অতি বিচক্ষণ। শাক হৈতে রান্ধিলেন পঞ্চাশ ব্যঞ্জন॥ স্বর্ণথালে অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিল। দুই জনে আসি স্বর্ণ পীঠেতে বসিল॥ কৃষ্ণসঙ্গে বৈদ্যরাজ করিল ভোজন। তাহা দেখি যশোদার হরষিত মন॥ ভোজন করিয়া কৃষ্ণ কৈল আচমন। কর্পূর তাম্বল দিল মুখের শোধন॥ বৈদ্য বলে যশোমতি তব আজ্ঞা পাই। আশীর্ব্বাদ কর তবে ঘরে চলে যাই॥ যশোমতি বলে বৈদ্য কৈলে উপকার। কোন দ্রব্য দিয়া তব করি পুরস্কার॥ বৈদ্য বলে যশোমতি এ কেমন বল। তুমিহ আমার মাতা আমিও ছাওয়াল॥ এত বলি বৈদ্যরাজ করিল গমন। বাহির দুয়ারে গিয়া হৈল অন্তর্দ্ধান॥ রাধিকা বিদায় হৈল যশোদার ঠাঁই। রাধিকার সঙ্গে তবে চলিল কানাই॥ রাধিকারে কন কৃষ্ণ ঈষৎ হাসিয়া। এমত হইল মোর তোমার লাগিয়া॥ কলঙ্কিনী বলিয়া তোমারে দেয় গালি। সবার মাথায় দিলাম কলঙ্কের ডালি॥ আমি বৈদ্যমূর্ত্তি হইলাম নারিলে চিনিতে। সহস্র ধারাতে তব কলঙ্ক ঘুচাতে॥ এত বলি রাধিকারে করিল বিদায়। আপন গৃহেতে কৃষ্ণ চলিল ত্বরায়॥ কৃষ্ণের বচনে রাধা করিল গমন। জননীর কাছে কৃষ্ণ বসিল তখন॥ দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় কৃষ্ণের কৃপায়। হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায়॥

কলঙ্কভঞ্জন সমাপ্ত।

চাণক্য পণ্ডিতের প্রতিমূর্ত্তি।
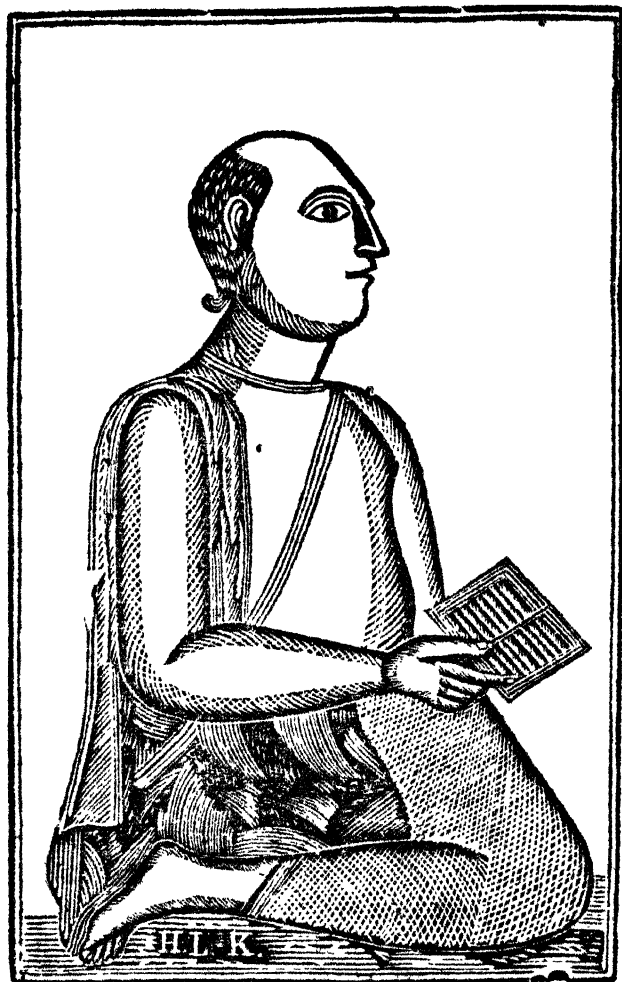
চাণক্যশ্লোকঃ।

আশৈশবং জননীবাণীপদারবিন্দমাসে-
বিতং তব তথা প্রণিপত্য যাচে।
চাণক্যপণ্ডিতবরাভিমতার্থসার্থভাব
প্রকাশনবিধৌ যথোপহাসঃ॥

নানাশাস্ত্রোদ্ধৃতং বক্ষ্যে রাজনীতিসমুচ্চয়ং।
সর্ব্ববীজমিদং শাস্ত্রং চাণক্যং সারসংগ্রহং॥

নানাবিধ শাস্ত্র হৈতে করিয়া উদ্ধার। রাজনীতি সমস্ত কহিব আমি সার॥ সকলের বীজ শাস্ত্র চাণক্য রচিত। শ্রীসারসংগ্রহ নামে জগতে বিদিত॥

মূলসূত্রং প্রবক্ষ্যামি চাণক্যেন যথোদিতং।
যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ মূর্খো ভবতি পণ্ডিতঃ॥

যে প্রকার কহিলেন চাণক্য পণ্ডিত। সেই মত মূলসূত্র কহিব নিশ্চিত॥ যাহা জ্ঞাত হবা মাত্র জ্ঞাত হয় নীত। মূর্খের মূর্খত্ব যায় সে হয় পণ্ডিত॥

বিদ্বত্বঞ্চ নৃপত্বঞ্চ নৈব তুল্যং কদাচন।
স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে॥ ১॥

বিদ্যাবান আর রাজা না হয় সমান। যে করে সমান জ্ঞান সে বড় অজ্ঞান॥ কেবল আপন দেশে রাজা পূজ্যবান॥ স্বদেশে বিদেশে বিদ্যাবানের সম্মান॥ ১॥

পণ্ডিতে চ গুণাঃ সর্ব্বে মূর্খে দোষা হি কেবলং।
তস্মান্মূর্খসহস্রেষু প্রাজ্ঞ একো বিশিষ্যতে॥ ২॥

পণ্ডিত জনেতে সর্ব্বগুণ বর্ত্তমান। মূর্খলোক কেবল অশেষ দোষ স্থান॥ যদ্যপি সহস্র মূর্খ থাকে এক স্থান। তথাপি না হয় এক পণ্ডিত সমান॥ ২॥

মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ।
আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি সঃ পণ্ডিত॥ ৩॥

পরস্ত্রীকে যাহার জননী সম জ্ঞান। পরধনে জ্ঞান করে লোষ্ট্রের সমান॥ সকল প্রাণীকে দেখে আপনার মত। সেই জন সুপণ্ডিত শাস্ত্রের সম্মত॥ ৩॥

কিং কুলেন বিশালেন গুণহীনস্তু যো নরঃ।
অকুলীনোঽপি শাস্ত্রজ্ঞো দৈবতৈরপি পূজ্যতে॥ ৪॥

কি করিবে কুলে তার বিদ্যা নাহি যার। বিদ্যাবান্ অকুলীন মান্য দেবতার॥ ৪॥

রূপযৌবনসম্পন্না বিশালকুলসম্ভবাঃ।
বিদ্যাহীনা ন শোভন্তে নির্গন্ধা ইব কিংশুকাঃ॥ ৫॥

যদি রূপবান যুবা অত্যন্ত কুলীন। তথাপি শোভিত নহে হৈলে বিদ্যাহীন॥ যেমন কিংশুক পুষ্প দেখিতে সুন্দর। গন্ধ বিনা কেবা তার করে সমাদর॥ ৫॥

নক্ষত্রভূষণং চন্দ্রো নারীণাং ভূষণং পতিঃ।
পৃথিবীভূষণং রাজা বিদ্যা সর্ব্বস্য ভূষণং॥ ৬॥

ভূষা করে নক্ষত্রগণেরে সুধাকর। রমণীর পতি মাত্র অতি শোভাকর॥ পৃথিবীর ভূষণ ভূপতি অতিশয়। সর্ব্বের ভূষণ বিদ্যা বিদ্যাবানে কয়॥ ৬॥

মাতা শত্রুঃ পিতা বৈরী যেন বালো ন পাঠিতঃ।
সভামধ্যে ন শোভন্তে হংসমধ্যে বকো যথা॥ ৭॥

মাতা হন শত্রুবৎ পিতা বৈরী প্রায়। যাহারা আপন পুত্রে বিদ্যা না শিখায়॥ মূর্খ পুত্র সভা মধ্যে শোভা নাহি পায়। যেমন বকের দশা হংসের সভায়॥ ৭॥

বরমেকো গুণিপুত্রো নচ মূর্খশতৈরপি।
একচন্দ্রস্তমোহন্তি নচ তারাগণৈরপি॥ ৮॥

গুণবান্ এক পুত্র সেহ আনন্দিত। মূর্খ শত পুত্রে কার্য্য না হয় কিঞ্চিৎ॥ একচন্দ্র জগতের অন্ধকার হরে। লক্ষ লক্ষ তারা দেখ কি করিতে পারে॥ ৮॥

লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ।
প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ॥ ৯॥

করিবেক পঞ্চবর্ষ পর্য্যন্ত লালন। নিজ পুত্রে দশবর্ষ পর্য্যন্ত

তাড়ন ॥ হইলে যোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম তার। পুত্রসহ করিবেক মিত্র ব্যবহার ॥ ৯ ॥

লালনে বহবোদোষাস্তাড়নে বহবোগুণাঃ।
তস্মাৎ পুত্রঞ্চ শিষ্যঞ্চ তাড়য়েন্নতু লালয়েৎ ॥ ১০ ॥

বহু দোষ জন্মে অতি করিলে লালন। বহু গুণ বর্ত্তে পুত্রে করিলে তাড়ন ॥ সেই হেতু পুত্র আর শিষ্য উভয়েরে। তাড়ন করিবে সদা লালন না করে ॥ ১০ ॥

একেনাপি স্ববৃক্ষেণ পুষ্পিতেন সুগন্ধিনা।
বাসিতং তদ্বনং সর্ব্বং সুপুত্রেণ কুলং যথা ॥ ১১ ॥

যে বনে স্ববৃক্ষ থাকে সুগন্ধি পুষ্পিত। সর্ব্ব বন করে তার গন্ধে আমোদিত ॥ বংশেতে সুপুত্র যদি জন্মে এক জন। সে বংশ উজ্জ্বল হয় তাহার কারণ ॥ ১১ ॥

একেনাপি কুবৃক্ষেণ কোটরস্থেন বহ্নিনা।
দহ্যতে তদ্বনং সর্ব্বং কুপুত্রেণ কুলং যথা ॥ ১২ ॥

কাননে নীরস বৃক্ষ জন্মে কুলক্ষণ। কোটরে লাগিয়া বহ্নি দহে সর্ব্ববন ॥ বংশেতে কুপুত্র যদি জন্মে কুলাঙ্গার। তার দোষে হয় সেই বংশের সংহার ॥ ১২ ॥

দূরতঃ শোভতে মূর্খো লম্বসাটপটাবৃতঃ।
তাবচ্চ শোভতে মূর্খো যাবৎ কিঞ্চিন্ন ভাষতে ॥১৩॥

দূর হৈতে শোভে মূর্খ বসনে ভূষিত। যাবৎ না কহে কথা সভায় কিঞ্চিৎ ॥ ১৩ ॥

বিষাদপ্যমৃতং গ্রাহ্যমমেধ্যাদপি কাঞ্চনং।
নীচাদপ্যুত্তমাং বিদ্যাং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি ॥ ১৪ ॥

বিষ হৈতে করিবেক অমৃত গ্রহণ। কুস্থান হইতে তুলে লইবে কাঞ্চন ॥ নীচ হৈতে ভাল বিদ্যা শিখিবে সুজন। দুষ্টকুল হৈতে লবে স্ত্রীরত্ন শোভন ॥ ১৪ ॥

উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে শত্রুবিগ্রহে।
রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি সবান্ধবঃ ॥ ১৫ ॥

রাজদ্বারে শ্মশানেতে সহায় যে হয়। দুর্ভিক্ষেতে আর

শত্রু যুদ্ধের সময় ॥ বিপদে বিপদ জ্ঞান উৎসবে উৎসব। যাহার সমান জ্ঞান সেই সে বান্ধব ॥ ১৫ ॥

পরোক্ষে কার্য্যহন্তারং প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদিনং।
বর্জ্জয়েত্তাদৃশং মিত্রং বিষকুম্ভং পয়োমুখং ॥ ১৬ ॥

অসাক্ষাতে কার্য্য নাশ করে যেই জন। সম্মুখেতে কহে প্রিয় মধুর বচন ॥ বিষে পরিপূর্ণ কুম্ভ মুখে মাত্র ক্ষীর। এমন দুর্জ্জন মিত্র ত্যজিবেক ধীর ॥ ১৬ ॥

সকৃদ্দুষ্টঞ্চ মিত্রং য পুনঃ সন্ধাতুমিচ্ছতি।
স মৃত্যুমুপগৃহ্লাতি গর্ভমশ্বতরী যথা ॥ ১৭ ॥

একবার যার সঙ্গে হয়েছে শত্রুতা। পুনঃ তার সঙ্গে করে যে জন মিত্রতা ॥ অপনার মৃত্যু সে আপনি করে হাতে। অশ্বতরী গর্ভ ধরে আপনা নাশিতে ॥ ১৭ ॥

ন বিশ্বসেদবিশ্বস্তং মিত্রঞ্চাপি ন বিশ্বসেৎ।
কদাচিৎ কুপিতো মিত্রঃ সর্ব্বদোষং প্রকাশয়েৎ॥১৮॥

অবিশ্বস্ত জনেরে বিশ্বাস না করিবে। মিত্রকে বিশ্বাস কথা কভু না কহিবে ॥ কি জানি কখন যদি মিত্র রুষ্ট হয়। গুপ্ত দোষ প্রকাশিয়া প্রমাদ ঘটায় ॥ ১৮ ॥

জানীয়াৎ প্রেষণে ভৃত্যান্ বান্ধবান্ ব্যসনাগমে।
মিত্রঞ্চাপদকালে চ ভার্য্যাঞ্চ বিভবক্ষয়ে ॥ ১৯ ॥

কর্ম্মকালে জানিবেক ভৃত্য ব্যবহার। বন্ধুর পরীক্ষা লবে দুঃখ কালে আর ॥ বিপদেতে জানিবেক মিত্রের মিত্রতা। ধনক্ষয়ে জানিবে ভার্য্যার আত্মীয়তা ॥ ১৯ ॥

উপকারগৃহীতেন শত্রুনা শত্রুমুদ্ধরেৎ।
পাদলগ্নকরস্থেন কণ্টকেনৈব কণ্টকং ॥ ২০ ॥

উপকারে বশ এক শত্রুকে করিবে। তাহার দ্বারায় অন্য শত্রুকে বধিবে ॥ যেমন কণ্টক এক করেতে ধরিয়া। পাদ-বিদ্ধ কণ্টকেরে তুলে তাহা দিয়া ॥ ২০ ॥

ন কশ্চিৎ কস্যচিন্মিত্রং ন কশ্চিৎ কস্যচিদ্রিপুঃ।
কারণেন হি জানাতি মিত্রাণি চ রিপুংস্তথা ॥ ২১ ॥

কোন জন নহে কোন জনের বান্ধব। কোন জন নহে

কোন জনের সাত্রব ॥ কর্ম্মেতে প্রকাশ হয় শাত্রব বান্ধব ॥ বিবেচনা করিয়া করহ অনুভব ॥ ২১ ॥

দুর্জ্জনঃ প্রিয়বাদী চ নৈব বিশ্বাসকারণং।
মধুতিষ্ঠতি জিহ্বাগ্রে হৃদয়ে তু হলাহলং ॥ ২২ ॥

দুর্জ্জন যদ্যপি কহে মধুর বচন। তথাপি কখন নহে বিশ্বাস কারণ॥ দুর্জ্জনের জিহ্বাগ্রেতে হয় মধুময়। বিষময় বিষম সে তাহার হৃদয় ॥ ২২ ॥

দুর্জ্জনঃ পরিহর্ত্তব্যো বিদ্যয়ালঙ্কৃতোপি সঃ।
মণিনা ভূষিতঃ সর্পঃ কিমসৌ ন ভয়ঙ্করঃ ॥ ২৩ ॥

দুর্জ্জন যদ্যপি হয় বিদ্যা বিভূষিত। তথাপি তাহারে ত্যাগ করণ উচিত ॥ শোভা করে যে সর্পের মস্তকে মাণিক। তাহা হৈতে ভয় হয় বরঞ্চ অধিক ॥ ২৩ ॥

সর্পঃ ক্রূরঃ খলঃ ক্রূরঃ সর্পাৎ ক্রূরতরঃ খলঃ।
মন্ত্রৌষধিবশঃ সর্পঃ খলঃ কেন নিবার্য্যতে ॥ ২৪ ॥

সর্প দুষ্ট খল দুষ্ট দুষ্ট দুই জন। সর্প হৈতে খল দেখ অধিক দুর্জ্জন ॥ ঔষধি মন্ত্রেতে বশ হয় ভুজঙ্গম। খলকে করিতে বশ নাহি কোন ক্রমঃ ॥ ২৪ ॥

নদীনাঞ্চ নখীনাঞ্চ শৃঙ্গিণাং শস্ত্রপাণিনাং।
বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যং স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ ॥ ২৫ ॥

নদীকে বিশ্বাস না করিবে কদাচন। নখী আর শৃঙ্গধারী অবিশ্বাসী হন ॥ অস্ত্রধারী অবিশ্বাসী নিকটে না যাবে। নারীকে রাজাকে নাহি বিশ্বাস করিবে ॥ ২৫ ॥

হস্তিহস্তসহস্রেণ শতহস্তেন বাজিনঃ।
শৃঙ্গিণো দশহস্তেন স্থানত্যাগেন দুর্জ্জনঃ ॥ ২৬ ॥

যাইবে সহস্র হস্ত অন্তরে হস্তীর। ঘোটকের শত হাত দূরে যাবে ধীর ॥ দশ হাত দূরে রাখি যাইবে শৃঙ্গীরে। স্থান ত্যাগ করিয়া ত্যজিবে দুর্জ্জনেরে ॥ ২৬॥

আপদর্থং ধনং রক্ষেদ্দারান্ রক্ষেদ্ধনৈরপি।
আত্মানং সততং রক্ষেদ্দারৈরপি ধনৈরপি ॥ ২৭ ॥

আপদের হেতু ধন করিবে সঞ্চয়। সে ধনেতে পত্নী রক্ষা

করিবে নিশ্চয় ॥ আত্ম রক্ষা করিবেক সর্ব্বথা প্রকারে। পত্নী কিম্বা ধন দ্বারা যে প্রকারে পারে ॥ ২৭ ॥

পরদারং পরদ্রব্যং পরীবাদং পরস্য চ।
পরিহাসং গুরোস্থানে চাপল্যঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ২৮ ॥

পরদার পরদ্রব্য পর পরীবাদ। পরিত্যাগ করিবেক নতুবা প্রমাদ ॥ গুরুলোক সম্মুখে চাপল্য পরিহাস। যে করে তাহাকে লোকে করে উপহাস ॥ ২৮ ॥

ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ।
গ্রামজনপদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীস্ত্যজেৎ ॥ ২৯ ॥

কুল রক্ষা করিতে ত্যজিবে এক জন। গ্রাম রক্ষা হেতু কুল ত্যজে বিচক্ষণ ॥ দেশের কল্যাণ হেতু গ্রাম ত্যজিবেক। পৃথিবী ত্যজিয়া আত্মা রক্ষা করিবেক ॥ ২৯ ॥

চলত্যেকেন পাদেন তিষ্ঠত্যেকেন বুদ্ধিমান্।
নাসমীক্ষপরং স্থানং পূর্ব্বমায়তনং ত্যজেৎ ॥ ৩০ ॥

এক পায়ে গমন করিবে বুদ্ধিমান। আর পায়ে থাকিয়া করিবে অনুমান ॥ একস্থানি নিশ্চয় না করে পূর্ব্বস্থান। পরিত্যাগ না করিবে এই সে বিধান ॥ ৩০ ॥

লুব্ধমর্থেন গৃহ্লীয়াৎ ক্রুদ্ধমঞ্জলিকর্ম্মনা।
মূর্খং ছন্দোনুবৃত্তেন তথা সত্যেন পণ্ডিতং ॥ ৩১ ॥

লোভীকে করিবে বশীভূত ধন দিয়া। ক্রোধীকে আনিবে বশে বিনয় করিয়া ॥ মূর্খেরে সাধিবে তার মত কদাচারে। তুষিবেক পণ্ডিতেরে সত্য ব্যবহারে ॥ ৩১ ॥

অর্থনাশং মনস্তাপং গৃহে দুশ্চরিতানি চ।
বঞ্চনঞ্চাপমানঞ্চ মতিমান্ ন প্রকাশয়েৎ ॥ ৩২ ॥

অর্থনাশ মনস্তাপ গৃহছিদ্র আর। বঞ্চনাপমান যদি হয় আপনার ॥ বুদ্ধিমান ইহা নাহি করিবে প্রকাশ। গোপনে রাখিবে সদা নৈলে উপহাস ॥ ৩২ ॥

ধনধান্য প্রয়োগেষু তথা বিদ্যাগমেষু চ।
আহারে ব্যবহারে চ ত্যক্তলজ্জ সদা ভবেৎ ॥ ৩৩ ॥

ধন ধান্য আদান প্রদান কর্ম্ম আর। বিদ্যা শিক্ষা আর যে

আহার ব্যবহার ॥ ইহাতে করিলে লজ্জা হয় অপচয়। এই হেতু লজ্জা হীন জানিবে নিশ্চয় ॥ ৩৩ ॥

ধনিনঃ শ্রোত্রিয়ো রাজা নদী বৈদ্যস্তু পঞ্চম।
পঞ্চ যত্র ন বিদ্যন্তে তত্র বাসং ন কারয়েৎ ॥ ৩৪ ॥

ধনী আর ক্ষত্র রাজা নদী কবিরাজ। এই পঞ্চ নাহি থাকে যে গ্রামের মাঝ ॥ সে গ্রামে নিবাস না করিবে শিষ্ট জন। নিবাসে বিনাশ ঘটে শাস্ত্রের লিখন ॥ ৩৪ ॥

যস্মিন্ দেশে ন সম্মানং ন প্রীতির্ন চ বান্ধবাঃ।
ন চ বিদ্যাগমঃ কশ্চিত্তং দেশং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৩৫ ॥

যে দেশে বান্ধব নাই আর নাই মান। প্রীতি নাহি আর নাহি কোন বিদ্যাস্থান ॥ সে দেশে বসতি ত্যাগ করিবেক ধীর। রাজনীতি শাস্ত্রমত কহিলাম স্থির ॥ ৩৫ ॥

মনসা চিন্তিতং কর্ম্ম বচসা ন প্রকাশয়েৎ।
অন্যলক্ষিতকার্য্যস্য যতঃ সিদ্ধির্ন জায়তে ॥ ৩৬ ॥

মনেতে করিবে কার্য্য না কবে কথায়। অন্যেতে জানিলে কর্ম্ম সিদ্ধ নাহি পায় ॥ ৩৬ ॥

কুদেশঞ্চ কুবৃত্তিঞ্চ কুভার্য্যাং কুনদীং তথা।
কুদ্রব্যঞ্চ কুভোজ্যঞ্চ বর্জ্জয়েচ্চ বিচক্ষণঃ ॥ ৩৭ ॥

কুদেশে বসতি আর কুবৃত্তিকরণ। কুনদীতে স্নান আর কুভার্য্যা গমন ॥ কুদ্রব্য গ্রহণ আর কুভক্ষ্য ভক্ষণ। না করিবে এই কয় কর্ম্ম বিচক্ষণ ॥ ৩৭ ॥

ঋণশেষোঽগ্নিশেষশ্চ ব্যাধিশেষস্তথৈব চ।
পুনশ্চ বর্দ্ধতে যস্মাত্তস্মাৎ শেষঞ্চ কারয়েৎ ॥ ৩৮ ॥

নিঃশেষ করিবে ঋণ অগ্নি আর ব্যাধি। কি জানি আপদ ঘটে পুনঃ বাড়ে যদি ॥ ৩৮ ॥

চিন্তাজ্বরো মনুষ্যাণাং বস্ত্রাণামাতপোজ্বরঃ।
অসৌভাগ্যা জ্বরাঃ স্ত্রীণামশ্বানাং মৈথুনং জ্বরঃ ॥ ৩৯ ॥

চিন্তা হয় মনুষ্যের জ্বরের সমান ॥ রৌদ্রেতে জ্বরের ন্যায় বস্ত্র নাশ পান ॥ শৃঙ্গারেতে শক্তিহীন ঘোটকের জ্বর। অসৌভাগ্যা নারী জরা বিধবা কাতর ॥ ৩৯ ॥

অস্তি পুত্রোবশে যস্য ভৃত্যো ভার্য্যা স্তথৈব চ।
অভাবে সতি সন্তোষঃ স্বর্গস্থোঽসৌ মহীতলে॥ ৪০॥

পুত্র যার বশে থাকে ভার্য্যা সেই মত। আজ্ঞাবহ ভৃত্য হয় সদা অনুগত॥ যদ্যপি না থাকে ধন তথাপি সন্তোষী। কেবল ভূমিতে আছে সেই স্বর্গবাসী॥ ৪০॥

দুষ্টাভার্য্যা শঠং মিত্রং ভৃত্যশ্চোত্তরদায়কঃ।
সসর্পে চ গৃহে বাসো মৃত্যুরেব ন সংশয়॥ ৪১॥

ভার্য্যা দুষ্টমতি যার শঠ মিত্র হয়। আর ভৃত্য সমান উত্তর যদি কয়॥ যে ঘরে ভুজঙ্গ থাকে সেই ঘরে বাস। মরণ নিশ্চয় তার জীবনে নিরাশ॥ ৪১॥

মাতা যস্য গৃহে নাস্তি ভার্য্যা চাপ্রিয়বাদিনী।
অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথারণ্যং তথা গৃহং॥ ৪২॥

মাতা যার গৃহে নাই আর নিজ দারা। কহে সে অপ্রিয় কথা নিতান্ত প্রখরা॥ উপযুক্ত বনমধ্যে গমন তাহার। তার ঘর বনস্থল সম ব্যবহার॥ ৪২॥

ঋণকর্ত্তা পিতা শত্রু র্মাতাশত্রুর্ব্যভিচারিণী।
ভার্য্যা রূপবতী শত্রুঃ পুত্রঃ শত্রুঃ কুপণ্ডিতঃ॥ ৪৩॥

ঋণ করে যান মরে পিতা শত্রু গণি। মাতা শত্রু সম হন যদি ব্যভিচারিণী॥ রূপবতী ভার্য্যা শত্রু সদা শঙ্কা হয়। আপন সন্তান মূর্খ শত্রু অতিশয়॥ ৪৩॥

কোকিলানাং স্বরোরূপং নারীরূপং পতিব্রতা।
বিদ্যারূপং কুরূপানাং ক্ষমারূপং তপস্বিনাং॥ ৪৪॥

কোকিলের নাহি রূপ তার রূপ স্বর। পতিভক্তি অবলার রূপ মনোহর॥ কুরূপ জনের রূপ বিদ্যা যদি হয়। তপস্বী জনের রূপ ক্ষমাই নিশ্চয়॥ ৪৪॥

অবিদ্যজীবনং শূন্যং দিক্ শূন্যা চ বান্ধবাঃ।
পুত্রহীনং গৃহং শূন্যং সর্ব্ব শূন্যা দরিদ্রতা॥ ৪৫॥

অবিদ্য জীবন শূন্য বুদ্ধি নাই ঘটে। বন্ধু নাই যে দিকে সে দিক্ শূন্য বটে॥ পুত্রহীন গৃহশূন্য অন্ধকার দেখে। দরিদ্রের সর্ব্ব শূন্য সর্ব্ব শাস্ত্রে লিখে॥ ৪৫॥

অদাতা বংশদোষেণ কর্ম্মদোষাদ্দরিদ্রতা।
উন্মাদো মাতৃদোষেণ পিতৃদোষেণ মূর্খতা ॥ ৪৬ ॥

পুরুষ অদাতা হয় নিজবংশ দোষে। কর্ম্মদোষে ধনহীন ভ্রমে নানা দেশে ॥ মাতৃদোষে শিশু নষ্ট না করে পালন। পিতৃদোষে পুত্র মূর্খ না করে তাড়ন ॥ ৪৬ ॥

গুরুরগ্নির্দ্বিজাতীনাং বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ।
পতিরেকো গুরুঃ স্ত্রীণাং সর্ব্বত্রাভ্যাগতোগুরুঃ ॥ ৪৭

ব্রাহ্মণের গুরু অগ্নি শাস্ত্রে নিরূপণ। সকল বর্ণের গুরু কেবল ব্রাহ্মণ ॥ স্ত্রীলোকের গুরু হয় পতি আপনার। অতিথি আইলে গুরু হন সবাকার ॥ ৪৭ ॥

অতিদর্পে হতা লঙ্কা অতিমানে চ কৌরবাঃ।
অতিদানে বলির্ব্বদ্ধঃ সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতং ॥ ৪৮ ॥

অতি দর্পে নষ্ট হইল লঙ্কার রাবণ। অতি মানে সবংশে মরিল দুর্য্যোধন ॥ অতিদানে বলির পাতালে হৈল ঠাঁই। অতিশয় কোন কর্ম্ম না করিহ ভাই ॥ ৪৮ ॥

বস্ত্রহীনস্ত্বলঙ্কারো ঘৃতহীনঞ্চ ভোজনং।
স্তনহীনা চ যা নারী বিদ্যাহীনঞ্চ জীবনং ॥ ৪৯ ॥

বস্ত্র নাই অলঙ্কারে কিবা শোভা হয়। গব্যরস বিহীন ভোজন কিছু নয় ॥ বিদ্যাহীন লোকের জীবনে কিবা আশ। স্তনহীনা যেই নারী তারে উপহাস ॥ ৪৯ ॥

ভোজ্যং ভোজনশক্তিশ্চ রতিশক্তির্ব্বরাঃ স্ত্রিয়ঃ।
বিভবো দানশক্তিশ্চ নাল্পস্য তপসঃ ফলং ॥ ৫০ ॥

খাদ্যদ্রব্য যথেষ্ট ভোজনশক্তি তত। রতিশক্তি আর প্রিয় ভার্য্যা অনুগত ॥ দানশক্তি অতুল ঐশ্বর্য্য এই ছয়। অনেক তপস্যা বিনা কারো নাহি হয় ॥ ৫০ ॥

পুত্রপ্রয়োজনা দারা পুত্রপিণ্ডপ্রয়োজনং।
হিতপ্রয়োজনং মিত্রং ধনং সর্ব্বপ্রয়োজনং ॥ ৫১ ॥

ভার্য্যা ইচ্ছা করিবেক পুত্রের কারণ। পিণ্ডদান মাত্র সুপুত্রের প্রয়োজন ॥ মিত্র প্রয়োজন এই করিবেক হিত। সর্ব্ব প্রয়োজন সিদ্ধ ধনেতে নিশ্চিত ॥ ৫১ ॥

দুর্লভং প্রাকৃতং বাক্যং দুর্লভঃ পুত্রপণ্ডিতঃ।
দুর্লভা সদৃশী ভার্য্যা দুর্লভঃ স্বজনঃ প্রিয়ঃ॥ ৫২॥

দুর্লভ সদর্থবাক্য সর্ব্ব মনোহর। বহুদুঃখে লভ্য হয় পুত্র গুণাকর॥ আপন সমান ভার্য্যা দুর্লভা ভূতলে। হিতকারী প্রিয়বন্ধু অতি দুঃখে মিলে॥ ৫২॥

শৈলে শৈলে ন মাণিক্যং মৌক্তিকং ন গজে গজে।
সাধবো নহি সর্ব্বত্র চন্দনং ন বনে বনে॥ ৫৩॥

পর্ব্বতেং নাহি মিলয়ে মাণিক। হস্তীতেং কোথা পাইবে মৌক্তিক॥ সর্ব্বত্র না পাওয়া যায় দেখ সাধুজন। বনে বনে নাহি থাকে কখন চন্দন॥ ৫৩॥

অশোচ্য নির্দ্ধনং প্রাজ্ঞোঽশোচ্যঃ পণ্ডিতবান্ধবঃ।
অশোচ্যা বিধবা নারী পুত্রপৌত্রপ্রতিষ্ঠিতা॥ ৫৪॥

পণ্ডিত নির্দ্ধন যদি তবু সে উত্তম। বন্ধু যদি পণ্ডিত সে অতি অনুপম॥ পুত্রপৌত্রবতী নারী বিধবা যদ্যপি। তাহারে দেখিয়া খেদ না হয় তথাপি॥ ৫৪॥

অবিদ্যপুরুষঃ শোচ্যঃ শোচ্যং মৈথুনমপ্রজং।
নিরাহারাঃ প্রজাঃ শোচ্যাঃ শোচ্যং রাজ্যমরাজকং।৫৫

বিদ্যাহীন পুরুষ দেখিয়া খেদ হয়। সে মৈথুন বিফল সন্তান যাতে নয়॥ হয় শোক প্রজালোক দেখিয়া নির্দ্ধন। অরাজক দেখে দেশ ক্লেশ পায় মন॥ ৫৫॥

কুলীনৈঃ সহ সম্পর্কং পণ্ডিতৈঃ সহ মিত্রতাং।
জ্ঞাতিভিশ্চ সমং মেলং কুর্ব্বাণো ন বিনশ্যতি॥ ৫৬॥

কুলীনের সহিত সম্বন্ধ আছে যার। পণ্ডিতের সহ যে মিত্রতা করে আর॥ জ্ঞাতিগণ সহ থাকে যাহার মিলন। তাহার বিনাশ নাহি হয় কদাচন॥ ৫৬॥

কষ্টাবৃত্তিঃ পরাধীনাঃ কষ্টোবাসো নিরাশ্রয়ঃ।
নির্দ্ধনো ব্যবসায়শ্চ সর্ব্বকষ্টা দরিদ্রতা॥ ৫৭॥

পরাধীন জীবনেতে অতি কষ্ট হয়। নিরাশ্রয় নিবাসেতে কষ্ট অতিশয়॥ কষ্ট পায় করিলে নির্দ্ধন ব্যবসায়। সকল প্রকার কষ্ট দরিদ্রতা হয়॥ ৫৭॥

তস্করস্য কুতোধর্ম্ম দুর্জ্জনস্য কুতঃ ক্ষমা।
বেশ্যানাঞ্চ কুতঃ স্নেহ কুতঃ সত্যঞ্চ কামিনাং ॥ ৫৮ ॥

চৌর্য্যবৃত্তি যে করে তাহার ধর্ম্ম কোথা। দুর্জ্জনের ক্ষমা নাহি কেবল খলতা ॥ উপপতি প্রতি বেশ্যা কোথা করে স্নেহ কামুকের সত্য বাক্য নাহি শুনে কেহ ॥ ৫৮ ॥

প্রেষিতস্য কুতো মানঃ কোপনস্য কুতঃ সুখং।
স্ত্রীণাং কুতঃ সতীত্বঞ্চ কুতঃ প্রীতিঃ খলস্য চ ॥ ৫৯ ॥

পরের সেবক যে তাহার কোথা মান। রাগিলোক কোন স্থানে সুখ নাহি পান ॥ স্ত্রীলোকের সতীত্ব জগতে কোথা রয়। কার সঙ্গে থাকে দেখ খলের প্রণয় ॥ ৫৯ ॥

দুর্ব্বলস্য বলং রাজা বালানাং রোদনং বলং।
বলং মূর্খস্য মৌনিত্বং চৌরাণামনৃতং বলং ॥ ৬০ ॥

দুর্ব্বল প্রজার বল রাজা সে কেবল। রোদন কেবল ক্ষুদ্র বালকের বল ॥ মৌনী হয়ে থাকা মাত্র বল সে মূর্খের। মিথ্যা কথা মাত্র কেবল আছয়ে চোরের ॥ ৬০ ॥

যো ধ্রুবাণি পরিত্যজ্য অধ্রুবং পরিসেবতে।
ধ্রুবাণি তস্য নশ্যন্তি অধ্রুবং নষ্টমেব চ ॥ ৬১ ॥

নিশ্চিত বিষয় ত্যাগ করিয়ে যে জন। অনিশ্চিত বিষয়েতে করে আকিঞ্চন ॥ নষ্ট হয় তাহার যে নিশ্চিত বিষয়। অনিশ্চিত বিষয়ের চেষ্টা মিথ্যা হয় ॥ ৬১ ॥

শুষ্কং মাংস স্ত্রিয়ো বৃদ্ধা বালার্কস্তরুণং দধি।
প্রভাতে মৈথুনং নিদ্রা সদ্যঃ প্রাণহরাণি ষট্ ॥ ৬২ ॥

শুষ্ক মাংসং আর বৃদ্ধা নারী সহ রতি। শরৎকালীন রৌদ্র দধি অম্ল অতি ॥ প্রভাতে মৈথুন আর নিদ্রা এই ছয়। শীঘ্র প্রাণ হরণ করয়ে এ নিশ্চয় ॥ ৬২ ॥

সদ্যোমাংস নবান্নঞ্চ বালাস্ত্রী ক্ষীরভোজনং।
ঘৃতমুষ্ণোদকঞ্চৈব সদ্যঃ প্রাণকরাণি ষট্ ॥ ৬৩ ॥

সদ্য মাংস আর অন্ন নবীন কোমল। সদ্যঘৃত আর দুগ্ধ অল্প উষ্ণ জল ॥ বালিকা রমণী সহ রতি এই ছয়। যে করে সেবন তার আয়ুর্বৃদ্ধি হয় ॥ ৬৩ ॥

সিংহাদেকং বকাদেকং ষট্ শুনস্ত্রীণি গর্দ্দভাৎ।
বায়সাৎ পঞ্চ শিক্ষেচ্চ চত্বারি কুক্কুটাদপি॥ ৬৪॥

সিংহ হইতে এক বিদ্যা বক হৈতে এক। কুকুর হইতে ছয় বিদ্যা শিখিবেক॥ গর্দ্দভের কাছে শিখিবেক পাঁচ গুণ। কুক্কুটের কাছে চারি শিখিবে নিপুণ॥ ৬৪॥

প্রভূতমল্পকার্য্যম্বা যো নরঃ কর্ত্তুমিচ্ছতি।
সর্ব্বারম্ভেণ তৎকুর্য্যাৎ সিংহাদেকং প্রকীর্ত্তিতং॥৬৫॥

অল্প কিম্বা বহু কার্য্য করিতে যে চায়। উদ্যোগী যেমন সিংহ হবে তার প্রায়॥ ৬৫॥

সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি সংযম্য বকবৎ পণ্ডিতো জনঃ।
কালদেশোপপন্নানি সর্ব্বকার্য্যাণি সাধয়েৎ॥ ৬৬॥

বকের সমান সর্ব্ব প্রকারে তৎপর। কাল দেশ বুঝি কর্ম্ম সাধিবেক নর॥ ৬৬॥

বহ্বাশী স্বল্পসন্তুষ্টঃ সুনিদ্রঃ শীঘ্রচেতনঃ।
প্রভুভক্তশ্চ শূরশ্চ জ্ঞাতব্যাঃ ষট্ শুনোগুণাঃ॥ ৬৭॥

অনেক আহার করে অল্পে তুষ্ট হয়। শীঘ্র নিদ্রা হয় আর শীঘ্র নিদ্রা ক্ষয়॥ প্রভুভক্ত আর যথাশক্তি পরাক্রম। কুকুরের ছয় গুণ শাস্ত্রের নিয়ম॥ ৬৭॥

অবিশ্রামং বহেদ্ভারং শীতোষ্ণঞ্চ ন বিন্দতি।
সসন্তোষস্তথা নিত্যং ত্রীণি শিক্ষেত গর্দ্দভাৎ॥ ৬৮॥

অবিরত বহে ভার শ্রান্ত নাহি হয়। উত্তাপেতে আর শীতে দুঃখবোধ নয়॥ সর্ব্বদা সন্তোষে থাকে গুণ এই তিন। গর্দ্দভের কাছে শিখি হইবে প্রবীণ॥ ৬৮॥

গূঢ়মৈথুনধর্ম্মঞ্চ কালে কালে চ সংগ্রহং।
অপ্রমাদমনালস্যং চতুঃ শিক্ষেত বায়সাৎ॥ ৬৯॥

গোপনে সঙ্গম করে নাহি দেখে কেহ। উপযুক্তকালে করে খাদ্যের সংগ্রহ॥ সাবধান সর্ব্বদা আলস্য নাহি রাখে। কাকের এ চারি গুণ শিষ্টজন শিখে॥ ৬৯॥

যুদ্ধঞ্চ প্রাতরুত্থানং ভোজনং সহ বন্ধুভিঃ।
স্ত্রিয়মাপদ্গতাং রক্ষেচ্চতুঃ শিক্ষেত কুক্কুটাৎ॥ ৭০॥

প্রত্যুষে চৈতন্য আর নৈপুণ্য যুদ্ধেতে। সমভাগ পূর্ব্বক আহার বন্ধু সাতে॥ প্রাণপণে রক্ষা করে পত্নীকে সঙ্কটে। এই চারি গুণ শিখ কুক্কুট নিকটে॥ ৭০॥

কোঽতিভারঃ সমর্থানাং কিং দূরং ব্যবসায়িনাং।
কো বিদেশ সবিদ্যানাং কঃ পর প্রিয়বাদিনাং॥ ৭১॥

ক্ষতিপুরুষের কোন কর্ম্ম অতি ভার। যে জন বাণিজ্য করে কি দূর তাহার॥ বিদ্যাবান জনের বিদেশ কোন দেশ। মিষ্টভাষী জনেরে কি অন্যে করে দ্বেষ॥ ৭১॥

আপদাং কথিতং পন্থা ইন্দ্রিয়াণামসংযমঃ।
তজ্জয়ঃ সম্পদাং মার্গো যেনেষ্টং তেন গম্যতাং॥৭২॥

আপদের পথ ইন্দ্রিয়ের অদমন। সম্পদের পথ হয় ইন্দ্রিয় দমন॥ এই রূপ দুই পথ আছে বিদ্যমান। যে পথে হইবে ইচ্ছা করহ প্রয়াণ॥ ৭২॥

ন চ বিদ্যাসমো বন্ধুর্নচ ব্যাধিসমো রিপুঃ।
ন চাপত্যসমঃ স্নেহো ন চ দৈবাৎ পরং বলং॥ ৭৩॥

বিদ্যার সমান বন্ধু নাহিক ভূতলে। ব্যাধির সদৃশ শত্রু কখন না মিলে॥ সন্তান সমান স্নেহ অন্যে নাহি হয়। দৈবের অধিক বল না দেখি নিশ্চয়॥ ৭৩॥

সমুদ্রাবরণা ভূমিঃ প্রাকারাবরণং গৃহং।
নরেন্দ্রাবরণা দেশাশ্চরিত্রাবরণাঃ স্ত্রিয়ঃ॥ ৭৪॥

আবরণ পয়োনিধি আছে পৃথিবীর। চতুর্দ্দিকে আবরণ ঘরের প্রাচীর॥ আবরণ দেশের প্রবল মহীপাল। সুস্বভাব আবরণ স্ত্রীর সর্ব্বকাল॥ ৭৪॥

ঘৃতকুম্ভসমা নারী তপ্তাঙ্গারসমঃ পুমান্।
তস্মাদ্ঘৃতঞ্চ বহ্নিঞ্চ নৈকত্র স্থাপয়েদ্বুধঃ॥ ৭৫॥

ঘৃতকুম্ভ সমান যুবতী নারী জন। জ্বলন্ত অঙ্গার সম পুরুষ তেমন॥ সেই হেতু ঘৃত আর বহ্নি এক স্থান। না রাখিবে রাখিলে প্রমাদ বিদ্যমান॥ ৭৫॥

আহারো দ্বিগুণঃ স্ত্রীণাং বুদ্ধিস্তাসাং চতুর্গুণাঃ।
ষড়্গুণো ব্যবসায়শ্চ কামাশ্চাষ্টগুণাঃ স্মৃতাঃ॥ ৭৬॥

আহারে দ্বিগুণা স্ত্রী চারি গুণ মতি। ব্যবসায় ছয় গুণ অষ্ট গুণ রতি ॥ ৭৬ ॥

জীর্ণমন্নং প্রশংসীয়াৎ ভার্য্যাঞ্চ গতযৌবনাং।
রণাৎ প্রত্যাগতঃ শূরঃ শস্যঞ্চ গৃহমাগতং ॥ ৭৭ ॥

প্রসংশিত সেই অন্ন যেই জীর্ণ পায়। নির্দ্দোষে যৌবন গেলে প্রতিষ্ঠা ভার্য্যায় ॥ বীরের প্রশংসা হয় জিনিলে সমরে। সেই শস্য প্রসংশিত যদি আইসে ঘরে ॥ ৭৭ ॥

অসন্তুষ্টা দ্বিজা নষ্টাঃ সন্তুষ্টা ইব পার্থিবাঃ।
সলজ্জা গণিকা নষ্টা নির্লজ্জাশ্চ কুলস্ত্রিয়ঃ ॥ ৭৮ ॥

সন্তোষেতে রাজার যেমন হয় হ্রাস। অসন্তোষে ব্রাহ্মণের তেমনি বিনাশ ॥ মানহীনা যেমন নির্লজ্জা কুলবতী। লজ্জাবতী বেশ্যার তেমনি ধনক্ষতি ॥ ৭৮ ॥

অবংশপতিতো রাজা মূর্খস্য পুত্রপণ্ডিতঃ।
অধনেন ধনং প্রাপ্য তৃণবন্মন্যতে জগৎ ॥ ৭৯ ॥

নিকৃষ্টের পুত্র যদি পায় রাজ্যভার। সুপণ্ডিত হয় যদি মূর্খের কুমার ॥ নির্দ্ধন পাইলে ধন করে অহঙ্কার। তৃণ সম জ্ঞান করে সকল সংসার ॥ ৭৯ ॥

ব্রহ্মহাপি নরঃ পূজ্যো যস্যাস্তি বিপুলং ধনং।
শশিনস্তুল্যবংশোপি নির্দ্ধনঃ পরিভূয়তে ॥ ৮০ ॥

ব্রহ্মহত্যা করে যদি অতি ধনবান। তথাপি তাহাকে করে সকলে সম্মান ॥ চন্দ্রতুল্য শুদ্ধবংশে যাহার উদ্ভব। ধন না থাকিলে তার কে করে গৌরব ॥ ৮০ ॥

পুস্তকস্থা তু যা বিদ্যা পরহস্তগতং ধনং।
কার্য্যকালে সমুৎপন্নে ন সা বিদ্যা ন তদ্ধনং ॥ ৮১ ॥

পুস্তকে শিক্ষিত বিদ্যা মুখে নাহি আসে। ধন আছে বটে কিন্তু আছে পরবশে ॥ অকস্মাৎ কার্য্য যদি হয় উপস্থিত। সে বিদ্যা সে ধনে কিছু নাহি করে হিত ॥ ৮১ ॥

পাদপানাং ভয়ং বাতাৎ পদ্মানাং শিশিরাদ্ভয়ং।
পর্ব্বতানাং ভয়ং বজ্রাৎ সাধূনাং দুর্জ্জনাদ্ভয়ং ॥ ৮২ ॥

সকল বৃক্ষের ভয় প্রবল সমীর। পঙ্কজের ভয় ঋতু দুরন্ত

শিশির ॥ পৃথিবীতে বজ্রমাত্র পর্ব্বতের ভয়। সুজনের দুর্জ্জন হইতে ভয় হয় ॥ ৮২ ॥

প্রাজ্ঞে নিযোজ্যমানে তু সন্তি রাজ্ঞস্ত্রয়ো গুণাঃ।
যশঃ স্বর্গনিবাসশ্চ বিপুলশ্চ ধনাগমঃ॥ ৮৩ ॥

রাজকর্ম্মে যদি হয় নিযুক্ত পণ্ডিত। রাজার এ তিন গুণ হয় উপার্জ্জিত॥ নিরুপম যশ আর অন্তে স্বর্গবাস। অতুল ঐশ্বর্য্য এই শাস্ত্রের আভাস॥ ৮৩ ॥

মূর্খে নিযোজ্যমানে তু ত্রয়োদোষা মহীপতেঃ।
অযশশ্চার্থনাশশ্চ নরকে গমনং তথা॥ ৮৪ ॥

মূর্খেরে রাজ্যের ভার করিলে অর্পণ। এই এই তিন দোষ-ভাগী রাজা হন॥ অযশ অধর্ম্ম আর অর্থ নাশ হয়। অবিচার করে মূর্খ রাজারে মজায়॥ ৮৪ ॥

বহুভির্মূর্খ সংঘাতৈরন্যান্যপশুবৃত্তিভিঃ।
প্রচ্ছাদ্যন্তে গুণাঃ সর্ব্বে মেঘৈরিব দিবাকরঃ॥ ৮৫ ॥

মূর্খ সব পরস্পর পশু ব্যবহার। তাহারা ঢাকিয়ে রাখে গুণ যে রাজার॥ যেমন নিবিড় মেঘে ঢাকে দিবাকর। মূর্খ হাতে সেইমত হন নৃপবর॥ ৮৫ ॥

যস্য ক্ষেত্রং নদীতীরে ভার্য্যা বাপি পরপ্রিয়া।
পুত্রস্য বিনয়ো নাস্তি মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ॥ ৮৬ ॥

নদী তীরে কৃষিকর্ম্ম করে যেই জন। ইতর পুরুষ প্রতি যার স্ত্রীর মন॥ পুত্রের বিনয় নাই সদা অবিনয়। মৃত্যুসম দুঃখ তার নাহিক সংশয়॥ ৮৬ ॥

অসম্ভব্যং ন ব্যক্তব্যং প্রত্যক্ষমপি দৃশ্যতে।
শিলা তরতি পানীয়ং গীতং গায়ন্তি বানরাঃ॥ ৮৭ ॥

অসম্ভব কথা না কহিবে কোন জন। প্রত্যক্ষেতে যদ্যপি সে করে নিরীক্ষণ॥ জলেতে পাষাণ ভাসে কপি গীত গায়। রামায়ণ বিনা কোথা কে করে প্রত্যয়॥ ৮৭ ॥

সুভিক্ষং কৃষকে নিত্যং নিত্যং সুখমরোগিণঃ।
ভার্য্যা ভর্ত্তু প্রিয়া যস্য তস্য নিত্যোৎসবং গৃহং॥ ৮৮

কৃষিকর্ম্ম যে করে সুভিক্ষ নিত্য তার। নিত্য নিত্য সুখ

তার রোগ নাহি যার ॥ মনোনীতা প্রিয়সী যাহার ভার্য্যা হয়। মহোৎসবময় নিত্য তাহার আলয় ॥ ৮৮ ॥

হেলাস্থাৎ কার্য্যনাশায় বুদ্ধিনাশায় নির্দ্ধনং।
যাচ্ঞা মাননাশায় কুলনাশায় ভোজনং ॥ ৮৯ ॥

হেলাতে না হয় কোন কর্ম্ম সিদ্ধ ভাই। দরিদ্র হইলে তার বুদ্ধি থাকে নাই ॥ যাচ্ঞা করিতে গেলে মান থাকে কিসে। কুলীনের কুল নষ্ট ভোজনের দোষে ॥ ৮৯ ॥

সেবিতব্যো মহাবৃক্ষঃ ফলচ্ছায়া সমন্বিতঃ।
যদি দৈবাৎ ফলং নাস্তি ছায়া কেন নিবার্য্যতে ॥৯০॥

ফলবান মহাবৃক্ষ ছায়াতে শোভিত। তাহারে আশ্রয় করা সেই সে উচিত ॥ যদ্যপি তাহার ফল না মিলে দৈবাৎ। ছায়া পাইবার কোন না দেখি ব্যাঘাত ॥ ৯০ ॥

প্রথমে নার্জ্জিতা বিদ্যা দ্বিতীয়ে নার্জ্জিতং ধনং।
তৃতীয়ে নার্জ্জিতং পুণ্যং চতুর্থে কি করিষ্যতি ॥ ৯১ ॥

প্রথম বয়সে বিদ্যা না করে অর্জ্জন। দ্বিতীয়েতে নাহি করে ধন উপার্জ্জন ॥ তৃতীয়েতে নাহি করে পুণ্যের সঞ্চার। সে জন চতুর্থকালে কি করিবে আর ॥ ৯১ ॥

নদীকুলে চ যা বৃক্ষাঃ পরহস্তগতং ধনং।
কার্য্যং স্ত্রীগোচরো যস্মাৎ সর্ব্বং তদ্বিকলম্ভবেৎ ॥ ৯২ ॥

নদীতীরে বৃক্ষ পরহস্তগত ধন। স্ত্রীলোকের হাতে কোন কার্য্য সমর্পণ ॥ এ তিন বিফল হয় নাহিক সন্দেহ। অতএব তিন কর্ম্ম না করিবে কেহ ॥ ৯২ ॥

কুদেশমাসাদ্য কুতোঽর্থসঞ্চয়ঃ, কুপুত্রমাসাদ্য কুতো-
জলাঞ্জলিঃ। কুগেহিনীং প্রাপ্য গৃহে কুতঃ সুখং,
কুশিষ্যমধ্যাপয়তঃ কুতো যশঃ ॥ ৯৩ ॥

কুদেশ ভ্রমিয়ে কোথা করে ধন আয়। কুপুত্র হইলে কোথা জলাঞ্জলি পায় ॥ কুগেহিণী হলে সুখ কোথা হয় ঘরে পড়াইয়া সুখ পায় কোথা কুশিষ্যেরে ॥ ৯৩ ॥

কূপোদকং বটচ্ছায়া শ্যামা স্ত্রী ইষ্টকালয়ং।
শীতকালে ভবেদুষ্ণং গ্রীষ্মকালে চ শীতলং ॥ ৯৪ ॥

কূপের উদক আর বটবৃক্ষচ্ছায়া। ইষ্টক রচিত গৃহ নারী শ্যামকায়া॥ এই চারি বস্তু উষ্ণ থাকে শীতকালে। উষ্ণ-কালে শীত হয় লোক শাস্ত্রে বলে॥ ৯৪॥

বিষং চংক্রমণং রাত্রৌ বিষং রাজ্ঞোঽননুকূলতা।
বিষং স্ত্রিয়োপান্যরতা বিষং ব্যাধিরবীক্ষিতঃ॥ ৯৫॥

রাত্রিকালে পর্য্যটন বিষের সমান। অতি অনুকূল রাজা করি বিষজ্ঞান॥ অন্য পুরুষানুরক্তা ভার্য্যা বিষ হয়। ঔদাস্য করিলে রোগ হয় বিষময়॥ ৯৫॥

দুরধীতা বিষং বিদ্যা অজীর্ণে ভোজনং বিষং।
বিষং গোষ্ঠী দরিদ্রস্য বৃদ্ধস্য তরুণী বিষং॥ ৯৬॥

অভ্যাস রহিত বিদ্যা বিষতুল্য হয়। অজীর্ণ হইলে যে ভোজন বিষময়॥ বহু গোষ্ঠী দরিদ্রের বোধ হয় বিষ। বৃদ্ধের যুবতী ভার্য্যা বিষ অহর্নিশ॥ ৯৬॥

প্রদোষে নিহতঃ পন্থাঃ পতিতা নিহতাঃ স্ত্রিয়ঃ।
অল্পবীজং হতং ক্ষেত্রং ভৃত্যদোষে হতঃ প্রভুঃ॥৯৭॥

সন্ধ্যাকালে পথ হত হয় অন্ধকারে। দুষ্টশীলা নারী হলে হতা বলি তারে॥ অল্পবীজ যদি বুনে ক্ষেত্র হয় হত। ভৃত্যদোষে রাজা হত এই শাস্ত্রমত॥ ৯৭॥

হতমশ্রোত্রিয়ং শ্রাদ্ধং হতো যজ্ঞস্ত্বদক্ষিণাঃ।
হতা রূপবতী বন্ধ্যা হতং সৈন্যমনায়কং॥ ৯৮॥

শ্রোত্রিয় যে শ্রাদ্ধে নাই সেই শ্রাদ্ধ হত। দক্ষিণা বিহীন যজ্ঞ হত সেইমত॥ তারে হত বলি রূপবতী বন্ধ্যা হলে। সেনাপতি বিনা সেনা হত রণস্থলে॥ ৯৮॥

বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞোজপহোমপরায়ণঃ।
আশীর্ব্বাদবচোযুক্ত এষ রাজপুরোহিতঃ॥ ৯৯॥

বেদেতে বেদান্তশাস্ত্রে যে জন বিদ্বান। যজ্ঞ জপ হোম কর্ম্মে সদা ক্রিয়াবান॥ আশীর্ব্বাদ করেন প্রত্যহ ভূপতির। তিনি রাজপুরোহিত পণ্ডিত সুধীর॥ ৯৯॥

কুলশীলগুণোপেতঃ সর্ব্বধর্ম্ম পরায়ণঃ।
প্রবীণঃ প্রেষণাধ্যক্ষো ধর্ম্মাধ্যক্ষো বিধীয়তে॥ ১০০॥

কুলশীল গুণবান ধার্ম্মিক প্রবীণ। ধর্ম্মাধ্যক্ষ বলি তারে আলস্য বিহীন ॥ ১০০ ॥

আয়ুর্ব্বেদকৃতাভ্যাসঃ সর্ব্বেষাং প্রিয়দর্শনঃ।
আর্যশীলগুণোপেত এষ বৈদ্যো বিধীয়তে ॥ ১০১ ॥

আয়ুর্ব্বেদে বিজ্ঞ অতি সুন্দর সুসাজ। সুশীল সুগুণবান রাজকবিরাজ ॥ ১০১ ॥

সকৃদুক্তগৃহীতার্থো লঘুহস্তো জিতাক্ষরঃ।
সর্ব্বশাস্ত্রসমালোকী প্রকৃষ্টো নামলেখকঃ ॥ ১০২ ॥

উচ্চারণ মাত্রে অর্থ বোধ হয় যার। যে জন ত্বরিত লিখে জিতাক্ষর আর ॥ থাকে যার সর্ব্বশাস্ত্রে সর্ব্বদা অভ্যাস। রাজার লেখক সেই যাহাতে বিশ্বাস ॥ ১০২ ॥

সমস্তনীতিশাস্ত্রজ্ঞো বাহনে পূজিতাশ্রমঃ।
শৌর্য্য বীর্য্য গুণোপেতঃ সেনাধ্যক্ষো বিধীয়তে ॥১০৩

নীতিশাস্ত্র সমূহে যে হয় ব্যবসায়ী। অশ্ব আরোহণে যার শ্রম বোধ নাই ॥ শৌর্য্য বীর্য্য প্রভৃতি গুণেতে গুণপতি। সেনাপতি তাহাকে করিবে নরপতি ॥ ১০৩ ॥

মেধাবী বাক্‌পটুঃ প্রাজ্ঞঃ পরচিত্তোপলক্ষকঃ।
ধীরো যথোক্তবাদী চ এষ দূতো বিধীয়তে ॥ ১০৪ ॥

মেধাবান উপস্থিত বক্তা অতি স্থির। মনোবৃত্তি বুঝিতে পরের অতি ধীর ॥ যথার্থ যে কহে কথা অন্যথা না হয়। রাজ-দূত বলি তারে নীতিশাস্ত্রে কয় ॥ ১০৪ ॥

পুত্রপৌত্রগুণোপেতঃ শাস্ত্রজ্ঞো মিষ্টপাচকঃ।
শূরশ্চ কঠিনশ্চৈব সূপকারঃ স উচ্যতে ॥ ১০৫ ॥

পুত্রপৌত্র থাকে যার আর থাকে গুণ। মিষ্টপাক করে পাকশাস্ত্রেতে নিপুণ ॥ কঠিন স্বভাব পরাক্রম থাকে যার। সেই সে উচিত হয় পাচক রাজার ॥ ১০৫ ॥

ইঙ্গিতাকারতত্ত্বজ্ঞো বলবান প্রিয়দর্শনঃ।
অপ্রমাদী সদা দক্ষঃ প্রতীহারঃ স উচ্যতে ॥ ১০৬ ॥

ইঙ্গিতজ্ঞ চতুর সুন্দর বলবান। রাজার সে দ্বারী হয় সদা সাবধান ॥ ১০৬ ।

যস্য নাস্তি স্বয়ং প্রজ্ঞা শাস্ত্রং তস্য করোতি কিং।
লোচনাভ্যাং বিহীনস্য দর্পণং কিং করিষ্যতি ॥ ১০৭ ॥

বুদ্ধি নাই যার তার শাস্ত্র কি করিবে। অন্ধেরে দর্পণ দিলে কি লাভ হইবে ॥ ১০৭ ॥

কিং করিষ্যন্তি বক্তারঃ শ্রোতা যত্র ন বিদ্যতে।
নগ্নক্ষপণকে দেশে রজকঃ কিং করিষ্যতি ॥ ১০৮ ॥

কি করিবে বক্তা যদি শ্রোতা নাহি থাকে। উলঙ্গ সন্ন্যাসী দেশে কি করে রজকে ॥ ১০৮ ॥

যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ নৃণাং প্রজ্ঞা প্রজায়তে।
শতমষ্টোত্তরং পদ্য চাণক্যেন প্রযুজ্যতে ॥

যাতে হয় জ্ঞান বৃদ্ধি আর শুদ্ধ বাক্য। অষ্টোত্তর শত শ্লোক কহেন চাণক্য ॥

মাতার সমান নাই, শরীর পোষিকা।
ভার্য্যার সমান নাই, শরীর তোষিকা।
বিদ্যার সমান নাই, শরীর ভূষিকা।
চিন্তার সমান নাই, শরীর শোষিকা ॥

বেলা গেল এস ভাই। একে একে দুপা ফেলি।
পড়া হলো বাড়ী যাই ॥ চলে যাই সবে মেলি ॥
সারি সারি সবে যাব। এক দুই তিন চারি।
কোনদিকে নাহি চাব ॥ এস সবে সারি সারি ॥
ধীরে ধীরে পায় পায়। ধীরে ধীরে পায় পায়।
শিশুগুলি ঘরে যায় ॥ শিশুগুলি ঘরে যায় ॥

ছুটীর সময়ে যখন শিশুরা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বাড়ী যাইবে তখন এই পদ্যটী পাঠ করিবে, এবং ধীরে ধীরে পাদবিক্ষেপ পূর্ব্বক গমন করিবে। (সাতকড়ি দত্ত।

তত্ত্বোপদেশ।

ডোরকপ্নী অভিলাষী অমর গৌরহরি। দণ্ড অনুগ্রহ করি মালা তিলকধারী ॥ ভকতবৎসল প্রভু মনে অভিলাষী। হইল গৌর অবতার নবীন সন্ন্যাসী ॥ জীব যেমন কৃষ্ণপদ না করে ভাবনা। পুনঃ পুনঃ হয় জীবের গর্ব্ভের যন্ত্রণা ॥ একবার জনমিয়া আরবার মরে। তথাপি কৃষ্ণের নাম ভাবনা না করে ॥ থাকিয়া মায়ের গর্ব্ভে পায় দারুণ ব্যথা। তথাপি না পড়ে মনে শত জন্ম কথা ॥ ঊর্দ্ধপদে হেঁট মাথে থাকয়ে বন্ধনে। বিপত্তি সময়ে তখন কৃষ্ণ পড়ে মনে ॥ হা কৃষ্ণ হা রমানাথ ব্রজেন্দ্রনন্দন। মুক্ত কর এইবার গর্ব্ভের যাতন ॥ দারুণ যাতনা জননীর গর্ব্ভে আছে। গোবিন্দ ভজনে থাকে তাই প্রাণ বাঁচে ॥ জন্মমাত্র পড়ে মহামায়ার বন্ধনে। ভজিতে অভয় পদ নাহি পড়ে মনে ॥ ইহকাল গেল ভাই পরকাল রাখ। জনম সফল কর কৃষ্ণ বলি ডাক ॥ ধন বিনা ধর্ম্ম নাহি হেন নরবর। দেউল জাঙ্গাল দেয় দীঘী সরোবর ॥ বড় বড় পুণ্য করে হইয়া ধনবান। দুঃখী কৃষ্ণ বলে ডাকে নহেত সমান ॥ কলিতে শতেক বর্ষ আয়ু ধরে নর। নিদ্রায় অর্দ্ধেক যায় পঞ্চাশ বৎসর ॥ পঞ্চাশ বৎসরে কত ফাঁড়া আছে তায়। কোন রূপে কৃষ্ণপদ ভজিতে না পায় ॥ বার বৎসর যায় তার বাল্যাবস্থা বেশে। মধ্য বার বৎসর যায় বিদ্যার আদেশে ॥ পরে বার বৎসর যায় স্ত্রীসঙ্গ কৌতুকে। ধন উপার্জ্জন চেষ্টা মিছামিছি সুখে ॥ শেষ বার বৎসর ধরে ব্যাধি আর কাশ। গোবিন্দ বিমুখ জীব নরকে নিবাস ॥ হরি কথা দুই অক্ষর কহিতে লাগে ভার। ধরণীতে হয় কৃষ্ণ ভজন কি তার ॥

ষণ্ডামার্ক মুনির পাঠশালা।

শুকদেব বলেন শুনহ পরীক্ষিত। প্রহ্লাদচরিত্র কথা অতি সুললিত॥ হিরণ্যকশিপু নামে কশ্যপনন্দন। ক্রমেতে তনয় তার হয় চারি জন॥ প্রহ্লাদ অনুজ হৈল কৃষ্ণপরায়ণ। পঞ্চ বৎসরের কালে খেলে চারি জন॥ ষণ্ডামার্কে ডাকি দেয় পড়িবার তরে। বলে মুনি প্রহ্লাদে পড়াবে ভাল করে॥ মম শত্রু নাম হীন যে সব অক্ষর। সেই পাঠ পড়াইবে শুন মুনি বর॥ অঙ্গীকার করি মুনি চারি পুত্রে নিল। শুভ দিন দেখি মুনি হাতে খড়ি দিল॥ ক অক্ষর দৃষ্টি করি কান্দয়ে প্রহ্লাদ। ষণ্ডামার্ক বলে একি হইল প্রমাদ॥ মুনি বলে এ বেটার দেখি যে চরিত্রে। পড়া শুনা যা হবে তা জানিতেছি চিত্তে॥ ক দেখে কান্দয়ে বেটা কিসের কারণ। এত বলি প্রহ্লাদেরে জিজ্ঞাসে তখন॥ ক দেখি ক্রন্দন কর কিসের জন্যেতে। শুনি ষণ্ডামার্কে শিশু বলে বিনয়েতে॥ প্রভু নাম আদ্যক্ষর দেখিবারে পাই। ক্রন্দন না করি প্রেমনীরে ভাসি তাই॥ শুনি মুনি স্বীয় শিরে করে করাঘাত। বলে একি বিপদ ঘটিল অকস্মাৎ॥ যে নাম পড়াতে রাজা করিল বারণ। তার আদ্য-

ক্ষর দেখি করয়ে রোদন ॥ আপনি আনিনু ডাকি আপনার কাল। প্রহ্লাদে পড়াতে মম ঘটিল জঞ্জাল ॥ যা হবার হইয়াছে চারা নাহি তার। যা আছে কপালে তাহা হইবে আমার ॥ এত বলি প্রহ্লাদেরে তুষিয়া যতনে। লেখাতে লাগিল মুনি আপন ভবনে ॥ দৃষ্টিমাত্র শিখে পাঠ হরির কৃপায়। নানা পুথি লিখে দিল হরষিত কায় ॥ দিবানিশি শিশু মুখে কৃষ্ণ২ বলে। দেখি ষণ্ডামার্ক মুনি অগ্নি হেন জ্বলে॥ কত বুঝাইল মুনি প্রহ্লাদের তরে। নাহি শুনে রামকৃষ্ণ দিবানিশি স্মরে ॥ কিছু দিন পরেতে ভূপের হৈল মন। দেখিব কি শিখিয়াছে পুত্র চারি জন ॥ ষণ্ডামার্ক গৃহে দূত করিল প্রেরণ। মুনি সহ সভায় আইল চারি জন ॥ প্রহ্লাদে পরমাদরে কোলে বসাইয়া। জিজ্ঞাসা করয়ে তার শিরে চুম্ব দিয়া ॥ কহ কি পর্য্যন্ত পড়া শুনা হৈল তব। প্রহ্লাদ বলেন পড়া শুনা শ্রীমাধব ॥ দূর বলি ত্যজে রাজা হেন কথা শুনি। ক্রোধে বলে কোথা গেল ষণ্ডামার্ক মুনি ॥ এত দিন ভণ্ড বেটা এই পড়াইল। নিষেধ যা করিলাম তাই ঘটাইল ॥ শুনি ষণ্ডামার্ক বলে ভূপের সদন। মম দোষ নাহি কিছু শুনহ রাজন ॥ যতেক বুঝাই তত কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে। শুনিয়া ভূপতি ক্রোধে অগ্নি হেন জ্বলে ॥ মুনি বলে মহারাজ মন দিয়া শুন। দুর্গানাম ইহারে পড়াব আমি পুনঃ ॥ ভাল ভাল বলি সায় দিল দৈত্যপতি। প্রহ্লাদে লইয়া মুনি পুনঃ করে গতি ॥ মুনি বলে কৃষ্ণনাম ত্যজ বাছাধন। দিবা নিশি দুর্গানাম কর সংকীর্ত্তন ॥ শিশু বলে হেন কথা নাহি বল আর। কৃষ্ণপদে বাঁধা সদা মানস আমার ॥ শুনি মহামুনি ভর্ৎসনা করি তারে। ভাগীরথীতীরে গেল স্নান করিবারে ॥ সেইকালে প্রহ্লাদে জিজ্ঞাসে শিশুগণ। দৃষ্টিমাত্র কিসে পাঠ কর অধ্যয়ন ॥ প্রহ্লাদ বলেন কৃষ্ণ নামের গুণেতে। শুনে কৃষ্ণমন্ত্র কর্ণে নিল সকলেতে ॥ হরি হরি বোল শব্দ উঠিল গগণে। করতালি দিয়ে নৃত্য করে শিশুগণে ॥ মুনি আসি বিপরীত দেখে বলে মার। খাইলি আমার মাথা

ওরে কুলাঙ্গার॥ মুনি যত বলে তত বলে হরিবোল। মুনির ভবনে উঠে মহা গণ্ডগোল॥ শুনি রাজা দূত দ্বারা ধরে আনাইল। ক্রোধেতে কম্পিত অঙ্গ পুঁতিতে কহিল॥ কাঁকালি পর্য্যন্ত পুঁতে তবু বলে হরি। এ সময় দয়াময় রাখ কৃপা করি॥ প্রহ্লাদের ভক্তিডোরে বদ্ধ ভগবান। আপনি সতত তাঁরে করেন রক্ষণ॥ তাহে না মরিল দেখে কশ্যপনন্দন। হস্তিতলে ফেলে দিতে কহিল তখন॥ কৃষ্ণভক্ত দেখি করি মস্তকে লইল। ভুজঙ্গেরে খাওয়াইতে রাজা আজ্ঞা দিল॥ কৃষ্ণভক্ত দেখি সর্প ফণা ধরে মাথে। বিষপানে আজ্ঞা পরে দিল নরনাথে॥ কৃষ্ণে নিবেদিয়া শিশু বিষপান করে। তাহে না মরিল রাজা চিন্তিত অন্তরে॥ রাখে শেষে অন্ধকার ঘরে বন্দী করি। প্রেমানন্দে প্রহ্লাদ ভজয়ে সদা হরি॥ এত ভাবি আজ্ঞা দিল দূতেরে ডাকিয়া। প্রহ্লাদে পর্ব্বত হইতে দিল ফেলাইয়া॥ পুষ্পশয্যা উপরেতে করিল শয়ন। তাহে না মরিল দেখে ভাবয়ে রাজন॥ আজ্ঞা দিল দূতগণে অগ্নিকুণ্ড করে। এ পাপ বেটারে মার পোড়ায়ে সত্বরে॥ আজ্ঞামাত্র অগ্নিকুণ্ড করে প্রজ্জ্বলিত। ফেলিল প্রহ্লাদে লয়ে ধরিয়া ত্বরিত॥ ভক্ত দেখে অগ্নি বৈসে শিশু কোলে করে। চন্দন সমান বহ্নি লাগে অঙ্গোপরে॥ তাহে না মরিল দেখে ভাবয়ে রাজন। আজ্ঞা দিল প্রহ্লাদেরে করহ বন্ধন॥ বন্ধন করিয়া এক শিলা বুকে দাও। শিলার সহিত এরে সিন্ধুতে ডুবাও॥ সিন্ধুতে ফেলিতে বায় পবন কর্ণে কন। ভয় ত্যজি রামনাম করহ স্মরণ॥ রামনাম স্মরণেতে জলে ভাসে শিলা। পুনর্ব্বার পিতৃসন্নিধানেতে আইলা॥ দেখি নগরের লোক আশ্চর্য্য মানয়। রাজারে করিল জ্ঞাত পেয়ে মহাভয়॥ প্রহ্লাদে দেখিয়া রাজা কোলে বসাইয়া। জিজ্ঞাসা করয়ে তারে শিরে চুম্ব দিয়া॥ কেমনে এ সব হতে হলে পরিত্রাণ। স্বরূপ বচনে পুত্র কহ মম স্থান॥ প্রহ্লাদ বলেন হরি হতে ত্রাণ পাই। আমার শ্রীহরি বিরাজিত সর্ব্ব ঠাঁই॥ ক্রোধে

হিরণ্যকশিপু বধ।

কহে স্তম্ভ মধ্যে আছে তোর হরি। প্রহ্লাদ বলেন আছে স্তম্ভের ভিতরি॥ শুনিয়া স্তম্ভেতে মুষ্টি মারিল রাজন। ভক্তবাক্য রক্ষা জন্য দেব নারায়ণ॥ নরসিংহ রূপ হৈল অতি ভয়ঙ্কর। হিরণ্যকশিপু রাজে করিল সংহার॥ শব্দে গর্ভপাত এক নারীর হইল। মনস্তাপে বিপ্রভার্য্যা শাপ তাঁরে দিল॥ যে বারেতে হবে প্রভু রাম অবতার। বিস্মৃত সর্ব্বদা তুমি হবে সেইবার॥ পরেতে প্রহ্লাদ শান্ত কৈল নারায়ণে। প্রহ্লাদে বসান হরি রাজসিংহাসনে॥ প্রহ্লাদেরে কোলে করি নরহরি কন। মনোমত বর মাগি লহ বাছাধন॥ শিশু বলে সদা হেরি তোমার চরণ। জনকের অপরাধ ক্ষম নারায়ণ॥ তথাস্তু বলিয়া হরি করিল গমন। প্রহ্লাদ চরিত্র কথা হৈল সমাপন॥

ইতি প্রহ্লাদচরিত্র সম্পূর্ণ।

মনুষ্যের মিত্র।

কে বল বিরত করে পাপ পথ হতে?
কে তব সুযশ গান করে নানা মতে?
কে তোমায় পুণ্য পথে লয়ে যেতে চায়?
কে বল বিপত্তি কালে ফেলে না পালায়?
কে তব সম্পদে ভাসে সুখের সাগরে?
কেবা হয় তব দুঃখে কাতর অন্তরে?
কে তোমার গুপ্ত কথা করয়ে যাপন?
জাননা কি তুমি তারে, মিত্র সেই জন?

পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল।
কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল॥
রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে।
শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে॥
ফুটিল মালতীফুল সৌরভ ছুটিল।
পরিমল লোভে অলি আসিয়া জুটিল॥
গগণে উঠিল রবি লোহিত বরণ।
আলোক পাইয়া লোক পুলকিত মন॥
শীতল বাতাস বয় জুড়ায় শরীর।
পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির॥
উঠ শিশু মুখ ধোও পর নিজ বেশ।
আপন পাঠেতে মন করহ নিবেশ॥

(মদনমোহন তর্কালঙ্কার।

কলিকাতা আহীরীটোলা ষ্ট্রীট ৯৯ সংখ্যক ভবনে
এন্, এল্, শীলের যন্ত্রে শ্রীনৃত্যলাল শীল
দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।